পত্রপুষ্প

পত্রপুষ্প

(গল্পগ্রন্থ)

—○*○—

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

কলিকাতা

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩২৪

মূল্য ১৷৷০

মানসী প্রেস

১৪এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

এই গ্রন্থে প্রকাশিত গল্পগুলি সমস্তই "মানসী ও মর্ম্মবাণী" মাসিক পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

"সতীদাহ" শীর্ষক সত্য ঘটনাটি শেষ গল্প স্বরূপ মুদ্রিত হইল। ক্যাপ্টেন্ গ্রিণ্ডলে নামক একব্যক্তি, বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কর্ম্ম করিতেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার নাম "Scenery, Costumes and Architecture Chiefly on the Western side of India." এই আখ্যায়িকা সেই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থখানি হইতে অনূদিত।

কলিকাতা
জন্মাষ্টমী, ২৪শে শ্রাবণ,
১৩২৪

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সূচী

পত্রপুষ্প

—০*০—

নিষিদ্ধ ফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাগবাজারের দুর্গাচরণ বাবু তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয়া সুসজ্জিতা সালঙ্কারা কন্যাটির হস্তধারণ করিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"এইটি আমার মেঝ মেয়ে, রায় বাহাদুর।"—কন্যাকে বলিলেন—"মা, এঁকে প্রণাম কর।"

ভবানীপুর-নিবাসী রায় প্রফুল্লকুমার মিত্র বাহাদুর পারিষদগণ পরিবৃত হইয়া দরিদ্র দুর্গাচরণের তক্তপোষে বসিয়া বাঁধা হুঁকায় ধূমপান করিতেছিলেন। মেয়েটি সলজ্জভাবে তাঁহার পায়ের কাছে মাথা ঠেকাইয়া, নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

রায় বাহাদুরের বয়স পঞ্চাশৎ বর্ষ হইবে। দিব্য গৌরবর্ণ পুরুষ, মোটা সোটা, হাস্যোজ্জ্বল, বড় বড় চক্ষু, গোঁফ ও দাড়ি দুই-ই কামানো। খুব চওড়া হাঁসিয়াযুক্ত বহুমূল্য শালের যোড়া

গায়ে দিয়া বসিয়া ছিলেন। প্রসন্নদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত কন্যাটির পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"বাঃ, বেশ মেয়ে, খাসা মেয়ে, বেঁচে থাক মা, সুখে থাক। দিব্যি মেয়েটি, নয় হে সুরেশ?"

সুরেশ-নামা পারিষদ বলিল—"আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি?"

রায় বাহাদুর বলিলেন—"মা, তোমার নামটি কি বল ত।"

মেয়েটির ওষ্ঠযুগল ঈষৎ কম্পিত হইল, কিন্তু কোন শব্দ উচ্চারিত হইল না। দুর্গাচরণ বাবু উৎসাহ দিয়া তাহাকে বলিলেন—"বল মা, বল।"

মেয়েটি তখন অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল—"শ্রীমতী নন্দরাণী দাসী।"

রায় বাহাদুর বলিলেন—"নন্দরাণী? বেশ বেশ। নামটিও বেশ। কেমন হে যতীন দাদা?"

যতীন্দ্র-নামধারী পারিষদ বলিল—"খাসা নাম।"

দুর্গাচরণ বাবু বলিলেন—"নন্দরাণী নাম—বাড়ীতে সবাই রাণী বলে ডাকে।"

"রাণী? তা আপনার মেয়ে রাজরাণী হওয়ারই উপযুক্ত বটে। মুখখানি নিখুঁৎ। চোখ দুটিও চমৎকার। ঘোষাল মশায় কি বলেন?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—"এ মেয়ে আপনারই পুত্রবধূ হবার উপযুক্ত।"

রায় বাহাদুর বলিলেন—"তা মা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বস, এইখানে বস। দুর্গাচরণ বাবু, আপনিই বা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।"

মেয়েটি ইতস্ততঃ করিতেছিল। তাহার পিতা বলিলেন—"বস মা, বস।"—বলিয়া নিজেও উপবেশন করিলেন। মেয়েটিও মাথা নীচু করিয়া পিতার কাছ ঘেঁসিয়া বসিল।

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি পড় মা?"

"আখ্যানমঞ্জরী দ্বিতীয় ভাগ, পদ্যপাঠ প্রথমভাগ আর সরল শুভঙ্করী।"

"পাণ সাজতে জান?"

"জানি।"

দুর্গাচরণ বাবু বলিলেন—"আমার বড় মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে অবধি বাড়ীর সব পাণ ঐ ত সাজে। যা খেলেন, ওরই সাজা পাণ।"

রায় বাহাদুর রূপার ডিবা হইতে একটা পাণ লইয়া কপ্ করিয়া মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন—"বেশ পাণ। রান্না-বান্না কিছু শিখেছ মা?"

রাণী বলিল—"শিখেছি।"

"তাও শিখেছ? বেশ বেশ। আলুভাজা, পটলভাজা, মাছের ঝোল—এ সব রাঁধতে পার?"

মেয়েটি ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"পারি।"

রায় বাহাদুর তাহার স্কন্ধদেশে সস্নেহে মৃদু মৃদু আঘাত করিতে করিতে বলিলেন—"এরই মধ্যে শিখেছ? লক্ষ্মী মেয়ে!"

দুর্গাচরণ বাবু বলিলেন—"আমি আর বাপ হয়ে কি বলব রায় বাহাদুর—যদি আমার মেয়েটিকে গ্রহণ করেন তবে দেখতেই পাবেন। গত মাসে আমার স্ত্রী যখন আঁতুড়ে, বড় মেয়েটি শিশ-

পুরে, অনেক কাকুতি মিনতি করাতেও বেয়াই মশাই তাকে পাঠালেন না, রাণীই আমাদের সংসার চালিয়ে দিয়েছে। ওকে যদি নেন, সবই জানতে পারবেন।”

মাথাটি দুলাইতে দুলাইতে সহাস্যে রায় বাহাদুর বলিলেন—“নেব না ? নেব না ? লুফে নেব। এমন মেয়ে পেলে কেউ ছাড়ে ? কি বল হে সতীশ ?”

সতীশ বলিল—“আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি !”

রায় বাহাদুর বলিলেন—“আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তার পর মাকে ছুটি দিই।”—বলিয়া নন্দরাণীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিলেন—“হ্যাঁ মা, আমার মাথার পাকাচুল তুলে দিতে পারবে ? দুপুরবেলা, খেয়ে যখন আমি শোব, বিছানায় তোমার এই বুড়ো নতুন বাবাটির কাছে বসে বসে, একটি একটি করে পাকাচুল তুলে দিতে পারবে কি ?—এটি বোধ হয় শেখনি, কি বল মা ?—তোমার বাবার মাথায় ত পাকাচুল নেই !”—বলিয়া তিনি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

নন্দরাণীর মুখেও ঈষৎ হাস্যসঞ্চার হইল। মুখটি তুলিয়া সে রায় বাহাদুরের মস্তকখানির দিকে চাহিল। দেখিল, সেখানে “কলৌ সুজনা ইব” চুলের সংখ্যা খুবই কম এবং দূর দুরান্তে অবস্থিত।

তাহার মৌনকেই সম্মতিজ্ঞান করিয়া রায় বাহাদুর বলিলেন—“আচ্ছা মা, সে পরীক্ষাও হবে। যাও এখন বাড়ীর ভিতর যাও।”

বাহিরে ঝি দাঁড়াইয়া ছিল। নন্দরাণী তক্তপোষ হইতে নামিবামাত্র, সে আসিয়া তাহার হস্তধারণ করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈঠক হইতে হুঁকাটি তুলিয়া লইয়া প্রায় এক মিনিট কাল রায় বাহাদুর নীরবে ধূমপান করিলেন। পরে হুঁকা দুর্গাচরণ বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন—"তার পর ভায়া, কবে বিয়ে দেওয়া তোমার মত বল। ঐ যা, একবারে আপনি থেকে তুমি বলে ফেল্লাম!"

দুর্গাচরণ বাবু বলিলেন—"তুমিই বলুন। 'আপনি' বল্লেই বরং আমাকে লজ্জা দেওয়া হয়। আমি আপনার চেয়ে সব বিষয়েই ছোট। বয়সে—ধনে—মানে—"

রায় বাহাদুর বলিলেন—"হ্যাঁ হে—হ্যাঁ, তুমি বয়সে আমার চেয়ে ছোট তা ত স্বীকারই করছি। তা বলে, চুল পেকেছে বলেই আমি যে খুব বুড়ো হয়ে গেছি তা ভেব না—হা হা হা।" —বলিয়া তিনি দুর্গাচরণ বাবুর পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া দিলেন। পারিষদগণও খুব হাসিতে লাগিল।

দুর্গাচরণ বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"যবে অনুমতি করেন তবেই বিবাহ হতে পারে। এই ফাল্গুন মাসেই হোক। তবে আমি অতি সামান্য লোক—গরীব—"

রায় বাহাদুর বলিতে লাগিলেন—"গরীব ত হয়েছে কি? গরীব ত হয়েছে কি? গরীবই বা কিসের? তুমি কি কারু কাছে ভিক্ষে চাইতে গিয়েছ? আর, হলেই বা গরীব? গরীবের মেয়ের কি বিয়ে হবে না? সে আইবুড়ো থাকবে? হিন্দুশাস্ত্রের এমন বিধান নয়। তুমি বোধ হয় আজকালের বরপণ প্রথা

ভেবে এ কথা বলছ? সে প্রথার আমি বিরোধী—ভয়ঙ্কর বিরোধী।"

দুর্গাচরণ বাবু বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই কথা শুনেই ত—"

"শুনেই ত কি? পড়নি? আমার 'সামাজিক-সমস্যা-সমাধান' কেতাব পড়নি? তাতে বরপণ বলে একটা চ্যাপ্টারই যে রয়েছে। বরপণ প্রথাকে আমি যাচ্ছেতাই করে গালাগাল দিয়েছি —একেবারে যাচ্ছেতাই করে—পড়নি?"

দুর্গাচরণ বাবু বলিলেন—"পড়েছি বৈ কি। আপনার বই কে না পড়েছে? আপনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার।"

রায় বাহাদুর বলিলেন—"কোথা বিখ্যাত? হ্যাঁ—বঙ্কিম একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার বটে। সে আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু কি না। প্রেসিডেন্সি কলেজে একসঙ্গে আইন পড়্‌তাম। আজকের কথা? বঙ্কিমের খুব নাম হয়েছে বটে। তার একখানি নতুন বই বেরিয়েছে, রাজসিংহ। পড়েছ? হু হু করে বিক্রী হচ্ছে। অথচ আমার বই—পোকায় কাটছে, কেউ কিনছে না। তাই বঙ্কিমকে বলছিলাম সে দিন।"

একজন ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কি কথা হল?"

রায় বাহাদুর বলিতে লাগিলেন—"বঙ্কিমকে বল্লাম ওহে, তোমার যে রকম নাম হয়েছে, তুমি এখন ঐ সব লভ্‌ আর লড়াই ছেড়ে, এমন খানকতক উপন্যাস লেখ যাতে দেশের উপকার হয়। আমার কথা ত কেউ শোনে না, তোমার কথা শুন্‌বে।

এই যে বরপণ প্রথাটি সমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে, ক্রমে যে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে! বরপণ প্রথার দোষ দেখিয়ে চুটিয়ে একখানা নভেল লেখ দেখি। আর একখানা লেখ, যা পড়ে বাঙ্গালীর বিলাসিতা—বিশেষ চা খাওয়াটা—একটু কমে। একখানা লেখ, যৌথ কারবার সম্বন্ধে। কেন বাঙ্গালীর যৌথ কারবার ফেল হয়ে যায়, কি কি উপায় অবলম্বন করলে তা সফল হতে পারে, তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি বেশ করে বুঝিয়ে দাও। প্লটও তোমায় বলে দিচ্ছি। তাতে দেখাও যে জনকতক বাঙ্গালী যুবক কলেজ থেকে বেরিয়ে এক সঙ্গে মিলে যৌথ কারবার আরম্ভ করলে, আর দিন দিন তাদের খুব উন্নতি হতে লাগল। ক্রমে তারা এক একটি লক্ষপতি হয়ে দাঁড়াল, গভর্ণমেণ্ট থেকে খেতাব পেলে ইত্যাদি। তা নয়, খালি লভ্ আর লড়াই—লভ্ আর লড়াই! —ও সব লিখে দেশের কি উপকার হবে বল দেখি?"

ঘোষাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"বঙ্কিমবাবু কি বল্লেন?"

হুঁকাটি হাতে লইয়া রায় বাহাদুর বলিলেন—"হাস্তে লাগল। বল্লে—'আচ্ছা তা হলে যৌথ কারবারের নভেলটাই আরম্ভ করি। কাঁচা মালের কি দর আর কোথায় কোন্ জিনিষ পাওয়া যায়, রেলভাড়াই বা কত, সে গুলোও পরিশিষ্ট করে ছেপে দেব কি?'—বিদ্রূপ হল!—'তোমার যা খুসী তাই কর'—বলে রাগ করে আমি চলে এলাম।"

রায় বাহাদুরের মুখখানি অত্যন্ত অপ্রসন্ন দেখাইতে লাগিল। প্রায় পাঁচ মিনিট কাল তামাক খাইয়া তবে তিনি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন।

দুর্গাচরণ বাবু বলিলেন—"টাকা কড়ি সম্বন্ধে আমার প্রতি অনুগ্রহ যদি করেন, তা হলে ত আর কোন বাধাই নেই। যে দিন অনুমতি করবেন, সেই দিনই বিবাহ হতে পারে। সামনে ফাল্গুন মাসে—"

রায় বাহাদুর বলিলেন—"রও—রও। আরও কথা আছে। আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম। বিবাহ সম্বন্ধে আমার আর একটি মত আছে। সে বিষয়ে যদি তুমি স্বীকার হও, তবেই আমি ছেলের বিবাহ দিতে পারি।"

দুর্গাচরণ বাবু একটু শঙ্কিত হইয়া বলিলেন—"কি মত, আজ্ঞা করুন।"

রায় বাহাদুর একটু নড়িয়া চড়িয়া ভাল করিয়া বসিয়া বলিলেন—"সামাজিক-সমস্যা-সমাধান কেতাবে বাল্যবিবাহ বলে একটি পরিচ্ছেদ আছে। পড়েছ?"

দুর্গাচরণ বাবু বিপন্নভাবে বলিলেন—"আজ্ঞে—বোধ হয়—কি জানি—ঠিক মনে পড়্ছে না।"

"সে প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছি, বাল্যবিবাহ খুব ভাল জিনিষ। আমাদের সমাজে এই একান্নবর্ত্তী-পরিবার-প্রথা যত-দিন প্রচলিত থাক্‌বে, ততদিন বাল্যবিবাহ ভিন্ন উপায় নেই। কেবলমাত্র স্বামীটিই স্ত্রীলোকের পরিজন নয়, তার শ্বশুর শ্বাশুড়ী ভাসুর দেওর ননদ ভাজ—এ সব নিয়ে তাকে ঘরকন্না করতে হবে। সুতরাং ছোটবেলা থেকেই বউকে সেই পরিবারভুক্ত হতে হবে। কেমন কি না?"

দুর্গাচরণ বাবু বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ—ঠিক কথা।"

"আচ্ছা, প্রমাণ হল, বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। এটা অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু—এর মধ্যে একটু কিন্তু আছে ভায়া। সেটি আমার আবিষ্কার। কি বল দেখি? কিন্তু—কি?"

দুর্গাচরণ বাবু মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। কিছুই বলিতে পারিলেন না।

রায় বাহাদুর বলিতে লাগিলেন—"বাল্যবিবাহ হবে বটে, কিন্তু একটু বয়স না হলে স্বামী স্ত্রীর দেখা সাক্ষাত হবে না। আমার কেতাবে, মেয়ের বয়স ষোল বৎসর আর ছেলের বয়স চব্বিশ—নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছি। এর পূর্ব্বে তাদের একত্র হতে দেওয়া উচিত নয়। ডাক্তারী-শাস্ত্র খুলে দেখ, আমার মত যথার্থ কি না বুঝতে পারবে।"—বলিয়া রায় বাহাদুর একটু গর্ব্বের হাসি হাসিয়া, মুখটি উন্নত করিয়া রহিলেন।

দুর্গাচরণ বাবু অধোমুখে কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—"কথা ত ঠিকই। কিন্তু বড় মুস্কিল যে! আমার রাণীর বয়স, এখন ধরুন বারো, শ্রাবণ মাসে বারো বেরিয়ে তেরোয় পড়বে। তবে কি তিন চার বছর এখন জামাই আনতে পাব না? বাড়ীর মেয়েরা তা হলে যে—"

রায় বাহাদুর বাধা দিয়া বলিলেন—"কেন জামাই আনতে পাবে না? অবশ্যই পাবে। যেদিন বলবে, তোমার জামাইকে পাঠিয়ে দেব। তাকে খাওয়াও দাওয়াও, আদর কর যত্ন কর—বাড়ীর মেয়েরা আমোদ আহ্লাদ করুক—কিন্তু ঐ নিয়মটি প্রতিপালন করতে হবে।"

দুর্গাচরণ বাবু বলিলেন—"বড় সমস্যার কথা !"

রায় বাহাদুর উৎসাহে উচ্চ হইয়া বসিয়া বলিলেন—"সমস্যাই ত! সমস্যাই ত!—এই রকম সব সমস্যার সমাধান করেছি বলেই ত আমার কেতাবের নাম 'সামাজিক-সমস্যা-সমাধান।' এর সুন্দর উপায় আমি বের করেছি। যদিও হঠাৎ সেটা কারু মনে আসে না, আসলে উপায়টি কিন্তু খুবই সোজা।"

"কি উপায় ?"

"বউ অন্দরে থাক্‌বে, ছেলে বাইরের ঘরে শোবে। বস্‌, হয়ে গেল।—কেমন, সহজ উপায় নয় ?"—বলিয়া রায় বাহাদুর হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

দুর্গাচরণ বাবু কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—"লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সেটা কি ভাল হয় ?"

কেহ কথার প্রতিবাদ করিলে রায় বাহাদুর অত্যন্ত রাগিয়া যান। বলিলেন—"আমি ভাল বুঝেছি—তাই লিখেছি। তোমার ভাল বোধ না হয়, অন্যত্র তোমার মেয়ের বিয়ের চেষ্টা দেখতে পার। আমার এক কথা। পাহাড় নড়ে ত নড়বে, প্রফুল্ল মিত্তিরের কথা নড়বে না।"—বলিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন।

রায় বাহাদুরের এই ভাবান্তর দেখিয়া দুর্গাচরণ বাবু ভীত হইয়া পড়িলেন। পাত্রটি হাতছাড়া হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে। বৎসরে চল্লিশ হাজার টাকা জমিদারীর আয়, কলিকাতায় দুই তিনখানি বাড়ী আছে, রায় বাহাদুরের ঐ একমাত্র পুত্র, বি-এ পড়িতেছে, সুশীল, সচ্চরিত্র, সুপুরুষ—এক পয়সা পণ দিতে হবে না—এমন সুযোগটি আর কোথায় পাওয়া যাইবে ? তাই সবিনয়ে,

নানা মিষ্ট কথায় দুর্গাচরণ বাবু তাঁহার ভাবী বৈবাহিকের মনস্তুষ্টি সম্পাদনে যত্নবান হইলেন। "বাড়ীতে" পরামর্শ করিয়া, যেমন হয়, আগামী কল্য প্রাতে গিয়া রায় বাহাদুরকে জানাইয়া আসিবেন বলিলেন।

রায় বাহাদুর তখন, হাসিতে হাসিতে স-পারিষদ বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বৃহৎ ল্যাণ্ডো গাড়ী, যুগল ওয়েলারের পদভরে দুর্গাচরণ বাবুর ক্ষুদ্র গলি কাঁপাইয়া সদর রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফাল্গুন মাসেই শুভবিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। রায় বাহাদুরের পুত্রের নাম শ্রীমান হেমন্তকুমার।

ফুলশয্যা হয় নাই? হইয়াছিল বৈকি। কিন্তু তাহার পর যে কয়টি দিন বধূ সেখানে রহিল, বরের সহিত আর তাহার সাক্ষাৎ হইল না। রায় বাহাদুর পূর্ব্বেই তাঁহার স্ত্রী ও পরিবারস্থ অন্য সকলের প্রতি তাঁহার ভীষণ আজ্ঞা প্রচার করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৃহিণী নিজের স্বামীকে বেশ চিনিতেন, সুতরাং হুকুম রদ করাইবার জন্য আর বৃথা চেষ্টা করিলেন না।

সপ্তাহকাল থাকিয়া রাণী পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

দুর্গাচরণ বাবু জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা সুবুদ্ধির কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। গৃহিণী কর্ত্তৃক এ বিষয়ে বার বার

অনুরুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"দেখ, জামাইকে সকাল বেলা নিয়ে এসে বেলাবেলি ফিরে পাঠাতে পারি। কিন্তু তাঁর ছেলের সঙ্গে বউয়ের দেখা হয় নি, এ কথা বেয়াই যদি বিশ্বাস না করেন, আমি তখন সাফাই সাক্ষী পাব কোথা? বেয়াইয়ের মেজাজ জান ত?"

জ্যৈষ্ঠমাসে জামাই ষষ্ঠী হইল। দুর্গাচরণ বাবু রাণীকে শিবপুরে তাঁহার বড় মেয়ের শ্বশুরবাড়ীতে রাখিয়া মাতব্বর এলিবাই সাক্ষী সৃষ্টি করিয়া আসিয়া, তাহার পর হেমন্তকুমারকে গৃহে আনিয়া জামাতার্চ্চন করিলেন।

আষাঢ় মাসে রায় বাহাদুর বধূকে নিজ বাটীতে আনয়ন করিলেন। হেমন্ত এতদিন অন্তঃপুরেই শয়ন করিত, এইবার বহির্ব্বাটীতে নির্ব্বাসিত হইল। এ বৎসর তাহার এগ্‌জামিনের পড়া, কিন্তু মেঘদূত মুখস্থ করিয়া ও পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে বিরহমূলক নানা কবিতা লিখিয়া সে বর্ষাযাপন করিতে লাগিল।

দুইবার জলযোগ ও দুইবার আহার করিবার জন্য মাত্র হেমন্তকুমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিত। বধূ আসিবার দিন পনেরো পরে একদিন হঠাৎ উভয়ের চোখোচোখী হইয়া গেল।

মাঝে মাঝে এইরূপ চোখোচোখী হইতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট চারিবার ভিন্ন, আরও দুই তিনবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার আছিলা হেমন্ত আবিষ্কার করিয়া লইল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে একদিন জল খাইয়া ফিরিবার পথে হেমন্ত দেখিল, বধূ একস্থানে জড়সড় হইয়া ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আশে পাশে কেহ নাই। যাইবার সময় সে বধূর শাড়ীটি স্পর্শ করিয়া গেল।

ইহার পর হইতে প্রায় প্রতিদিনই এরূপ ঘটিত। ক্রমে পত্র বিনিময়, তাম্বুল বিনিময় এবং আরও কি কি বিনিময় ঠিক জানি না—সেই ক্ষণিক মিলনেই সম্পন্ন হইতে লাগিল।

বর্ষা কাটিল, শরৎকাল আসিল। ভাদ্রের শেষ সপ্তাহে, (মাসের পয়লা তারিখে কাগজ বাহির হওয়া তখন রেওয়াজ নাই) "বঙ্গবাণী" মাসিক পত্রিকায় "চকোরের ব্যথা" শীর্ষক হেমন্তের এক কবিতা ছাপা হইল। নিম্নে তাহার নাম স্বাক্ষরিত ছিল। কবিতাটি কেমন করিয়া রায় বাহাদুরের চক্ষে পড়িয়া যায়। পরদিন তিনি বৈবাহিককে পত্র লিখিলেন—"বধূমাতা অনেকদিন আসিয়াছেন। মার জন্য বোধ হয় তাঁহার অত্যন্ত মন-কেমন করে। অতএব আশ্বিন মাস পড়িলেই তাঁহাকে তুমি কিছুদিনের জন্য লইয়া যাইবে।"—দুর্গাচরণ বাবু আসিয়া কন্যাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিক মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজ খুলিবার দুই তিনদিন পরে ক্লাসে বসিয়া হেমন্ত একখানি পত্র পাইল। শিরোনামার হস্তাক্ষর অপরিচিত—বাঙ্গালায় লেখা এবং স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া বোধ হইল।

দেখিয়া হেমন্ত একটু আশ্চর্য্য হইল, কারণ কলেজের ঠিকানায় কখনও তাহার পত্রাদি আসে না। টিকিটের উপর মোহর

দেখিল—শিবপুর। পার্শ্বোপবিষ্ট জনৈক ছাত্র বলিল—"গিন্নীর চিঠি নাকি ?"—"না"—বলিয়া পত্রখানি হেমন্ত কোটের বুক পকেটে লুকাইয়া রাখিল এবং অধ্যাপকের বক্তৃতার প্রতি বিশেষ মনঃসংযোগের ভাণ করিয়া রহিল।

আসলে তাহার মনের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উদিত হইতেছিল—

(১) শিবপুরে আমার বড় শ্যালীর শ্বশুরবাড়ী, সেখান হইতেই কি পত্র আসিল ?

(২) কখনও ত আসে না, আজ আসিল তাহার কারণ কি ?

(৩) রাণী কি তাহার দিদির মারফৎ আমাকে এ চিঠি পাঠাইয়াছে ?

(৪) তাহাই যদি হয়, তবে দিদির মারফৎ তাহাকে চিঠি লেখা আমার উচিত হইবে কি না ?

(৫) যদি লিখি তবে বাবার তাহা ধরিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আছে কি না ?

(৬) সকলের বাবা যেরূপ, আমার বাবা সেরূপ নহেন কেন ? এমন কঠিন এমন নিষ্ঠুর কেন ?

এই সকল দুরূহ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ হেমন্ত পিপাসা অনুভব করিল। ক্লাসের শেষ দিকে এবং দরজার অতি নিকটেই সে বসিয়া ছিল—সুরুৎ করিয়া বাহির হইয়া গেল। জলের জন্য দ্বারবানের নিকট তাহাকে যাইতে হইল না—কারণ পকেটের ভিতর লেফাফার মধ্যেই তাহার তৃষাহর পদার্থটি ছিল। বাগানে নামিয়া গিয়া পত্রখানি খুলিয়া সে পাঠ করিল।

তাহাতে লেখা ছিল—

১৭নং বিনোদ বোসের গলি,
শিবপুর।
২৫শে কার্ত্তিক।

কল্যাণবরেষু

ভাই হেমন্ত, আমাকে চিনিতে পারিবে কি না বলিতে পারি না, কারণ একদিন মাত্র বাসরঘরে আমায় তুমি দেখিয়াছিলে, তাহাও ৮।৯ মাস পূর্ব্বে। আমি তোমার দিদি হই, তোমার শ্বশুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। উপরে লিখিত ঠিকানায় আমার শ্বশুরালয়।

আমার দিদিশাশুড়ী তোমায় দেখেন নাই—একবার দেখিতে ইচ্ছা করেন। তোমার কলেজ হইতে শিবপুর এমন ত কিছু দূর নহে—বড় জোর এক ঘণ্টার পথ। শিবপুর ঘাটে নামিয়া, যাহাকে আমাদের ঠিকানা বলিবে, সেই পথ দেখাইয়া দিতে পারিবে। তোমার সঙ্গে আমারও অনেক অত্যাবশ্যকীয় কথা আছে—অতএব যত শীঘ্র পার, অবশ্য অবশ্য একদিন আসিবে। বেলা বারোটা হইতে দুইটার মধ্যে আসিলেই ভাল হয়। আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অনুমতি অনুসারে এ পত্র তোমায় লিখিতেছি।

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার দিদি যামিনী।

পুঃ—রাণী গতকল্য হইতে এখানে। আগামী রবিবার বাবা আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবেন।

পত্রখানি, বিশেষতঃ শেষ দুই লাইন দুই তিনবার পাঠ করিয়া হেমন্ত ক্লাসে ফিরিয়া গেল। অধ্যাপক মহাশয় তখন সনেটের স্বরূপ বুঝাইয়া বলিতেছিলেন—শেষ দুই লাইনেই সনেটের সমস্ত মিষ্ট রসটুকু জমা হইয়া থাকে।

সেদিন কলেজে বাকী কয় ঘণ্টা কি যে বক্তৃতা হইল, হেমন্ত তাহা কিছু বলিতে পারে না।

রাত্রে শয়ন করিয়া সে ভাবিতে লাগিল, রাণী আসিয়াছে বলিয়া কি দিদি ডাকিয়া পাঠাইলেন? না তাঁহার দিদিশাশুড়ী সত্য সত্যই আমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল? সেখানে গেলে, রাণীর সঙ্গে আমার দেখা হইবে কি? যে রকম কপাল, ভরসা হয় না। "পিতৃসত্য রক্ষা করিবার জন্য রামচন্দ্র বনে গিয়াছিলেন —আমি কন্যা হইয়া বাবার সত্যভঙ্গ করাই কেন"—এইরূপই যদি দিদির মনের ভাব হয়?—হয়, হউক। তাহারা যদি আমায় জল খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করে, কখনই খাইব না। একটা পাণ পর্য্যন্ত খাইব না।—আবার তাহার মনে হয়—না, দেখা হইবে বৈ কি, অবশ্যই হইবে। সকল কথা জানিতে পারিয়াই বোধ হয় দিদি তাহাকে সেখানে লইয়া গিয়াছেন। দিদির বাবাই সত্যবদ্ধ—দিদি ত আর সত্যবদ্ধ হন নাই। বোধ হয় আমাদের দুঃখে প্রাণ কাঁদিয়াছে—তাই এ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। নহিলে, বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি না লিখিয়া কলেজের ঠিকানায় চিঠি লিখিলেন কেন? রাণী সেখানে রবিবার অবধি আছে, এ কথাই বা বিশেষ করিয়া লিখিবার কারণ কি?—দেখা বোধ করি হইতে পারে।

এইরূপ নানা চিন্তায় রাত্রি প্রভাত হইল। হেমন্ত আজ স্নানাহার একটু তাড়াতাড়ি সারিয়া লইল—অন্যদিন অপেক্ষা একঘণ্টা পূর্ব্বেই আজ কলেজ যাত্রা করিল। আজ নাকি এগারোটা হইতেই লেকচার আরম্ভ।

পৌনে এগারোটার সময় কলেজের সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিয়া কোচম্যানকে হেমন্ত বলিল, আজ বাড়ী ফিরিতে তাহার দেরী হইবে, চারিটার পূর্ব্বে গাড়ী আনিবার প্রয়োজন নাই।

গাড়ী চলিয়া গেল। দ্বারবানের নিকট পুস্তকাদি রাখিয়া হেমন্ত একখানি ঠিকা গাড়ী লইল। তখনও কলিকাতায় বৈদ্যুতিক ট্র্যাম হয় নাই—ঘোড়ার ট্র্যাম—মাঝে মাঝে অচল হইয়া পড়িত। ট্র্যামকে হেমন্ত বিশ্বাস করিতে পারিল না।

ঠিকা গাড়ীতে চাঁদপাল ঘাট—সেখান হইতে নৌকাযোগে শিবপুর। গঙ্গাবক্ষ হইতে শিবপুর দেখা যাইতে লাগিল। হেমন্ত সেইদিকে ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া রহিল। নৌকাখানা চলিতেছে—একেবারে গজেন্দ্রগমনে!—দাঁড়ি বেটারা কুড়ের বাদশাহ!

শিবপুর ঘাটে নামিয়া, বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া লইতেও কিছু সময় নষ্ট হইল। শুনিল, গৃহকর্ত্তা হাওড়ার উকীল। তাঁহার পুত্র—বাগবাজারে যাহার বিবাহ হইয়াছে—সে কলিকাতায় কোন হউসের নায়েব খাজাঞ্চি। পথের লোকের নিকটেই এ সকল সংবাদ হেমন্ত সংগ্রহ করিল।

১৭ নম্বরের সম্মুখীন হইবামাত্র হেমন্ত ঘড়ি খুলিয়া দেখিল—কলেজ হইতে আসিতে এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট লাগিয়াছে।

ডাকাডাকিতে একজন ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

পত্রখানি, বিশেষতঃ শেষ দুই লাইন দুই তিনবার পাঠ করিয়া হেমন্ত ক্লাসে ফিরিয়া গেল। অধ্যাপক মহাশয় তখন সনেটের স্বরূপ বুঝাইয়া বলিতেছিলেন—শেষ দুই লাইনেই সনেটের সমস্ত মিষ্ট রসটুকু জমা হইয়া থাকে।

সেদিন কলেজে বাকী কয় ঘণ্টা কি যে বক্তৃতা হইল, হেমন্ত তাহা কিছু বলিতে পারে না।

রাত্রে শয়ন করিয়া সে ভাবিতে লাগিল, রাণী আসিয়াছে বলিয়া কি দিদি ডাকিয়া পাঠাইলেন? না তাঁহার দিদিশাশুড়ী সত্য সত্যই আমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল? সেখানে গেলে, রাণীর সঙ্গে আমার দেখা হইবে কি? যে রকম কপাল, ভরসা হয় না। "পিতৃসত্য রক্ষা করিবার জন্য রামচন্দ্র বনে গিয়াছিলেন—আমি কন্যা হইয়া বাবার সত্যভঙ্গ করাই কেন"—এইরূপই যদি দিদির মনের ভাব হয়?—হয়, হউক। তাহারা যদি আমায় জল খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করে, কখনই খাইব না। একটা পাণ পর্য্যন্ত খাইব না।—আবার তাহার মনে হয়—না, দেখা হইবে বৈ কি, অবশ্যই হইবে। সকল কথা জানিতে পারিয়াই বোধ হয় দিদি তাহাকে সেখানে লইয়া গিয়াছেন। দিদির বাবাই সত্যবদ্ধ—দিদি ত আর সত্যবদ্ধ হন নাই। বোধ হয় আমাদের দুঃখে প্রাণ কাঁদিয়াছে—তাই এ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। নহিলে, বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি না লিখিয়া কলেজের ঠিকানায় চিঠি লিখিলেন কেন? রাণী সেখানে রবিবার অবধি আছে, এ কথাই বা বিশেষ করিয়া লিখিবার কারণ কি?—দেখা বোধ করি হইতে পারে।

এইরূপ নানা চিন্তায় রাত্রি প্রভাত হইল। হেমন্ত আজ স্নানাহার একটু তাড়াতাড়ি সারিয়া লইল—অন্যদিন অপেক্ষা একঘণ্টা পূর্ব্বেই আজ কলেজ যাত্রা করিল। আজ নাকি এগারোটা হইতেই লেক্‌চার আরম্ভ।

পৌনে এগারোটার সময় কলেজের সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিয়া কোচম্যানকে হেমন্ত বলিল, আজ বাড়ী ফিরিতে তাহার দেরী হইবে, চারিটার পূর্ব্বে গাড়ী আনিবার প্রয়োজন নাই।

গাড়ী চলিয়া গেল। দ্বারবানের নিকট পুস্তকাদি রাখিয়া হেমন্ত একখানি ঠিকা গাড়ী লইল। তখনও কলিকাতায় বৈদ্যুতিক ট্র্যাম হয় নাই—ঘোড়ার ট্র্যাম—মাঝে মাঝে অচল হইয়া পড়িত। ট্র্যামকে হেমন্ত বিশ্বাস করিতে পারিল না।

ঠিকা গাড়ীতে চাঁদপাল ঘাট—সেখান হইতে নৌকাযোগে শিবপুর। গঙ্গাবক্ষ হইতে শিবপুর দেখা যাইতে লাগিল। হেমন্ত সেইদিকে ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া রহিল। নৌকাখানা চলিতেছে—একেবারে গজেন্দ্রগমনে!—দাঁড়ি বেটারা কুড়ের বাদশাহ!

শিবপুর ঘাটে নামিয়া, বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া লইতেও কিছু সময় নষ্ট হইল। শুনিল, গৃহকর্ত্তা হাওড়ার উকীল। তাঁহার পুত্র—বাগবাজারে যাহার বিবাহ হইয়াছে—সে কলিকাতার কোন হউসের নায়েব খাজাঞ্চি। পথের লোকের নিকটেই এ সকল সংবাদ হেমন্ত সংগ্রহ করিল।

১৭ নম্বরের সম্মুখীন হইবামাত্র হেমন্ত ঘড়ি খুলিয়া দেখিল—কলেজ হইতে আসিতে এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট লাগিয়াছে।

ডাকাডাকিতে একজন ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

পরিচয় লইয়া অন্তঃপুরে সে সংবাদ দিতে গেল। ক্রমে একজন ঝি আসিয়া বলিল—"জামাই বাবু ভাল আছেন ত? আসুন, বাড়ীর ভিতর আসুন।"—তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হেমন্ত ক্রমে দ্বিতলের একটি কক্ষে উপনীত হইল।

অল্পক্ষণ পরেই "কি ভাই চিন্‌তে পার?"—বলিয়া উনিশ কিম্বা কুড়ি বৎসর বয়সের, গৌরবর্ণা হাস্যময়ী এক যুবতী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কোলে এক বৎসরের একটি শিশু।

হেমন্তের মনে পড়িল, বাসরঘরে ইহাঁকে দেখিয়াছিল বটে।—"যামিনী দিদি?"—বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইল।

যামিনী বলিল—"হয়েছে ভাই, আমি অমনিই তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি। আর, আশীর্ব্বাদের দরকারই বা কি? রাণীর সঙ্গে যেদিন তোমার বিয়ে হয়েছে—সেইদিনই ত রাজা হয়েছ।"—বলিয়া যামিনী সুমিষ্ট হাসির লহরী তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে, রুদ্ধজানালার বাহিরে বারান্দা হইতে একাধিক তরুণীকণ্ঠে চাপা হাসির একটা গুঞ্জনধ্বনিও শুনা গেল।—"কে লা ছুঁড়ি-গুলো—পালা বলছি এখান থেকে"—বলিয়া যামিনী বাহির হইবামাত্র, ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে কয়েক যোড়া চরণ সিঁড়ি দিয়া দিয়া নামিয়া গেল।

যামিনী ফিরিয়া আসিলে হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি, আমায় ডেকেছেন কেন?"

"কেন বল দেখি? যদি বলতে পার ত—সন্দেশ খাওয়াব"—বলিয়া যামিনী হাসিতে লাগিল।

"বলতে পারলাম না দিদি—সন্দেশ আমার ভাগ্যে নেই"—বলিয়া হেমন্ত খোকাকে লইবার জন্ম হাত বাড়াইল।

খোকা এই অপরিচিত ব্যক্তির কোলে যাইতে রাজি হইল না। তাহার মা তাহাকে কত করিয়া বুঝাইল—"যাও বাবা—কোলে যাও; তোমার মেছো মছাই হন, তোমায় কত ভালবাসেন, কত আদর করবেন, নক্ষি বাবা—যাও বাবা। পাজি হতভাগা ছেলে, কোলে না গেলি ত ওঁর বয়েই গেল।"

বাড়ীর কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর যামিনী বলিল—"হ্যাঁ ভাই, ক'টা অবধি তুমি এখানে থাকতে পারবে?"

হেমন্ত এ অঙ্কটি পূর্ব্বেই মনে মনে কষিয়া রাখিয়াছিল। বলিল—"বেলা আড়াইটের সময় আমাকে বেরুতে হবে দিদি।"

ঘরে ক্লক ছিল, যামিনী দেখিল সাড়ে বারো প্রায় বাজে। বলিল—"আচ্ছা, দিদিমাকে তবে ডেকে আনি।"

দুইমিনিট পরে হেমন্ত শুনিল, ঝুম্ ঝুম্ করিয়া মলের শব্দ নিকটে আসিতেছে। হেমন্ত ভাবিল, যামিনী দিদির পায়ে ত একগাছি করিয়া ডায়মন-কাটা মল দেখিয়াছি—ঝুম্ ঝুম্ করিয়া কে আসে? দিদিমার আওয়াজ কি এ রকমটা হইবে?

সে শব্দটা কিন্তু ঘর অবধি আসিল না, বাহিরেই থামিয়া গেল। যামিনী একাকিনী প্রবেশ করিয়া হাসিয়া বলিল—"দিদিমার এখন অবসর হল না ভাই—এখনও তাঁর আহ্নিক সারা হয়নি। অন্ত কাউকে তোমার যদি দরকার হয় ত বল। আর কাউকে চাই?"

হেমন্তের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। আশায় ও আনন্দে তাহার বুকটি ঢিব্ ঢিব্ করিতে লাগিল।

যামিনী হাসিয়া বাহির হইতে যাহাকে টানিয়া আনিল, কুসুম রঙের শাড়ীতে তাহার আপাদমস্তক আবৃত। তাহাকে ভিতরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া সে বলিল—"এই নাও—তোমার রাণী নাও ভাই রাজা। রাজা ও রাণীর অভিনয় আমরা কেউ আড়ি পেতে দেখব না—সে আমরা থিয়েটারেই দেখে নিয়েছি। আমি এখন চল্লাম, নিশ্চিন্ত হয়ে ছুটো অবধি তুমি রাজত্ব কর। আমি তত-ক্ষণ তোমার জন্যে জল খাবার তৈরি করিগে।"—বলিয়া যামিনী কোন উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া সশব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিক মাস কাটিল, অগ্রহায়ণ আসিল। রাণী পিত্রালয়ে। এখন আর হেমন্তের কলেজ নাই, বক্তৃতা সাজ হইয়া গিয়াছে, ফাল্গুন মাসে পরীক্ষা। কয়েকদিন বাড়ীতে থাকিয়া হেমন্ত বলিল—"এখানে গোলমালে আমার পড়াশুনোর বড়ই ব্যাঘাত হচ্ছে। কল্কাতায় মেসে গিয়ে এ ক'টা মাস আমি থাকি।"

পুত্রের এই অধ্যয়নস্পৃহায় পিতা কোনও বাধা দিলেন না।

হেমন্ত মেসে গিয়া রহিল। ইতিমধ্যে তাহার শ্যালীপতি কুঞ্জলালের সহিতও আলাপ হইয়াছিল। মাঝে মাঝে আপিসের

পর কুঞ্জ আসিয়া তাহাকে শিবপুরে 'ধরিয়া' লইয়া যাইত। যামিনীর ভগ্নীস্নেহও এ সময় অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল—প্রায়ই সে রাণীকে পিতৃগৃহ হইতে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিত।

ফাল্গুন মাসে হেমন্তের পরীক্ষা হইল, রায় বাহাদুরও বধূকে নিজ বাটীতে পুনরানয়ন করিলেন।

বৈশাখের শেষে বি এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল। হেমন্তের নাম গেজেটে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খুলিলে রায় বাহাদুর পুত্রকে বলিলেন—"বাড়ীতে গোলেমালে পড়াশুনো ভাল হবে না। তুমি বরং কলকাতায় মেসে গিয়ে থাক।"

পিতাকে হেমন্ত কিছু বলিতে সাহস করিল না। মার কাছে গিয়া, মেসে থাকা যে কি কষ্ট, আহারাদির বন্দোবস্ত সেখানে যে কিরূপ শোচনীয় ও স্বাস্থ্যহানিকর, সমস্তই সবিস্তারে বর্ণনা করিল। গৃহিণী সভয়ে স্বামীর নিকট এ কথা উত্থাপন করিয়া, তর্জ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। মেসেই হেমন্তকে যাইতে হইল।

পিতৃ-আজ্ঞা অনুসারে প্রতি রবিবার প্রাতে হেমন্ত বাড়ী আসে, জলযোগাদির পর বৈকালে আবার বাসায় ফিরিয়া যায়। অন্তঃপুরে যাতায়াতের পথে রাণীর শাড়ীর রঙটি পর্য্যন্ত আর সে দেখিতে পায় না।

দুই রবিবার এইরূপে কাটিলে, বাড়ীর একজন ঝিকে ঘুস দিয়া, স্ত্রীর নিকট হেমন্ত পত্র পাঠাইল। রবিবারে রবিবারে ঝির মারফৎ উভয়ের পত্রব্যবহার চলিতে লাগিল।

ক্রমে পূজা আসিল। ছুটিতে হেমন্ত বাসা ছাড়িয়া বাড়ী আসিল। বড় আশা করিয়াছিল, অন্ততঃ বিজয়ার প্রণাম করিবার উপলক্ষেও রাণী একবার তাহার কাছে আসিতে পাইবে—কিন্তু তাহার সে আশাও বিফল হইল। হেমন্ত এখন হইতে বড়ই হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। যখন বাড়ী আসে, চুপ করিয়া উদাসনেত্রে বসিয়া থাকে। কখনও কখনও মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবে।

এক রবিবারে ঝি নিরিবিলি পাইয়া হেমন্তকে বলিল—"দাদা বাবু, বউদিদিমণি রোজ রাত্রে কাঁদেন।"

হেমন্ত বলিল—"কেন ঝি? কাঁদে কেন?"

ঝি বলিল—"হাজার হোক দাদাবাবু, সোয়ামি ত! বউদিদিমণি বলেন, এমন কপাল করে ভারতে এসেছিলাম যে সোয়ামিকে চোখেও একবার দেখ্‌তে পাইনে।"

"তুই কি করে জান্‌লি ঝি?"

"যে ঘরে বউদিদিমণি শোন, আমিও সেই ঘরের মেঝেতে বিছানা করে শুই কি না।"

পর রবিবারে ঝি বলিল—"দাদাবাবু, একটিবার আপনি বউদিদিমণির সঙ্গে দেখা করুন।"

হেমন্ত বলিল—"উপায় কি?"

"আপনি যদি এক কায করেন ত হয়।"

"কি কায, ঝি?"

"আপনি যেমন রবিবারে আসেন, একদিন যদি বলেন আমার শরীর খারাপ হয়েছে কি কিছু হয়েছে, এই বলে যদি থেকে

যান, তাহলে অনেক রাত্রে সবাই ঘুমুলে, আমি আস্তে আস্তে উঠে এসে আপনাকে দোর খুলে দিতে পারি।"

হেমন্ত বসিয়া ভাবিতে লাগিল। রাণী যে ঘরে শয়ন করে, সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলায় উঠিয়া সেই প্রথম ঘর। তাহার পিতার শয়ন ঘর সেখান হইতে কিছু দূরে। খুব সাবধানে যাইতে পারিলে, বোধ হয় সফল হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু বড় ভয় করে। যদি ধরা পড়িয়া যায়—ছি ছি—সে বড় কেলেঙ্কারি!

ঝি বলিল—"কি বলেন দাদাবাবু?"

"তোর বউদিদিমণি কি বলেন?"

"তিনি বলেন, না ঝি ওসব কায নেই, আমার বড় ভয় করে।"

"আচ্ছা আমি ভেবে দেখ্‌ব"—বলিয়া ঝিকে হেমন্ত আপাততঃ বিদায় দিল।

বাসায় ফিরিয়া গিয়া 'রোমিও জুলিয়েট' নাটক পড়িতে পড়িতে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যদি দড়ির মই পাই, তবে বাগান দিয়া পশ্চাতের জানালার পথে আমিও রাত্রে রাণীর শয়ন ঘরে প্রবেশ করিতে পারি। অনেক সন্ধানে জানিতে পারিল, সাহেব বাড়ীতে ১৫৲ মূল্যে দড়ির মই কিনিতে পাওয়া যায়। কালবিলম্ব না করিয়া সেই মই একটি হেমন্ত কিনিয়া আনিল।

পরবর্ত্তী রবিবারে ছোট একটি হাত-ব্যাগের মধ্যে সেই মইটি লুকাইয়া হেমন্ত বাড়ী গেল। যথাসময়ে ঝির দ্বারায় সেই মই এবং একখানি পত্র স্ত্রীর নিকট চালান করিয়া দিল।

পত্রে এই প্রকার লেখা ছিল:—

আমার হৃদয়ের রাণী,

একবৎসর কাল বিচ্ছেদ সহিলাম, আর পারি না। তোমায় একটিবার দেখিতে না পাইলে এইবার আমি পাগল হইয়া যাইব। ঝি যে উপায় বলিয়াছিল, তুমি তাহাতে অমত করিয়াছিলে। আমিও অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, উহা নিরাপদ নহে। এবার কিন্তু একটি সুন্দর উপায় আমি আবিষ্কার করিয়াছি। তুমি যদি সাহস কর, তবেই আমাদের মিলন হইতে পারে।

ঝির হাতে যে জিনিষটি পাঠাইলাম, তাহা একটি দড়ির মই। উহার একটা প্রান্ত, তোমার ঘরের বাগানের দিকে যে জানালা আছে, সেই জানালায় বাঁধিয়া যদি নিম্নে ঝুলাইয়া দাও, তবে আমি বাগান হইতে ঐ মই দিয়া অনায়াসে তোমার ঘরে উঠিয়া যাইতে পারি। দড়ি খুব শক্ত—ছিঁড়িবার কোনও ভয় নাই। এখন তুমি সাহস করিলেই হয়।

কল্য রাত্রি এগারোটার সময় মইটি জানালায় বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া উহা নীচে ফেলিয়া দিবে। এগারোটা হইতে সাড়ে এগারোটার মধ্যে আমি প্রাচীর ডিঙাইয়া বাগানের ভিতর দিয়া তোমার জানালার নিকট গিয়া পৌঁছিব।

এ প্রস্তাবে তুমি যদি সম্মত না হও তাহা হইলে আমার মর্মান্তিক কষ্ট হইবে জানিও। লক্ষ্মীটি আমার, ইহাতে অমত করিও না। কোনও ভয় নাই, বিপদের কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। আবার ভোর বেলায় ঐ মই দিয়া নামিয়া আমি কলিকাতায় চলিয়া যাইব।

তোমার স্বামী।

ঘণ্টা দুই পরে ঝি ফিরিয়া আসিলে হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল—"কি ঝি, মত হয়েছে ?"

ঝি বলিল—"হয়েছে, কিন্তু অনেক কষ্টে।"

"তবে, কাল রাত্রে এগারোটার পর আমি আসব ?"

"আসবেন।"

"আচ্ছা তবে কথা রইল। তোমরা ঠিক থেক।"

"ঠিক থাকব দাদাবাবু।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় শীতটা এবার বড় শীঘ্রই পড়িয়া গিয়াছে। যদিও এখনও অগ্রহায়ণ শেষ হয় নাই, তথাপি জলের দাঁত বেশ তীক্ষ্ণ হইয়াছে, সন্ধ্যারাত্রেও গায়ে লেপ সহ্য হয়, দিবসেও লোকে গরম মোজা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সংবাদ-পত্রে প্রকাশ, কোহাট গিরিবর্ত্মে তুষারপাত হইয়া গিয়াছে।

অন্ধকার রাত্রি। বির্জ্জিতলায় ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া এগারটা বাজিল। ভবানীপুরের যে অংশে রায় বাহাদুর প্রফুল্ল মিত্রের বাস, তাহা রসা রোড্ হইতে কিছুদূর পশ্চিমে। সদর ফটকটি বড় রাস্তার উপর, বাড়ীর পশ্চাতের বাগানের দুইদিক দিয়া অপেক্ষাকৃত জনহীন পথ। বাগানের পশ্চিম দিকের পথটি ত আরও জনহীন, কারণ তাহার অপর পারে কয়েকটা সুর্কির কল, রাত্রে সেখানে কেহ বড় থাকে না।

এগারোটা বাজিবার অল্পক্ষণ পরেই কাঁসারিপাড়া রাস্তার মোড়ে একখানি ঠিকা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। কালো আলোয়ানে আবৃতদেহ একব্যক্তি গাড়ী হইতে নামিয়া কোচম্যানকে ভাড়ার টাকা দিল। গাড়ী তখন সেখান হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

বলা বাহুল্য যুবক আর কেহ নহে, বিরহজ্বরাক্রান্ত আমাদেরই হেমন্ত।

হেমন্ত তখন দ্রুতপদক্ষেপে তাহাদের বাগানের পশ্চাতের রাস্তাটির দিকে চলিল। কাছাকাছি আসিয়া সে নিজ গতিবেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস করিয়া দিল।

রাস্তাটি যেখানে বাঁকিয়া বাগানের দিকে গিয়াছে, সেখানে হেমন্ত দেখিল একজন কনষ্টেবল কম্বলের ওভারকোট গায়ে দিয়া, এক বাড়ীর দেউড়ীতে বসিয়া সিগারেট খাইতেছে। চোরের মন—হেমন্ত আড়চোখে তাহার পানে চাহিতে চাহিতে গেল।

সেই মোড়ের উপর যে লণ্ঠন ছিল, কিছুদূর অবধি বাগানের প্রাচীর তদ্দ্বারা আলোকিত। তাহার পর অন্ধকার। হেমন্ত ভাবিল, ঐ অন্ধকার অংশের কোনও একটা সুবিধামত স্থানেই প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে হইবে।

অনেক বয়স অবধি সে জিম্‌ন্যাষ্টিক করিয়াছিল, এখনও রীতিমত ফুটবল খেলে—তাহার হাতে পায়ে বিলক্ষণ বল। প্রাচীরে লঙ্ঘনের উপযোগী একটা স্থান সে অন্বেষণ করিতে লাগিল।

এমন সময় দূরে কাহার পদশব্দ শুনিল। সুতরাং অপেক্ষা করিতে হইল। অথচ এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকাও চলে না। যে দিক হইতে পদশব্দ আসিতেছিল, সেই দিকেই হেমন্ত যাইতে লাগিল। ক্রমে দেখিল, দোকানী অথবা মিস্ত্রী শ্রেণীর একজন লোক তাহাকে অতিক্রম করিয়া গেল।

হেমন্ত আবার ফিরিল। যে স্থানটা সে লঙ্ঘনের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছিল, তাহার অপর দিকে একটা বৃহৎ জামরুল গাছ আছে। প্রাচীর হইতে লাফ দিয়া সেই গাছের একটা ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়াই তাহার অভিপ্রায়।

অনেক কষ্টে হেমন্ত প্রাচীরে উঠিল। উঠিতে তাহার হাঁটু ছড়িয়া গেল, কুনুইয়ে আঘাত লাগিল। অহো, কবি সত্যই বলিয়াছেন, প্রেমের পথ মসৃণ নহে।

প্রাচীরে বসিয়া, ডাল ধরিবার চেষ্টায় হেমন্ত হাত বাড়াইল। কিন্তু কোনও ডাল নাগাল পাইল না। একে অন্ধকার, তাহাতে ডালগুলাও কালো কালো।

এবার হেমন্ত কষ্টেসৃষ্টে প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান হইল। হাত বাড়াইল, তথাপি ডাল ধরিতে পারে না।

এমন সময় আর এক ব্যক্তির পদধ্বনি সে শুনিতে পাইল। ভাবিল, প্রাচীরে দাঁড়াইয়া থাকিলে ও নিশ্চয় দেখিতে পাইবে, অন্ধকারে এইখানে ঘুপ্‌টি মারিয়া বসিয়া থাকি।—বসিবার সময় প্রাচীরের সিমেণ্ট কিছু খসিয়া নিম্নে পড়িয়া গেল।

যে আসিতেছিল, সে এই শব্দে দাঁড়াইল, ভাবিল বোধ হয় জামরুল পড়িয়াছে। সে এই পাড়ারই লোক, পূর্ব্বেও এখান

হইতে জামরুল কুড়াইয়া খাইয়াছে। জামরুল খুঁজিতে খুঁজিতে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া, "বাবা গো, চোর!"—বলিয়া সে দৌড় দিল।

তাহার কীর্ত্তি দেখিয়া হেমন্তের হাসি পাইল। কিন্তু পরক্ষণেই ভয়েরও কারণ উপস্থিত হইল। শুনিল, মোড়ের উপর হইতে একটা গম্ভীর স্বর—"আরে কৌন হায়? ক্যা হায় রে?"

কম্পিত স্বর—"একঠো চোর হায় কনেষ্টবলজি।"

"কাঁহা কাঁহা?"

"ঐ হুঁয়া। মিত্তির বাবুদের পাঁচিলমে একঠো চোর বৈঠা হায়। বৈঠ্‌কে বৈঠ্‌কে জামরুল খাতা হায়।"

এই কথা শুনিবামাত্র "জোড়িদার হো" বলিয়া কনেষ্টবল এক ভীষণ চীৎকার ছাড়িল।

হেমন্ত প্রাচীরে বসিয়া প্রমাদ গণিল। পরক্ষণেই শুনিল, নাগরা জুতার আওয়াজ ছুটিয়া আসিতেছে। বুল্‌স্‌-আই লণ্ঠনের তীব্র আলোকও পথে পড়িল।

হেমন্ত তখন নিরুপায় হইয়া বাগানের ভিতর লাফ্‌ দিল। সেখানে কতকগুলা ভাঙ্গা ইঁট পড়িয়া ছিল, তাহাতে হেমন্তের শরীরের স্থানে স্থানে আঘাত লাগিল।

কনষ্টেবলটা ছুটিতে ছুটিতে সেইখান বরাবর আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাচীরের উপর গাছের উপর তীব্র আলোকপাত করিয়া, আবার ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া গেল।

হেমন্ত তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, দ্বিতলের একটি জানালা হইতে সামান্য আলোক আসিতেছে—অপর সমস্ত জানালাগুলি একেবারে অন্ধকার।

দাঁড়াইয়া, ধুতিখানি হেমন্ত খুলিয়া ফেলিল। নিম্নে ফুটবল খেলিবার হাঁটু অবধি পা-জামা পরিয়া আসিয়াছিল, কারণ ধুতি লটর-পটর করিয়া দড়ির মইয়ে চড়া অসুবিধা হইবে। ধুতিখানি সে জামরুল গাছের ডালে টাঙাইয়া রাখিল, ভোরে ফিরিবার সময় আবার পরিয়া যাইবে। কোমরে আলোয়ানখানি যেমন বাঁধা ছিল, তেমনি বাঁধা রহিল।

এই অবস্থায় হেমন্ত জানালার দিকে অগ্রসর হইল। কোনও ফুলগাছ পাছে মাড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে, এই ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে, আলপথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া যাইতে লাগিল।

যখন অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়াছে, তখন হঠাৎ বাগানের দরজা খুলিয়া গেল। তিন চারিজন লোক লণ্ঠন হস্তে প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিল—"কাঁহা—কাঁহা কনেষ্টবলজী?"—কনেষ্টবল বলিল—"জামরুলকে পেঁড়োয়া ভিরে।"—তখন লোকগুলা ধীরে ধীরে জামরুল গাছের দিকে অগ্রসর হইল।

হেমন্ত একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইল। কণ্ঠস্বরে চিনিল, তাহাদের বাড়ীর জমাদার মহাবীর সিং এবং দুইজন দ্বারবানের সঙ্গে কনেষ্টবলটা আসিয়াছে।

কিয়দ্দূর গিয়া মহাবীর সিং বলিল—"কেহু তো না বুঝায়হে।"

কনেষ্টবল বলিল—"ভাগ গেলেই কা?—আপন আঁখিয়াসে হাম কুদ্‌তে দেখলি হো, তোহর্‌ কির্‌।" এক মুহূর্ত্ত পরে—"উ কা হায়—উ কা হায়" বলিতে বলিতে সকলে জামরুল গাছের দিকে চলিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে হেমন্ত দেখিল, বৃক্ষশাখা হইতে লম্বিত তাহার সেই শ্বেত বস্ত্রখানার উপরে লণ্ঠনের

আলোক পড়িয়াছে। সেই বিপদের সময়েও তাহার হাসি পাইল।

"ধোগ হো—পাকড়্লি চোর"—বলিয়া তাহারা হাল্লা করিয়া সেই বস্ত্রাভিমুখে ছুটিল। নিকটে গিয়া তাহারা বলিল—"ধেত্তেরিকে—ই ত খালি লুগা বুঝাহে।"—বস্ত্রখানা তাহারা নামাইয়া লইয়া লণ্ঠনের আলোকে পরীক্ষা করিতে লাগিল।

এমন সময় দ্বিতলের আর একটা জানালা খুলিয়া আলোক-রশ্মি বাহির হইল। রায় বাহাদুরের কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"ক্যা হায়? ক্যা হায় মহাবীর সিং?"

কনষ্টেবল প্রভৃতি সেখান হইতে চীৎকার করিয়া বলিল—"হুজুর বাগিচা মে চোর ঘুষা হায়।"

রায় বাহাদুর হাঁকিলেন—"খোজ খোজ—পাকড়ো।"

তখন তাহারা লণ্ঠন লইয়া বাগানের ভিতর খুঁজিতে আরম্ভ করিল।

হেমন্ত দেখিল, বিপদ—এখনি উহারা আসিয়া পড়িবে। এখন উপায় কি? প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই। হেমন্ত জুতা খুলিয়া ফেলিল। ইহারাও যেমন বাগানের ভিতর প্রবেশ করিতেছে, সেও গাছের আড়ালে আড়ালে প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—"উ কা শারোয়া ভাগে হে!"—সেখানে একটা কৃত্রিম পাহাড় ছিল। হেমন্ত একটা পাথর তুলিয়া সজোরে তাহাদের দিকে ছুড়িয়া দিল।

"আরে বাপ্‌রে বাপ্‌—জান গইল রে বাপ্‌"—বলিয়া একজন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

রায় বাহাদুর হাঁকিলেন—"ক্যা হুয়া ?"

এই সময় আরও দুই তিনখানা প্রস্তর সবেগে আসিয়া পড়িল। লোকগুলা হটিয়া গেল। বলিল—"হুজুর—পাথলসে মহাবীর সিংকা কপার ফোড় দিহিস হে।"

"আচ্ছা রহো, হাম বন্দুক নিকালতেঁহে"—বলিয়া রায় বাহাদুর সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন।

হেমন্ত দেখিল, প্রাচীরের নিকট যাওয়া এখন নিরাপদ নহে, রাণীর শয়ন-কক্ষের জানালা বরং কাছে। কোনও গতিকে যদি সে জানালার কাছে পৌঁছিতে পারে, তবে মই দিয়া উঠিয়া যায়,—তার পর বাগানে যত ইচ্ছা উহারা খুঁজুক—বাবা আসিয়া যত পারেন বন্দুক আওয়াজ করুন। এই ভাবিয়া সে গাছের আড়ালে আড়ালে গুটি গুটি জানালার দিকে অগ্রসর হইল। ক্রমে মই পাইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল।

সে যখন অর্দ্ধপথে উঠিয়াছে, তখন খিড়কী দরজা হইতে গুড়ুম করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। লণ্ঠনবাহী ভৃত্য সহ রায় বাহাদুর বাগানে প্রবেশ করিলেন। বধূর জানালার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র তিনি হাঁকিলেন—"কে রে ? কে রে ?"

বলিতে বলিতে হেমন্ত জানালায় পৌঁছিয়া গেল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ মই টানিয়া তুলিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

রায় বাহাদুর হাঁকিলেন—"চোর ঘরমে ঘুষা—চোর ঘরমে ঘুষা। দৌড়ো—সব আদমি ভিতর চলো—পাকড়ো"—বলিয়া তিনি সদলবলে বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া আসিলেন। লোকগুলা উঠানে ঘাঁটি দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তিনি বন্দুক হস্তে ছুটিয়া উপরে গিয়া বধূর শয়ন কক্ষের দ্বার ঠেলিলেন।

ঝি কাঁপিতে কাঁপিতে দ্বার খুলিয়া দিল।

রায় বাহাদুর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মেঝের উপর তাঁহার পুত্রবধূ মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া, চোর পালঙ্কের উপর লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে।

* * * *

পরদিন রায় বাহাদুর "সামাজিক-সমস্যা-সমাধান" পুস্তকের একস্থান খুলিয়া "চতুর্ব্বিংশতি" কথাটি কাটিয়া "দ্বাবিংশতি" এবং "ষোড়শ" কথাটি কাটিয়া "চতুর্দ্দশ" করিয়া দিলেন। যদি কখনও বহিখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তবে এইরূপ সংশোধিত আকারেই ছাপা হইবে।

সখের ডিটেক্‌টিভ

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ

শীতকাল। রাত্রি ৮টা ২২ মিনিটে ডায়মণ্ড হার্ব্বার হইতে হইতে আগত কলিকাতাগামী প্যাসেঞ্জার গাড়ীখানি সংগ্রামপুর ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। অল্প কয়েকজন আরোহী ওঠা নামা করিতেই ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল।

ঠিক এই সময়ে ব্যাগহস্তে একজন মধ্যবয়স্ক স্থূলকায় ভদ্র-লোক দৌড়িয়া প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্যম বৃথা হইল। পোঁ করিয়া বাঁশী বাজাইয়া, এঞ্জিন মহাশয় বাবুটিকে উপহাস ছলেই যেন "ধেৎ ধেৎ" করিতে করিতে ছুটিতে আরম্ভ করিল। বাবুটি হতাশ হইয়া চলন্ত ট্রেণখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন—আর, হাঁফাইতে লাগিলেন।

গাড়ী বাহির হইয়া গেলে বাবুটি ধীরপদে আবার ফটকের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে গোল লণ্ঠন হাতে ছোট ষ্টেশন মাষ্টার বাবু দাঁড়াইয়া আগন্তুক আরোহিগণের টিকিট লইতে-ছিলেন। বাবুটি পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষ ব্যক্তি ফটক পার হইয়া গেলে ছোট বাবুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশায়, আবার ক'টার ট্রেণ?"

ছোটবাবু বাতির আলোকে টিকিটগুলি দেখিতে দেখিতে বলিলেন—"কোথাকার ট্রেণ?"

"কল্‌কেতায় ফেরবার।"

"আবার সেই রাত্রি ১টা ১৮ মিনিটে।"

বাবুটি আপন মনে হিসাব করিতে লাগিলেন—"একটা আঠারো। আমাদের হল, আঠারো প্লস্ চব্বিশ—একটা বেয়াল্লিশ মিনিট—পৌনে দুটোই ধর। তাই ত!"

ইত্যবসরে ছোটবাবু সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়াছিলেন। একজন খালাসী চাকাওয়ালা মই ঘড়্ ঘড়্ করিয়া টানিতে টানিতে প্ল্যাটফর্ম্মের আলোগুলি নিবাইয়া দিতেছিল। বাবুটি ধীরে ধীরে ফটকের বাহির হইয়া সিঁড়ি নামিয়া নিম্নে গিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, নিকটে একটি হালুই-করের দোকানে মিটি মিটি করিয়া আলোক জ্বলিতেছে—তাহার পর যতদুর দৃষ্টি চলে, কেবল অন্ধকার। নিকটতম গ্রামও এখান হইতে অন্ততঃ একক্রোশ দূরে অবস্থিত—রাস্তাটির দুই ধারে কেবল গাছ ও জঙ্গল। সেই জঙ্গলে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিতেছে; মাঝে মাঝে শৃগালেরও হুকাহুয়া রবও শুনা যাইতেছে।

সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাবুটি অনুভব করিলেন, কিঞ্চিৎ আহার্য্য সামগ্রী অভ্যন্তরভাগে প্রেরণ না করিলে সমস্ত রাত্রি কাটিবে না। যদিও, যাহাদের বাড়ীতে গিয়াছিলেন সেখানে সান্ধ্য জলযোগটা একটু গুরুতর গোছই হইয়াছিল এবং তাহাদের আয়োজনে বিলম্ব জন্যই গাড়ীটি ফেল হইয়া এই বিপত্তি উপস্থিত —তথাপি সারারাত্রির উপযুক্ত বোঝাই ত লওয়া হয় নাই।

হালুইকরের দোকানটি আছে তাই রক্ষা, নচেৎ অর্দ্ধাশনেই রাত্রি কাটাইতে হইত। ভাবিতে ভাবিতে বাবুটি হালুইকরের দোকানের সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

বৃদ্ধ হালুইকর চশমা চোখে দিয়া রামায়ণ পড়িতেছিল, বলিল—"আস্তাজ্ঞে হোক্‌, আসুন।" দোকানের ভিতর দেওয়াল ঘেঁসিয়া একটি সরু বেঞ্চি ছিল, তাহার উপর বাবুটি উপবেশন করিয়া বলিলেন—"কি কি আছে?"

হালুইকর বলিল—"আজ্ঞে, বাবুর কি চাই বলুন। রসোগোল্লা আছে, পান্তুয়া আছে, মিহিদানা আছে, কচুরি আছে, সিঙ্গাড়া আছে—তাজা, আজই ভেজেছি।"

ইচ্ছামত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বাবুটি আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সুযোগে ইহাঁর পরিচয়টি দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে। সুখের বিষয়, তজ্জন্য আমাদিগকে বিশেষ শ্রম স্বীকার করিতে হইবে না, নামটি প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট হইবে। কারণ, বিজ্ঞাপন অনুসারে, "বঙ্গসাহিত্যে ইহাঁর নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।"

আপনারা নিশ্চয়ই ইহাঁর লেখনীপ্রসূত কোন না কোন ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন। স্বয়ং না পড়িয়া থাকেন, বাড়ীর মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন।

ইহাঁর নাম শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন দত্ত। কলিকাতায় বাস করেন। এই ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে কোন গ্রামের একজন ভদ্রলোকের কন্যার সহিত ইহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। আজ বেলা তিনটার গাড়ীতে ইনি কলিকাতা হইতে

আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। মেয়ে দেখিয়া, আট্‌টা চব্বিশের গাড়ীতে যদি রওয়ানা হইতে পারিতেন, তবে রাত্রি পৌনে দশটায় কলিকাতায় পৌঁছিয়া, গরম গরম লুচী, ঘন বুটের দাল, সদ্য ভর্জ্জিত রোহিত মৎস্য, হংসডিম্বের কালিয়া প্রভৃতি ভক্ষণান্তে নিরাপদে লেপমুড়ি দিয়া শয়ন করিতেন—কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডাইতে পারে ?

বাসি কচুরী, ভিতরে আঁঠিওয়ালা রসগোল্লা প্রভৃতি যথাসাধ্য ভক্ষণ করিয়া গোবর্দ্ধন বাবু হাত মুখ ধুইয়া ফেলিলেন। হালুই-করকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার দোকান কতক্ষণ খোলা থাকে ?"

হালুইকর বলিল—"রাত্তির ন'টা, বড়জোর সাড়ে ন'টা।"

"তার পর ?"

"তার পর দোকান বন্ধ করে, গিয়ে আহারাদি করি। আহা-রাদি করে শয়ন করি।"

গোবর্দ্ধন বাবু ব্যাগটি হাতে করিয়া উঠিলেন। হালুইকর বলিল—"বাবু তা হলে ইষ্টিশান চল্লেন ?"

"করি কি ?"—বলিয়া গোবর্দ্ধন বাবু ধীরে ধীরে আবার ষ্টেশনে গিয়া উঠিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংগ্রামপুর ছোট ষ্টেশন। তার-আপিস, টিকিট-আপিস প্রভৃতি সমস্ত একই কামরায় অবস্থিত। ওয়েটিং রুম পর্য্যন্ত নাই।

গোবর্দ্ধন বাবু প্ল্যাটফর্ম্মে পৌছিয়া দেখিলেন, সেই আপিস কামরা তালাবন্ধ। বাহিরে কম্বল গায়ে দিয়া একজন খালাসী বসিয়া ঝিমাইতেছে। একটিমাত্র লণ্ঠন জ্বলিতেছে, তাহারও আলোক অত্যন্ত কমাইয়া দেওয়া।

গোবর্দ্ধন বাবু খালাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবু কোথা রে?"

"খেতে গেছেন, বাসায়।"

"কখন আস্‌বেন?"

"এই এলেন বলে।"

একখানি বেঞ্চি ছিল, গোবর্দ্ধন বাবু তাহারই উপর উপবেশন করিলেন। ব্যাগটি খুলিয়া পাণের ডিবা বাহির করিলেন, সিগারেট ও দিয়াশলাই বাহির করিলেন। জুতা খুলিয়া রাখিয়া, পা দুটি বেঞ্চির উপর তুলিয়া গাত্রবস্ত্র খানি বেশ করিয়া ঢাকা দিয়া বসিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ ও ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন।

চারিদিকে খোলা মাঠ, হু হু করিয়া হাওয়া আসিতেছে। কিছুক্ষণ পরেই গোবর্দ্ধন বাবুর শীতবোধ হইতে লাগিল। কোথায় বাড়ীতে এতক্ষণ চারিদিকের দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন, কোথায় এই তেপান্তরের মাঠে এই কষ্টভোগ!

যদি না মেয়ে দেখিতে আসিতেন, তাহা হইলে ত এই কর্ম্মভোগ হইত না! মেয়ের বাপেরা জলযোগের অনাবশ্যক আড়ম্বর করিয়া গাড়ী ফেল করাইয়া দিয়াছে বলিয়া তাহাদের উপর রাগ হইল; বিধবা ভ্রাতৃজায়ার উপর রাগ হইল—ছেলের বিবাহের জন্য এত তাড়াতাড়িই কেন তাঁহার? গোবর্দ্ধন বাবু বলিয়াছিলেন, এ বছরটা যাক্, আসছে বছর তখন দেখা যাবে—সে কথা তিনি কোন মতেই শুনিলেন না! বধূ আসিয়া কি চতুর্ভুজ করিয়া দিবে? বাল্য-বিবাহের উপরও তাঁহার রাগ হইতে লাগিল। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবার বাল্যবিবাহকে আচ্ছা করিয়া গালি দিয়া একখানি নূতন ধরণের উপন্যাস তিনি লিখিবেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সিঁড়িতে জুতার শব্দ উঠিল। প্ল্যাটফর্ম্মের উপর খানিকটা আলোক আসিয়া পড়িল। বাতি হাতে করিয়া ছোট বাবু আসিলেন; আপিস কামরা খুলিয়া প্রবেশ করিয়া, দরজাটি ভেজাইয়া দিলেন।

আরও কিয়ৎক্ষণ শীতভোগ করিবার পর গোবর্দ্ধন বাবু ধৈর্য্য হারাইলেন। উঠিয়া গিয়া, দরজাটি ফাঁক করিয়া বলিলেন— "ষ্টেশন মাষ্টার বাবু, পৌনে দুটোর গাড়ীর ত এখনও অনেক দেরী, বাইরে বড্ড শীত, ভিতরে এসে কি বস্‌তে পারি?"—বাবুটি ষ্টেশন মাষ্টার নহেন, 'ছোটবাবু' মাত্র তাহা গোবর্দ্ধন বাবু জানিতেন; কিঞ্চিৎ খোসামোদ করার অভিপ্রায়েই ওরূপ সম্ভাষণ করিলেন।

ছোটবাবু বলিলেন—"আসুন, বসুন।"

প্রবেশ করিয়া গোবর্দ্ধন বাবু একখানি পিঠভাঙ্গা চেয়ারে বসিলেন। এইবার ভাল করিয়া দেখিলেন, ছোটবাবুর বয়স ৪০ বৎসরের উপরে উঠিয়াছে। সাদা জিনের প্যাণ্টুলনের উপর কালো মোটা গরম কোট পরিয়া রহিয়াছেন। মোটা মোটা গোল গোল বোতামগুলাতে কি সব ইংরাজি অক্ষর লেখা। টেলি-গ্রাফের কলের কাছে বসিয়া খুট্‌ খুট্‌ করিয়া কায করিতে-ছেন।

গোবর্দ্ধন বাবু যেথানে বসিয়াছিলেন তাহার কাছে লম্বা গোছের একটি টেবিল, তাহার উপর ঘষা কাঁচের একটি সরু উচ্চ লণ্ঠন রক্ষিত, লাইন ক্লিয়ার বহি ও অন্যান্য খাতা পত্র যথা-তথা ছড়ান, একটি টিনের গঁদ-দানি, অপর একটি টিনের আধারে তেলকালীর প্যাড্‌ এবং সেই ষ্টেশনের একটি মোহরছাপ, সীসার কাগজ ছাপা, একগাছা রুল—এই সব দ্রব্য রহিয়াছে।

ছোটবাবু তারের কায শেষ করিয়া, আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া একটি হাই তুলিলেন। দাঁড়াইয়া উঠিয়া, হাত দুটি পিঠের দিকে করিয়া 'গা ভাঙ্গিলেন'। তাহার পর একটি দেরাজ ধরিয়া থড়্‌ থড়্‌ করিয়া টানিয়া, তাহার মধ্য হইতে একখানি বহি বাহির করিয়া, আলোকের নিকট সরিয়া আসিয়া পড়িতে বসিলেন। গোবর্দ্ধন বাবু গলাটি বাড়াইয়া দেখিলেন, বহিখানি তাঁহারই প্রণীত "ভীষণ রক্তারক্তি" নামক উপন্যাস।

গোবর্দ্ধন বাবু নূতন লেখক নহেন; যাহাদের বহি বৎসরের পর বৎসর সিন্দুক বা আলমারিতে কীটভোগ্য হইয়া বিরাজ করে সে শ্রেণীর গ্রন্থকার নহেন; তথাপি এই দূর পল্লীতে একজনকে

নিজ পুস্তকপাঠে নিবিষ্টচিত্ত দেখিয়া তাঁহার মনটা উলসিয়া উঠিল। তাঁহার শীত কোথায় চলিয়া গেল।

ছোটবাবু এক মনে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধন বাবু একদৃষ্টে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। আত্মপ্রসাদে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। মনে মনে বলিলেন—"বিজ্ঞাপনে যে লিখি,—'একবার পড়িতে বসিলে আহার নিদ্রা ত্যাগ'—সেটা কি নিতান্ত মিথ্যা কথা লিখি ?"

কিছুক্ষণ এইরূপে কাটিলে, এই ভক্ত পাঠকটির নিকট আত্ম-পরিচয় দিবার জন্য গোবর্দ্ধন বাবুর প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। ভাবিলেন—"পুরাতন একখানা মলিদা গায়ে দিয়া, কাদামাথা জুতা পায়ে দিয়া, নিরীহ ভাল মানুষটির মত বসিয়া রহিয়াছি—আমি যে কে, জানিতে পারিলে বাবুটির কি বিস্ময়ের অবধি থাকিবে! ইহার পর, চিরদিন উনি লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইবেন না কি—'একবার বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক গোবর্দ্ধন বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। লোকটি এমন সাদাসিধে যে দেখ্‌লে গোবর্দ্ধন বাবু বলে মনেই হয় না। অতি মহাত্মা লোক!'—না হয়, আমিই উহাঁর নামটি প্রথমে জিজ্ঞাসা করি। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার নামও উনি জিজ্ঞাসা করিবেন।"

গলা বাড়াইয়া গোবর্দ্ধন বাবু দেখিলেন, ছোটবাবু তখন ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ পড়িতেছেন—যেখানে প্রসিদ্ধ গুণ্ডা মির্জ্জা বেগ পঞ্চদশবর্ষীয়া সুন্দরী নায়িকা বকুলমালাকে তাহার পিতৃগৃহ

হইতে গভীর রাত্রে ডাকাতী করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।—এই পরিচ্ছেদটি বিশেষভাবে 'চমকপ্রদ' সুতরাং রসভঙ্গ করিতে ইচ্ছা হইল না।

পরিচ্ছেদটি শেষ হওয়া মাত্র গোবর্দ্ধন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশায়ের নামটি কি জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি?"

বাবুটি পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়াই উত্তর করিলেন—"শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ।"—বলিয়া চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদে মনোনিবেশ করিলেন।

গোবর্দ্ধন বাবু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার নিবাস?"

বাবুটি পূর্ব্ববৎ বলিলেন—"হুগলির কাছে।"

"কোন গ্রাম?"

"শঙ্করপুর"—বলিয়া তিনি চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা উন্মোচন করিলেন।

গোবর্দ্ধন বাবু মনে মনে বলিলেন—"কোথাকার অভদ্র লোক!"—প্রকাশ্যে বলিলেন—"আপনার নাম ধাম জিজ্ঞাসা কর্‌ছি বলে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না ত মশায়? আজকাল ইংরিজি ফ্যাসান অনুসারে এগুলো বেয়াদবি বলে গণ্য তা জানি। কিন্তু আমরা মশায় সেকেলে লোক—অত মেনে চলতে পারিনে। কিছু মনে করবেন না।"

বাবুটি তাঁহার পানে একটি নজর মাত্র চাহিয়া একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"না।"

গোবর্দ্ধন বাবু তখন আত্ম-পরিচয় দান সম্বন্ধে হতাশ হইয়া

কড়িকাঠ গণিবার অভিপ্রায়ে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন কড়িকাঠ নাই, ঢেউ খেলান করোগেটেড্ লোহার ছাদ মাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছোটবাবু যখন বহিখানি শেষ করিলেন তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটা। বহি বন্ধ করিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রায় এক মিনিট কাল তিনি সম্মুখস্থ দেওয়ালের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর গোবর্দ্ধন বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"সেই অবধি বসে রয়েছেন ?"

"আজ্ঞে কি করি বলুন !"

"ভারি কষ্ট হল ত আপনার। পাণ খাবেন ?"—বলিয়া পকেট হইতে পাণের ডিবাটি বাহির করিয়া আগন্তুকের নিকট ধরিলেন। পাণ লইয়া গোবর্দ্ধন বাবু ভাবিলেন—"হায়, এ ব্যক্তি জানিতেও পারিতেছে না, যাহাকে পাণ দিতেছে সে লোকটা কে এবং কত বড় !"

ছোটবাবু বলিলেন—"মশায় মাফ্ কর্‌বেন। আপনি প্রায় তিন ঘণ্টা এখানে বসে আছেন, আপনাকে কোনও খাতির করিনি। ঐ বই খানা নিয়ে এমনি ইয়ে হয়ে পড়েছিলাম—একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য। কোথা থেকে আসছেন ? মশায়ের নামটি কি ?"

গোবর্দ্ধন বাবু বলিলেন—"কলকেতা থেকে এসেছিলাম।

আমার ভাইপোর জন্যে কাছেই একটি গ্রামে মেয়ে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম ; আমার নাম শ্রীগোবর্দ্ধন দত্ত।"

নামটি শুনিবামাত্র ছোট বাবু পূর্ব্বপঠিত বহিখানির সদর পৃষ্ঠাটি খুলিয়া আলোকের নিকট ধরিলেন। বহি নামাইয়া গোবর্দ্ধন বাবুর পানে চাহিলেন। আবার বহি খানির সদরপৃষ্ঠাটি দেখিতে লাগিলেন।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া গোবর্দ্ধন বাবু হাসিয়া বলিলেন—"কি ভাবছেন ?"

বাবুটি সঙ্কোচের সহিত বলিলেন—"মশায়—আপনিই কি —এই বই লিখেছেন ?"

গোবর্দ্ধন বাবু নেকা সাজিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বই ওখানা ?"

"ভীষণ রক্তারক্তি।"

"ওঃ—হ্যাঁ—আমারই একখানা বই বটে।"

ছোটবাবু বলিলেন—"অ্যাঁ—আপনি!—আপনিই গোবর্দ্ধন বাবু? মশায়, আপনার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার আমি করেছি, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। ছি ছি!"

গোবর্দ্ধন বাবু বলিলেন—"না না—কিছুই অন্যায় ত আপনি করেন নি। কি অন্যায় করেছেন ?"

"অন্যায় করিনি? আপনি এখানে তিন তিন ঘণ্টা কাল ঠায় বসে আছেন, আপনাকে জিজ্ঞাসাও করিনি মশায় আপনি কে, কোনও কষ্ট হচ্ছে কি না—বই নিয়ে এমনিই মেতেছিলাম। অন্যায় করিনি!"

"কিছু না কিছু না। বরং আমার বই নিয়ে আপনি মেতে উঠেছিলেন সেটা ত আমার পক্ষে কম্প্লিমেণ্ট। আমার আর কোন্ কোন্ বই আপনি পড়েছেন?"

"আজ্ঞে আর কিছু পড়িনি, তবে পাঁজিতে আপনার অনেক বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখেছি বটে। এবার আনাতে হবে এক একখানা করে। আজই কি এ বই পড়া হত? বইখানি একজন প্যাসেঞ্জার ফেলে গেছে। পাঁচটার গাড়ীতে এসেছিল কলকাতা থেকে— মস্ত একদল। বাইরে প্ল্যাটফর্ম্মে ঐ যে বেঞ্চিখানি রয়েছে—তারই উপর জনকতক বসেছিল। তারা চলে গেলে দেখি, বইখানি বেঞ্চির নীচে পড়ে রয়েছে। এনে পড়তে আরম্ভ করলাম।—বাপ্! আরম্ভ করলে কি আর ছাড়বার যো-টি আছে? আচ্ছা মশায়, ও সব ঘটনা কি সত্যি, না আপনি মাথা থেকে বের করেছেন?"

আসল কথাটা বলিতে গেলে বলিতে হয়, ইংরাজি নভেল হইতে 'না বলিয়া গ্রহণ'—তাই গোবর্দ্ধন বাবু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"মাথা থেকে বের করেছি।"

"আপনার খুব মাথা কিন্তু! কি অসাধারণ কৌশল! আপনি যদি পুলিস লাইনে ঢুকতেন ত খুব ভাল ডিটেক্‌টিভ্ হতে পারতেন। হ্যাঁ—ভাল কথা মনে পড়ে গেল। আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। দেখুন, বইখানার ভিতর এক চিঠি ছিল। আশ্চর্য্য চিঠি। আমি ত মশায় পড়ে কিছুই বুঝতে পারলাম না। আপনি দেখুন দেখি।"

—বলিয়া দেরাজ খুলিয়া একখানি পত্র বাহির করিয়া তিনি গোবর্দ্ধন বাবুর হাতে দিলেন।

ব্যাগ হইতে চশমা বাহির করিয়া, চোখে দিয়া, আলোর কাছে ধরিয়া গোবর্দ্ধন বাবু পত্রখানি পাঠ করিলেন—

ভাই কুঞ্জ,

মঙ্গলবার রাত্রে শক্রুদুর্গ আক্রমণ, মনে আছে ত? তুমি সদলবলে ঐ দিন বিকাল পাঁচটার গাড়ীতে আসিয়া পৌছিবে, অন্যথা না হয়। সকলে এখানে সমবেত হইয়া সন্ধ্যার পরই মার্চ্চ করিতে হইবে। রাত্রি দশটায় যুদ্ধারম্ভ। কার্য্য সমাধা করিয়া ভোর তিনটার গাড়ীতে তোমরা ফিরিয়া যাইতে পারিবে। ইতি

তোমাদের
নিতাই।

পত্রখানি পড়িয়াই গোবর্দ্ধন বাবুর মনে হইল, ইহা স্বদেশী ডাকাতী ভিন্ন আর কিছুই নহে। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারা একদল এসেছিল বল্লেন না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ক'জন?"

"জন কুড়ি হবে।"

"বয়স কত সব? চেহারা কি রকম?"

"বয়স—পনেরো ষোল থেকে উনিশ কুড়ির মধ্যে। চেহারা-গুলো ষণ্ডা ষণ্ডা—খুব হাসি ফূর্ত্তি গোলমাল কর্‌তে কর্‌তে গেল।"

"ভদ্রলোকের ছেলে সব?"

"হ্যাঁ। বেশ ফিট্‌ফাট কাপড় চোপড়। কারু কারু চোখে সোণার চশমা।"

"কোন ক্লাসের টিকিট নিয়ে এসেছিল ?"

"ইণ্টারমিডিয়েট।"

"সিঙ্গিল না রিটার্ণ ?"

"রিটার্ণ।"

"তাদের টিকিটগুলো বের করুন।"

ছোটবাবু একটা দেরাজ টানিয়া একগাদা টিকিট হইতে লাল রঙের আধখানা টিকিটগুলি বাছিয়া বাছিয়া গোবর্দ্ধন বাবুর সম্মুখে ফেলিতে লাগিলেন। শেষ হইলে গোবর্দ্ধন বাবু গণিয়া দেখিলেন, সর্ব্বসুদ্ধ উনিশখানা আছে। প্রত্যেক খানিই কলিকাতা হইতে, নম্বরগুলিও পরপর। পকেট বুক বাহির করিয়া টিকিটের নম্বর ও ছাপগুলির বিবরণ গোবর্দ্ধন বাবু নোট করিয়া লইয়া, গম্ভীরভাবে বলিলেন—"স্বদেশী ডাকাতী।"

ছোটবাবু বলিলেন—"স্বদেশী ডাকাতী! অ্যাঁ? স্বদেশী ডাকাতী! বলেন কি ?"

"পরিষ্কার স্বদেশী ডাকাতী। আপনার কাছে ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস আছে ?"

"না। কেন বলুন দেখি ?"

চিঠিখানির একটি স্থানে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া গোবর্দ্ধন বাবু বলিলেন—"এই দেখুন, থামের উপর যে মোহর পড়ে, তারই শাদা দাগ এ চিঠিতে রয়েছে। একটা ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস পেলে ছাপটা পড়তাম।"

ছোট বাবু চশমা চোখে দিয়া দাগটা পড়িতে চেষ্টা করিলেন। শেষে বলিলেন—"কিছু পড়া গেল না।"

গোবর্দ্ধন বাবু সেই ঘষা-কাঁচের লণ্ঠনটির দ্বার খুলিয়া ভিতরে কি যেন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শেষে একটুকুরা কাগজ লইয়া লণ্ঠনের একটা স্থানে ঘষিতে লাগিলেন। কাগজটুকু ভুষা কালী মাখা হইয়া গেল। বাহির করিয়া, তাহার উপর জোরে দুই তিনটা ফুঁ দিয়া, গোবর্দ্ধন বাবু সেখানি চিঠির সেই শাদা ছাপ-পড়া অংশে লঘু হস্তে বুলাইতে লাগিলেন। ছোট বাবু অবাক হইয়া ইহাঁর কার্য্যপরম্পরা দেখিতেছিলেন।

ছাপটি পরীক্ষা করিয়া গোবর্দ্ধন বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"আজই, বেলা ৯টার ডিলিভারিতে বউবাজার পোষ্টাপিস থেকে এ চিঠি বিলি হয়েছে।"—বলিয়া চিঠিখানি ছোটবাবুর হস্তে দিলেন। ছোটবাবু সেখানি আলোকে ধরিয়া দেখিলেন, কালো জমির উপরে শাদা অক্ষরে OW AZA তাহার নিম্নে 9 A তাহার নিম্নে 5 JY ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিঠিখানি গোবর্দ্ধন বাবুর হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"ধন্য আপনার বুদ্ধি! নইলে আর অমন সব নভেল আপনার মাথা থেকে বেরোয়!"

গোবর্দ্ধন বাবু বলিতে লাগিলেন—"এই ডাকাতদের অন্ততঃ একজন—যার নাম কুঞ্জ—বউবাজার অঞ্চলে থাকে। নিতাই বলে' দলের একজন পূর্ব্বেই এসেছিল—যা কিছু দেখ্‌বার শোনবার খবর নেবার সমস্ত ঠিকঠাক করে এই চিঠি লিখেছে। এই অঞ্চলের কোনও ধনী লোকের বাড়ী আজ রাত্রি দশটার সময় তারা

ডাকাতী করেছে—ভোর তিনটের গাড়ীতে তারা ফিরে যাবে।"

এমন সময় কলিকাতার ট্রেণ খানি আসিয়া পৌছিল। ছোট বাবু লণ্ঠন হাতে করিয়া সেখানি 'পাস' করিতে ছুটিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোবৰ্দ্ধন বাবু একাকী বসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"এ ডাকাতগণকে যে কোনও উপায়ে হউক ধরিতে হইতেছে। ধরিতে পারিলে গভর্ণমেণ্টের কাছে যথেষ্ট সুনাম হইবে, চাইকি একটা রায় বাহাদুরী খেতাবও মিলিতে পারে।"—অনেক দিন হইতেই রায় বাহাদুর হইবার জন্য গোবৰ্দ্ধন বাবুর আকাঙ্ক্ষা। নভেল লিখিয়া অর্থোপার্জ্জন যথেষ্টই করিয়াছেন কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে তেমন মান সম্ভ্রম হইল কৈ? ইহাঁর পুস্তক-সংখ্যার তুলনায় অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক বহিও যাঁহারা লেখেন নাই, যাঁহাদের বহি আলমারি-জাত হইয়া থাকে, বৎসরে ২৫ খানির বেশী বিক্রয় হয় না, তাঁহাদের কত মান কত সম্ভ্রম, মাসিকপত্রে ছবি বাহির হইতেছে, কত সভার সভাপতি হইয়া তাঁহারা বক্তৃতা করিতেছেন—কিন্তু গোবৰ্দ্ধন বাবুকে কেহ ত ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না!—তিনি ইহার একমাত্র কারণ নির্দ্দেশ করেন—ঐ সকল লোক কেবল মাত্র গ্রন্থকার নহেন—সাহিত্যক্ষেত্রে গ্রন্থকার এবং অপর কোনও ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ।

তাই অনেকদিন হইতেই তাঁহার মনে হইতেছে, যদি কোনও একটা সুযোগে রায় বাহাদুর বা অন্ততঃ রায় সাহেবও তিনি হইতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার এই "কেবলমাত্র গ্রন্থকার" অপবাদটি ঘুচিয়া যায়—সমাজে নিজ প্রাপ্য সম্মান তিনি আদায় করিয়া লইতে পারেন। তাঁহার মনে হইল, বোধ হয় এই সুযোগেই তাহা হইবে; নহিলে ভগবান তাঁহারই একখানি গ্রন্থের মধ্যে করিয়া মূলসূত্র স্বরূপ ঐ চিঠিখানি পাঠাইয়া দিবেন কেন?

ট্রেণ চলিয়া গিয়াছিল। ছোটবাবু যাত্রীদের টিকিট কালেক্ট করিয়া আপিসে ফিরিয়া আসিলেন। পকেট হইতে ডিবা বাহির করিয়া পাণ খাইলেন, গোবর্দ্ধন বাবুকেও দিলেন। নিকটস্থ চেয়ার খানিতে বসিয়া বলিলেন—"তাইত মশায়—কার সর্ব্বনাশ হল কে জানে!"

গোবর্দ্ধন বাবু বলিলেন—"দেখুন, আজ এ ডাকাতদের ধর্‌তে হবে।"

ছোটবাবু বলিলেন—"কে ধর্‌বে?"

"আপনি, আমি।"

"আমি? সর্ব্বনাশ!—তাদের কাছে রিভল্‌ভার আছে, মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে না!"

গোবর্দ্ধন বাবু হাসিয়া বলিলেন—"না, এখন আর তাদের কাছে রিভল্‌ভার নেই। সে সব কোথাও লুকিয়ে রেখে তারা আস্‌বে।"

"তা হলেও, ধরা কি সোজা কথা মশায়? তারা উনিশ কুড়ি জন লোক—"

"ঝাপ্‌টে ধর্‌তে গেলে কি আর হবে? কৌশলে ধর্‌তে হবে।"

"তার পর?"

"তার পর পুলিস ডেকে তাদের হ্যাণ্ডোভার করে দেওয়া।"

"তার পর?"

"তার পর সকলের শ্রীঘর।"

"তার পর?"

"তার পর আবার কি?"

"ওদের দলের অন্যান্য লোক যারা আছে, তারা যে আপনাকে আমাকে কুকুর মারা করে' মার্‌বে!"

একথা শুনিয়া গোবর্দ্ধন বাবুর মনে একটু ভীতির সঞ্চার হইল। তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিলেন। কিন্তু রায় বাহাদুরীর প্রলোভনই অবশেষে জয়লাভ করিল। বলিলেন—

"আপনি কি বল্‌ছেন মশায়? আমরা কি মগের মুল্লুকে বাস করছি যে আমাদের অমনি কুকুর মারা কর্‌বে? এ কার্য্য করে যদি আমরা সফল হই, আমাদের যাতে কোনও অনিষ্ট না হয় সে বন্দোবস্ত গভর্ণমেণ্ট কর্‌বেন। তার জন্যে লাখ টাকা যদি খরচ হয় তাতেও তাঁরা পিছপাও হবেন না। আপনি কোন চিন্তা কর্‌বেন না। আসুন, এ কাযে আমার সাহায্য করুন। দেখুন দেখি, এই স্বদেশী ডাকাতেরা দেশের কি মহা অনিষ্ট কর্‌ছে! নিরীহ লোকদের সর্ব্বনাশ কর্‌ছে—এই কি ধর্ম্ম, এই কি স্বদেশপ্রেম! প্রত্যেক রাজভক্ত প্রজারই কর্ত্তব্য তাদের কার্য্যে বাধা দেওয়া, তাদের সমুচিত প্রতিফল দেওয়া।"

ছোটবাবু গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন, কোনও উত্তর করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া গোবর্দ্ধন বাবু বলিলেন—"কি বলেন? আমায় সাহায্য কর্‌বেন?"

হাত দুটি যোড় করিয়া ছোটবাবু বলিলেন—"গোবর্দ্ধন বাবু, আমায় মাফ্ কর্‌তে হচ্ছে। আমি ছাঁপোষা মানুষ, অনেক-গুলি কাচ্ছা বাচ্ছা,আমি ও কাযটি পার্‌ব না। আমায় বাঁচান।"

"আমি বাঁচাব কি? আপনি যদি আমার সাহায্য না করেন, আমি নিজেই অবিশ্যি যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখ্‌ব। কিন্তু এ স্থান আমার অপরিচিত, আমি একা, কি করতে পার্‌ব? আমায় সাহায্য না কর্‌লেই কি আপনি বাঁচবেন মনে করেছেন? গভর্ণমেণ্ট যখন শুন্‌বে যে আপনি আমায় সাহায্য কর্‌তে অস্বীকার করাতেই ডাকাতগুলো ধরা পড়্‌ল না, তখন গভর্ণমেণ্ট কি ভাব্‌বে বলুন দেখি? ভাব্‌বে, আপনিও ষড়যন্ত্রকারীদের দলের লোক, তাই সাহায্য করেন নি। উল্টো বোধ হয় আপনারই জেল হয়ে যাবে।"—এই কথা বলিয়া গোবর্দ্ধন বাবু মনোযোগের সহিত ছোট বাবুর মুখপানে চাহিয়া তাঁহার মনের ভাব নির্ণয়ে সচেষ্ট হইলেন।

ছোটবাবু হঠাৎ উঠিয়া গোবর্দ্ধন বাবুর পদযুগল ধারণ করিলেন। বলিলেন—"আপনি বড়লোক,মহাত্মা লোক,নভেলিষ্ট—এ গরীবকে দয়া করুন। আমায় এর মধ্যে জড়াবেন না দোহাই আপনার। যদি কিছুর জন্যে আপনার সাহায্য দরকার হয় তা বরং আমায় অনুমতি করুন। গোপনে যা পারি তাতে প্রস্তুত আছি, প্রকাশ্যে কিছুই পারব না।"

"উঠুন—উঠুন।"—বলিয়া গোবর্দ্ধন বাবু ছোটবাবুকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। বলিলেন—"আচ্ছা আপনার যদি এতই ভয়, তাহলে কাষ নেই। আমি একাই যা হয় করব। যা বলি তা শুনুন।"

গোবর্দ্ধন বাবু ভাবিতেছিলেন, "সাহায্য যদি এ করে, তবে কার্য্য সফল হইলে গৌরবের ভাগটা না-ই লইল।"—বলিলেন—"দেখুন, কাছাকাছি এমন কোনও বাড়ী আছে, যার মধ্যে তাদের পূরে আটক্ করতে পারি?"

ছোটবাবু বলিলেন—"আছে—আছে—খুব ভাল জায়গাই আছে।"

"কোথা?"

"বাইরে চলুন, দেখাই।"

কিছু পূর্ব্বে চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। গোবর্দ্ধন বাবুকে প্ল্যাট-ফর্ম্মের প্রান্তদেশে লইয়া গিয়া ছোটবাবু বলিলেন—"ঐ যে মস্ত বাড়ীটা দেখ্‌ছেন, ওটা ধানের আড়ত করবার জন্যে রেলি ব্রাদারেরা এই নতুন তৈরি করেছে। মস্ত একখানা গুদাম ঘর আছে ওর মধ্যে, প্রায় ৪০ ফুট লম্বা ২৫ ফুট চৌড়া। খালি আছে, এখনও ওদের আড়ত খোলে নি। যদি কোনও কৌশলে সেই দলকে ঐ ঘরখানার মধ্যে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালাবন্ধ করতে পারেন, তাহলেই কায হাঁসিল। পুলিস আসা পর্য্যন্ত ঐখানে ওরা আটক্ থাকবে এখন।"

গোবর্দ্ধন বাবু বলিলেন—"অনুগ্রহ করে আপনার লণ্ঠনটা নিয়ে আসুন, ঘরখানি দেখি।"

ছোটবাবু লণ্ঠন আনিতে চলিয়া গেলেন, গোবর্দ্ধন বাবু সেই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কৌশল চিন্তায় ব্যাপৃত হইলেন।

ছোটবাবু লণ্ঠন লইয়া আসিলে উভয়ে গিয়া ঘরখানি দেখিলেন। একটি মাত্র দরজা। উপরে, ছাদের প্রায় কাছে, এদিকে দুইটি ওদিকে দুইটি বায়ু চলাচলের জন্য জানালা কাটা রহিয়াছে, তাহাতে এখনও সার্সি বসানো হয় নাই। গোবর্দ্ধন বাবু দেখিলেন, সেগুলি মেঝে হইতে প্রায় ২০ ফুট উচ্চে-- সুতরাং ওখান দিয়া পলায়নের সম্ভাবনা নাই। বলিলেন— "এই ঠিক হবে!"

ঘরের বাহিরে আসিয়া গোবর্দ্ধন বাবু দরজাটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পুরু শালকাঠের ফ্রেমে আড়ভাবে সেই কাঠের ছোট ছোট তক্তা বসানো, আগা গোড়া রিভেট করা। উপরে একটি নিম্নে একটি মোটা শিকলও আছে। খুব মজবুদ, সহজে ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে পারিবে না। ছোটবাবু বলিলেন —"রেলের ভাল তালা আছে, আপনাকে দিই চলুন।"

"চলুন। আরও সব সরঞ্জাম দরকার। চলুন আপিসে বসে তার পরামর্শ করিগে।"

ফিরিবার পথে ছোটবাবু মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন— "কিন্তু আমি যে আপনাকে কোনও বিষয়ে সাহায্য করছি, তা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না হয়, দোহাই আপনার।"

"না, তা হবে না।"

আপিসে ফিরিয়া ঘণ্টাখানেক ধরিয়া পরামর্শ চলিল। ইতিমধ্যে পৌনে দুইটার গাড়ী আসিল ও চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা-নিবাসী সেই নিরীহ যুবকগণ আসিয়াছিল, তাহাদের বন্ধু নিতাইয়ের বিবাহে বরযাত্র হইয়া। নিতাই ছেলেটি অনেকদিন হইতেই কিঞ্চিৎ মিলিটারি-ভাবাপন্ন; রঙ্গ করিয়া যখন নিজ বিবাহকে "যুদ্ধারম্ভ" এবং শ্বশুর-বাটীকে "শত্রুদুর্গ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল, তখন স্বপ্নেও জানিত না, তদ্দ্বারা বন্ধুগণকে সে কি বিপজ্জালে জড়াইতেছে!

যে গ্রামে বিবাহ হইল তাহা ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বিবাহ ও আহারাদির পর, বরের নিকট সকলে বিদায় গ্রহণ করিল। তাহাদের জন্য গো-যান প্রস্তুত ছিল কিন্তু সেগুলি তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখান করিয়া যুবকেরা পদব্রজেই ষ্টেশন অভিমুখে অগ্রসর হইল। বরাবর সরকারী রাস্তা, পথ ভুল হইবার আশঙ্কা ছিল না। জ্যোৎস্নালোকে গান গাহিতে গাহিতে, অতি আনন্দেই তাহারা পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

রাত্রি যখন দুইটা তখন ষ্টেশনের আলোক তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। একজন বলিল—"এস ভাই 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গাইতে গাইতে যাই।"—'বঙ্গ আমার জননী আমার' গাহিতে গাহিতে, তালে তালে পা ফেলিয়া, দশমিনিটের মধ্যে তাহারা ষ্টেশনে পৌঁছিল।

প্ল্যাটফর্ম্মে পৌঁছিয়া দেখিল, এক ভদ্রলোক মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া মলিদা গায়ে দিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ট্রেণের আর দেরী কত মশাই?"

বাবুটি বলিলেন—"আপনারাই কি আজ বিকেলে পাঁচটার গাড়ীতে এসেছিলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনাদের দলের কেউ কলকেতা থেকে ছাড়বার সময় গাড়ী মিস্ করেছিল?"

"তা ত জানিনে। তবে আরও তিনজনের আস্‌বার কথা ছিল বটে, তারা আসেনি; হয়ত সময়মত ষ্টেশনে এসে জুটতে পারে নি; কেন মশায়?"

বাবুটি বলিলেন—"তবে ঠিক হয়েছে। আপনাদেরই দলের লোক। তিনজন নয়, দুজন লোক সন্ধ্যা ৭টার গাড়ীতে এসে পৌঁছেছিলেন। তার মধ্যে একজনকার ভয়ানক জ্বর।"

"কোথায়? কোথায় তারা?"

"ঐ রেলি ব্রাদারের আড়তে তাঁরা আছেন। যিনি সুস্থ, তিনি আমাদের এসে বল্লেন মশাই এই ত বিপদ, একটু আশ্রয় দিতে পারেন? কোথায় আশ্রয় দিই, ঐ রেলি ব্রাদারের আড়ত দেখিয়ে দিলাম। বাসা থেকে তক্তপোষ, লেপ বিছানা সব পাঠিয়ে দিলাম। দু তিনবার গিয়ে দেখেও এসেছি—খুব জ্বর, ১০৫ এর কম ত হবে না। আর, কি পিপাসা!—দশমিনিট অন্তর খালি বলে জল দাও। সুস্থ লোকটির কাছেই শুন্‌লাম, আপনারা রাত্রি তিনটের গাড়ীতে কলকাতা ফিরবেন।"

যুবকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—"ওহে, বোধ হয় শান্তি আর শৈলেন। শান্তিরই বোধ হয় জ্বর হয়েছে—তার ত ম্যালেরিয়া লেগেই আছে কিনা।"

পাগড়ী বাঁধা বাবুটি বলিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ—শান্তি বাবুরই জ্বর হয়েছে। নামটি ভুলে গিয়েছিলাম। চলুন, দেখ্‌বেন।"—বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। বলা বাহুল্য ইনি আমাদের গোবর্দ্ধন বাবু ভিন্ন আর কেহই নহেন।

যুবকেরা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল—"জ্বর যদি একটু কম থাকে, গাড়ীতে নিয়ে যাবার মত অবস্থা থাকে, তবে নিয়েই যাব; নৈলে আমাদের সকলকেই এখানে থাক্‌তে হবে।"

রেলি ব্রাদারের আড়তে পৌছিয়া বাবুটি বলিলেন—"ঐ ঘরে আছে চলুন।"—দ্বারের ফাঁক দিয়া একটু একটু আলো আসিতে ছিল।

দ্বার ঠেলিয়া মাথাটি ভিতরে প্রবেশ করাইয়া বাবুটি বলিলেন—"ঘুমুচ্ছে বোধ হয়। ফীবার মিক্সচারটায় কিছু উপকার হয়ে থাক্‌বে। দুজনেই ঘুমুচ্ছে। পা টিপে টিপে আপনারা যান।"

যুবকগণ দেখিল, সেই লম্বা ঘরের প্রান্তভাগে পালঙ্ক পাতা রহিয়াছে। পাশে একটি টেবিলের উপর গোটা দুই ঔষধের শিশিও যেন দেখা গেল। দেওয়ালে একটা ল্যাম্প মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। যুবকগণ জুতার গোড়ালি শূন্যে তুলিয়া নিঃশব্দে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সকলে প্রায় এক সঙ্গেই শয্যার নিকট পৌছিল। একজন লেপের প্রান্তটি আস্তে আস্তে উঠাইতে লাগিল। ক্রমে অনেক-খানি উঠাইয়া ফেলিয়া বলিল—"কৈ ?"

দুই তিনজনে লেপটা টানিয়া বলিল—"গেল কোথা ?"

অপর সকলে বলিল—"সে বাবুটি কৈ? তিনি গেলেন কোথা?"

কেহ কেহ বলিল—"দেখ ত দেখ ত, বাইরে বোধ হয় আছেন।"

তিন চারিজনে দ্বারের কাছে গিয়া দ্বার টানিল, তাহা বাহির হইতে বন্ধ। চীৎকার করিয়া তাহারা বলিল—"ওহে, বন্ধ যে!"

বাকী সকলে তখন দ্বারের নিকট গেল। সকলেই দ্বার ধরিয়া টানটানি করিতে লাগিল, দ্বার এক চুলও নড়িল না।

সকলেরই মনে তখন একটু ভয় হইল। কেহ কেহ বলিল—"ওহে কুঞ্জ—এ কি ব্যাপার?"

কুঞ্জ বলিল—"কিছুই ত বুঝ্‌তে পারছিনে। আমাদের এ রকম করে বন্ধ কর্‌লে কেন? লোকটার উদ্দেশ্য কি?"

অভয় বলিল—"একবার ডেকে দেখা যাক্‌।"—বলিয়া সে দরজার কাছে মুখ রাখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"ও মশাই? ও পাগড়ী মাথায় বাবুটি, বলি শুন্‌ছেন? দোরটা বন্ধ করে দিলেন কেন? খুলে দিন খুলে দিন।"

একে একে দুইয়ে দুইয়ে তখন তাহারা এই প্রকার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল কিন্তু কোনই ফল হইল না। কেহ কেহ তখন হতাশ হইয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়াছে।

অবনী বলিল—"ওহে, গতিক ভাল নয়। এর মধ্যে বন্ধ থাকলে প্রাণে মারা যাব যে। এ মজবুদ কপাট ভাঙ্গা যাবে না। ঐ ল্যাম্পটা নিয়ে এস। ওর তেলটা কবাটের গায়ে মাখিয়ে আগুন ধরিয়ে দাও। কবাট পুড়িয়ে ফেল।"

কুঞ্জ বলিল—"সর্ব্বনাশ!—তা হলে ধোঁয়ায় শেষকালে দম-বন্ধ হয়ে মারা যাব যে। জানালা নেই—শুধু ছাদের কাছে ছোট ছোট ঐ দুটি ভেন্টিলেটর, তাও কাচবন্ধ বলে বোধ হচ্ছে। অন্য উপায় চিন্তা কর।"

শ্যামাপদ বলিল—"সে বোধ হয় পালিয়েছে। চেঁচামেচি করি এস, কারু না কারু সাড়া পাব।"

কেশব বলিল—"এই শীতের ভোরে কে আছে এখানে যে আমাদের সাড়া পেয়ে এসে আমাদের উদ্ধার করবে?"

সকলে তখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে বাহির হইতে ভস্ ভস্ করিয়া একটা শব্দ আসিল। অভয় বলিল—"ঐ আমাদের ট্রেণও বেরিয়ে গেল।"

জল্পনায় কল্পনায় আরও ঘণ্টাখানেক কাটিল। কেন যে লোকটা এরূপ ব্যবহার করিয়া গেল, তাহাই সকলে নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনও কূলকিনারা পাইল না। অবশেষে স্থির করিল, লোকটা বোধ হয় পাগল হইবে।

কুঞ্জ ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, খাটখানি ধরিয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সকলকে সে ডাকিয়া বলিল —"দেখ উপরে যে ঐ ভেন্টিলেটর রয়েছে, ওতে সার্সি টার্সি বোধ হয় নেই। আমি অনেকক্ষণ থেকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি। ঐ দিয়ে ছাড়া বেরুবার আর কোনও উপায় নেই কিন্তু।"

অভয় কহিল—"ও ত বিষম উঁচু, ওখানে পৌছান যায় কেমন করে?"

কুঞ্জ বলিল—"এ নেওয়ারের খাটখানা ভাঙ্গা যাক। খাটের কাঠ চারখানা, টেবিলের পায়া চারটে, নেওয়ার দিয়ে খুব কষে বাঁধা যাক্ এস। একটা মইয়ের মত হবে। দেওয়ালের গায়ে সেইটে দাঁড় করালে জানালার ও ফুটো অবধি পৌঁছান যাবে বোধ হয়।"

তিন চারিজন দেখিয়া অনুমান করিয়া বলিল—"বোধ হয়।"

কুঞ্জ বলিল—"তিনকড়ে, তুই সাইজে সব চেয়ে ছোট আছিস্। পারবি উঠতে?"

তিনকড়ি বলিল—"খুব পারব। কিন্তু তার পর? ও দিকে নাম্‌ব কি করে?"

"এই মই, জানালা গলিয়ে ও দিকে ফেলে, ধরে নাম্‌তে পারবিনে?"

"ওদিকে আবার জমি অবধি পেলে ত! ওদিকে যদি বেশী নীচু হয়?"

কুঞ্জ বলিল—"আগে উঠে ত দেখ্।"

তখন সেই ল্যাম্পের আলোকের সাহায্যে সকলে মিলিয়া খাটের নেওয়ার খুলিতে আরম্ভ করিল। খোলা শেষ হইলে, অনেকে মিলিয়া খাটের পায়া হইতে পাট্‌রিগুলা বিচ্যুত করিয়া ফেলিল। টেবিলও এইরূপে ভাঙ্গা হইল। খাটের পাট্‌রী এবং টেবিলের পায়া নেওয়ার দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বাহিরে কাক ডাকিয়া উঠিল, গবাক্ষ পথে ভোরের আলো প্রবেশ করিল।

সকলে ধরাধরি করিয়া তখন সেই মইকে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করাইয়া দিল। উহা গবাক্ষ ছাড়াইয়াও প্রায় একহাত

ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে—দেখিয়া সকলের বুকে এই প্রথম কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল।

তিনকড়ি বলিল—"যদি বেরুতে পারি, বেরিয়ে আমি কি করব? ষ্টেশনে যাব?"

কুঞ্জ বলিল—"না না—ষ্টেশনে গিয়ে কি হবে? তারাই ত আমাদের শত্রু। প্রথমে দরজায় গিয়ে দেখ্‌বি। যদি দেখিস্ শুধু শিকল বন্ধ আছে, শিকল খুলে দিবি। যদি দেখিস্ তালা বন্ধ, থানায় গিয়ে দারোগাকে সব কথা বল্‌বি। কাছে কোথাও নিশ্চয়ই থানা আছে—দারোগা এসে আমাদের উদ্ধার করবে।"

সকলে মিলিয়া সেই মইটা ধরিয়া রহিল। তিনকড়ি অতি কষ্টে, বাঁধনের গাঁটে গাঁটে পা দিয়া, উপরে উঠিতে লাগিল। ক্রমে গবাক্ষের নিকট পৌছিয়া তথায় উঠিয়া সে বসিল।

নিম্নে হইতে জিজ্ঞাসা হইল—"তিনকড়ে, কি দেখ্‌ছিস্?

"মাঠ। মাঠে একটা শেয়াল চর্‌ছে।"

"মানুষ টানুষ কাউকে দেখ্‌ছিস্?"

"কাউকে নয়।"

"কতখানি নীচে জমি? এ কাঠ পৌছবে?"

"না। অনেক নীচু। এক কায কর না।"

"কি?"

"নেওয়ার খোল। টুকরোগুলো মুখে মুখে করে গিরো বাঁধ। দু-থাই করে পাকিয়ে দড়ার মত কর। একটা মুখ আমায় দাও। সেটা আমি নীচে নামিয়ে দিই। আর একটা মুখ তোমরা

সকলে মিলে ধরে থাক। আমি ওদিকে নেমে পড়্‌ব এখন।"

সকলে বলিল—"বেশ বুদ্ধি করেছ—বাঃ।"

তখন সেই আঠারো যোড়া হাত, নেওয়ার খুলিতে, বাঁধিতে এবং পাকাইতে লাগিয়া গেল। কুড়ি মিনিটের মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত।

নিম্ন হইতে সকলে বলিয়া দিল—"আগে গিয়ে দেখ্‌ দরজায় খালি শিকল বন্ধ আছে না তালা দেওয়া আছে। যদি তালা দেখিস্‌, এসে নীচে থেকে আমাদের বলবি। যত শীঘ্র পারিস থানায় যাবি—গিয়ে দারোগাকে সব কথা বলে এখানে নিয়ে আসবি।"

"আচ্ছা, আমি নাম্‌লাম।"—বলিয়া, দড়ি ধরিয়া জানালার ভিতর দিয়া তিনকড়ি নিজেকে গলাইয়া দিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রাণভয়ে ছোটবাবু, অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বেই চুপি চুপি আসিয়া নিজের ডুপ্লিকেট্‌ চাবি দিয়া তালা এবং শিকল খুলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। যুবকেরা কেহই তখন দ্বারের কাছে ছিল না, কোনও শব্দ পায় নাই। ছোটবাবু ভাবিয়াছিলেন, অনতি-বিলম্বেই ইহারা জানিতে পারিবে এবং দ্বার খোলা পাইয়া

পলায়ন করিবে—তাহা হইলে ভবিষ্যতে 'কুকুরমারা' হইবার আশঙ্কা আর থাকিবে না।

দরজা খুলিয়া দিয়া ছোটবাবু আবার আপিসে ফিরিয়া গেলেন। দেখিলেন, গোবর্দ্ধন বাবু সেই লম্বা টেবিল খানির উপর খানকতক লাইন ক্লিয়ার বহি মাথায় দিয়া ঘুমাইতেছেন। ছোটবাবু ডুপ্লিকেট চাবিটি লুকাইয়া রাখিয়া, বসিয়া আপনার কায করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে গোবর্দ্ধন বাবু একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিলেন। মলিদা হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিলেন—"ভোর হয়েছে যে। থানায় লোক পাঠালেন ?"

ছোটবাবু বলিলেন—"না। এক বেটা খালাসীকেও দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।"

"আমি নিজেই যাব না কি ? থানা কতদূর এখান থেকে ?

"এক মাইল হবে।"

"আচ্ছা মশাই, এক কায করিনা কেন ?—থানায় খবর না পাঠিয়ে, বরং কল্‌কাতায় একখানা টেলিগ্রাম করে দিই, পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরালের নামে। মিলিটারি পুলিস নিয়ে, একবারে বন্দুক টন্দুক নিয়ে তারা আসুক। এ সব স্থানীয় পুলিসকে বিশ্বাস নেই মশায়। আমি যে এত কষ্ট করে ধর্‌লাম, দারোগা নিজে নাম নেবার জন্যে শেষে হয়ত আমায় আমলই দেবে না। টেলিগ্রাম একখানা করে দিই, কি বলেন ?"

"সে মন্দ নয়। বেশ ত, আপনি বসে টেলিগ্রাম লিখুন, আমি ততক্ষণ বাসায় গিয়ে আপনার চায়ের যোগাড় করে আসি।"

"আঃ—এ সময় এক পেয়ালা গরম গরম চা পেলে ত বেড়ে হয় মশায়!—একে এই শীত, তাতে সমস্ত রাত্রি জাগরণ!"

ছোটবাবু বাসায় গেলেন। গোবর্দ্ধন বাবু কাগজ কলম লইয়া টেলিগ্রাম লিখিতে বসিলেন। অনেক কাটকুট করিয়া শেষে মুসাবিদাটা এই প্রকার দাঁড়াইল—

"আমি কার্য্যবশতঃ এ অঞ্চলে আসিয়া অদূরে কোনও গ্রামে একটি ভীষণ স্বদেশী ডাকাতী হইয়াছে জানিতে পারিয়া অনেক কষ্টে এবং কৌশলে উনিশ জন ডাকাইতকে ধৃত করিয়া একটা ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি মিলিটারি পুলিস লইয়া শীঘ্র আসুন।

গোবর্দ্ধন দত্ত।"

মুসাবিদাটি দুইতিন বার পড়িয়া, গোবর্দ্ধন বাবু অবশেষে নিজ স্বাক্ষরের নিম্নে লিখিয়া দিলেন "বেঙ্গলি নভেলিষ্ট"—বাঙ্গালা ঔপন্যাসিক। দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল সাহেব মনে না করেন যে কোন দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক এই টেলিগ্রাম পাঠাইতেছে—দ্বিতীয়তঃ, কে ধরাইয়া দিল সে সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কোনও গোলযোগ না হয়।

এই সময় বাহিরে গোবর্দ্ধন বাবু অনেক লোকের কোলাহল ও জুতার আওয়াজ শুনিয়া, টেলিগ্রামখানি হাতে করিয়া কৌতূহলবশতঃ বাহিরে গেলেন।

যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল।

সেই তাহারা—সেই দল—কাঁধে তাহাদের খাটভাঙ্গা টেবিলভাঙ্গা বড় বড় কাঠ। একজন বলিয়া উঠিল—"ঐ রে, পাগড়ী মাথায় ঐ শালা।"

গোবর্দ্ধন বাবু বুঝিলেন—তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত। কিন্তু প্রাণ বড় ধন। সেটা বাঁচাইবার জন্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হয়।

সুতরাং তিনি ছুটিলেন। 'ডাকাইত'গণও, "ধর শালাকে ধর" বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল। গোবর্দ্ধন বাবু কিয়দ্দূর ছুটিয়া, প্ল্যাটফর্ম্মের তারের বেড়া টপ্‌কাইয়া, মাঠ দিয়া জঙ্গল দিয়া প্রাণপণে ছুটিলেন। গাছের কাঁটায় তাঁহার কাপড় ছিঁড়িল, গা ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, তথাপি তিনি ছুটিলেন। এক পাটি জুতা খুলিয়া পথে পড়িয়া রহিল, একপায়ে জুতাশুদ্ধ তিনি ছুটিলেন। ক্রমে দ্বিতীয় জুতাপাটিও খুলিয়া পড়িল, তথাপি ছুটিলেন। পায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল, পাথরকুচি বিঁধিতে লাগিল—ক্রমে তাঁহার গতি মন্দ হইয়া আসিল। অবশেষে হাঁফাইতে হাঁফাইতে একস্থানে বসিয়া পড়িলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, ঘন জঙ্গল। কাণ পাতিয়া রহিলেন, ডাকাইতগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিতেছে কি না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন কিন্তু কাহারও কোনও সাড়াশব্দ পাইলেন না।

মনে মনে তখন গোবর্দ্ধন বাবু ভাবিলেন, ষ্টেশনে উহারা বেশীক্ষণ অপেক্ষা নিশ্চয়ই করিবে না, কারণ নিজেদের প্রাণের ভয় ত আছে। তাই ঘণ্টা দুই সেখানে বসিয়া থাকিয়া তিনি

ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। পা কাটিয়া ব্যথা হইয়াছে, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতে লাগিলেন। পথ ভুলিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া বেলা ৯টার পর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন।

ডাকাইতগণ কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অনুসন্ধানে জানিলেন, ছোটবাবু বাসায় গিয়াছেন। বাসায় গিয়া ছোটবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

ছোটবাবু হাসিয়া বলিলেন—"কি, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? ডাকাতরা আপনাকে খুঁজছিল যে।"

গোবর্দ্ধন বাবু নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় গেল তারা?"

"তারা এতক্ষণ কল্‌কাতায় পৌঁছে গেছে।"

ছোটবাবু তখন যুবকগণের নিকট বাস্তবিক যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন,—তাহাদের বরযাত্র যাওয়া প্রভৃতি—তাহা বর্ণনা করিলেন।

গোবর্দ্ধন বাবু বলিলেন—"আচ্ছা, কি করে বেরুল তারা?"

ছোটবাবু এইবার কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"সে মশায় আশ্চর্য্য কৌশল! সাতটার ট্রেণে তারা চলে গেলে, আড়তে গিয়ে দেখ্‌লাম কি না। বাইরে তালা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি রয়েছে। খাট ভেঙ্গে, নেওয়ার খুলে তারই মই তৈরি করেছে, করে সেই জানালার ফুটোয় উঠে, একে একে টুপ্‌ টুপ্‌ করে লাফিয়ে পড়েছে। উঃ—কি কৌশল, কি সাহস!"

গোবর্দ্ধন বাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"দেখুন,

তারা ডাকাতই বটে, বিয়ের বরযাত্র নয়। বরযাত্র এসেছিল এটা আপনাকে মিথ্যে করে বলে গেছে।—যা হোক্, আমার নামটাম তাদের বলেন নি ত ?"

"আরে রামঃ! আমাকে অনেকবার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে বটে,কিন্তু আমি বল্লাম—'মশায়,কত লোক আসছে কতলোক যাচ্ছে, কতলোকের খবর রাখ্‌ব বলুন! তবে হ্যাঁ, মলিদাচাদর গায়ে, মাথায় পাগড়ী জড়ানো একটা লোককে প্ল্যাটফর্মে রাত্রে দেখেছিলাম বটে। ঐ যা বল্‌ছেন আপনারা—বোধ হয় পাগল টাগল হবে।"

গোবৰ্দ্ধন বাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"নামটি আমার বলেন নি যে, এইটি ভারি উপকার করেছেন। ফের যদি তারা কি তাদের দলের লোক এসে আমার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে, তবে দোহাই আপনার, বলবেন না।"—বলিয়া গোবৰ্দ্ধন বাবু ছোটবাবুর হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিলেন।

ছোটবাবু বলিলেন—"ক্ষেপেছেন, সে কি আমি বলি? জিভ কেটে ফেল্লেও না।"

ছোটবাবুর বাসাতেই স্নানাহার করিয়া দ্বিপ্রহরের গাড়ীতে গোবৰ্দ্ধন বাবু কলিকাতা রওয়ানা হইলেন।

পরদিন ডাকেই ছোটবাবু একটি বৃহৎ বুক-প্যাকেট্ পাইলেন —গোবৰ্দ্ধন বাবু তাঁহাকে নিজ গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ একসেট উপহার পাঠাইয়াছেন। প্রত্যেক পুস্তকে উপহারের কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন, "আপনার চিরকৃতজ্ঞ গোবৰ্দ্ধন।"

কুকুর-ছানা

—*—

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেলা দুইটার সময়, সেণ্ট জন্‌স্ উড্ নামক লণ্ডনের একটি ছোট ষ্টেশনে শরৎকুমার রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করিল। জানুয়ারী মাস, আকাশ তুষারবর্ষী ধূসর মেঘে সমাচ্ছন্ন, দিবালোক অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। গাড়ীর ভিতর, প্ল্যাটফর্ম্মে, আফিস ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছে। শুধু আজ বলিয়া নয়, প্রায় তিন সপ্তাহ একাদিক্রমে লণ্ডনে সূর্য্যদেবের দর্শন পাওয়া যায় নাই।

ফটকে টিকিট দিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া শরৎকুমার দেখিল, তুষারপাত হইতেছে—কে যেন আকাশমার্গ পরিপ্লাবিত করিয়া অনবরত-ধারায় শুভ্র মল্লিকারাশি বর্ষণ করিতেছে। অল্প অল্প বায়ু বহিতেছে। শরৎকুমার কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া এই তুষারপাত দেখিতে লাগিল। তুষারপাত দেখিতে সে বড় ভালবাসে। বংশাবলীক্রমে হাজার হাজার বৎসর যাহারা রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া আসিতেছে, আকাশে মেঘ উঠিতে দেখিলে তাহাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে;—তুষারপাতও তাহাদের চক্ষে পরম রমণীয় দৃশ্য।

শরৎকুমার দ্বাবিংশতি বর্ষীয় যুবক—বৎসরাবধি সে বিলাতে

রহিয়াছে। গৃহ হইতে যাত্রা করিবার মাস দুই পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল—পিতা ও শ্বশুর উভয়ে মিলিয়া তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়াছেন। সে এখানে ব্যারিষ্টারী পড়িতেছে, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্যও প্রস্তুত হইতেছে। লণ্ডনের 'মেডা ভেল্' নামক অংশে তাহার বাসা।

ষ্টেশনের নিম্নে যে রাস্তাটি, তাহা অম্‌নিবস চলাচলের পথ। শরৎ প্রায় পাঁচসাত মিনিট অপেক্ষা করিল, কিন্তু একখানিও অম্‌নিবস আসিল না। তখন সে বিরক্ত হইয়া পদব্রজেই বাসায় যাওয়া স্থির করিল। পকেট হইতে পাইপটি বাহির করিয়া তাহাতে তামাক ভরিল। দন্তে তাহা চাপিয়া ধরিয়া, ওভার-কোটের কলারটা বেশ করিয়া উঠাইয়া দিয়া তাহার বোতাম বন্ধ করিল। একটা থামের আড়ালে সরিয়া গিয়া দুই তিনটি কাঠি খরচ করিয়া পাইপ ধরাইয়া লইল। তাহার পর ছাতা মাথায় দিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

রাজপথ দিয়া যাইতে হইলে একটু ঘুর হয়, নিকটেই রীজে-ণ্টস্ পার্ক নামক সুবিস্তৃত সরকারী বাগান—তাহার ভিতর দিয়া যাইলে পথ একটু সংক্ষিপ্ত হয়, সেই জন্য শরৎ পার্কে প্রবেশ করিল। আকাশ যে দিন পরিষ্কার থাকে,—রৌদ্র উঠিলে ত কথাই নাই,—সেদিন সেই পার্কের ভিতর শিশুরাজ্যের মেলা বসিয়া যায়। যুবতী নর্সারি গভর্ণেসগণ চটুলবেশে সজ্জিত হইয়া, মুনিবের ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলিকে এখানে 'হাওয়া খাওয়াইতে' লইয়া আসে। এক একখানি বেঞ্চিতে দুই তিনজন যুবতী বসিয়া মনের সুখে গল্পগুজব করে, ছেলে মেয়েগুলি

চারিদিকে হাস্তকলরবের সহিত ছুটাছুটি খেলা করিতে থাকে। অনেক স্ত্রীলোক এই পার্কে বেড়াইতে আসে ;—পুরুষের সংখ্যা কম।

আজ কিন্তু পার্কটি জনশূন্য। ফুলগাছগুলি নিতান্ত নির্জীব ; অধিকাংশ বড় গাছগুলির পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, কেবল এখানে ওখানে দুই একটি ওক্-বৃক্ষ আছে, তাই একটু সবুজ রঙ চক্ষে পড়ে। পাখী—তাহারা শীত পড়িতেই পলাইয়া গিয়াছে।

বরফ যেমন পড়িতেছিল, তেমনি পড়িতে লাগিল। পথের উপর আধ হাত উচ্চ পেঁজা তুলার মত বরফ জমিয়াছে, কঙ্করগুলি সম্পূর্ণভাবে সমাহিত। শরৎকুমার সেই বরফ মাড়াইয়া ঘস্ ঘস্ শব্দে চলিতেছে ; তাহার বুটজুতার চাপে, এক একটি করিয়া ছাঁচ তৈয়ার হইয়া যাইতেছে, আবার নূতন বরফ পড়িয়া সে গর্ত্তগুলিকে ভরিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। বাতাসে বরফ উড়িয়া তাহার ওভারকোটের গায়ে আসিয়া বসিতেছে, কিন্তু কাপড় ভিজিতেছে না। ছাতার উপর বরফ জমা হইয়া ছাতাকে ভারি করিয়া তুলিতেছে। ছাতা হইতে, ওভারকোট হইতে, বরফ ঝাড়িয়া ফেলিয়া শরৎ আবার অগ্রসর হইতেছে।

এই মনুষ্যহীন পশুপক্ষীবর্জ্জিত পার্কের প্রায় মাঝামাঝি আসিয়া শরৎকুমার যাহা দেখিল, তাহাতে সে অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল। দেখিল, পথপার্শ্বে প্রকাণ্ড একটি ওক্-বৃক্ষ, তাহার নিম্নে একখানি বেঞ্চি, সেই বেঞ্চির উপর একটি শাদা-কালো রঙের কুকুর-ছানা পশ্চাতের পা দুখানির উপর উবু হইয়া বসিয়া, শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। শরৎ সেখানে দাঁড়াইল। কুকুরটি

তাহাকে দেখিয়া, চারি পায়ে ভর দিয়া সেই বেঞ্চির উপর দাঁড়াইয়া উঠিল এবং প্রাণপণে লাঙ্গুলটি আন্দোলিত করিতে লাগিল। তাহার ভাবটা যেন—"ওগো, আমার বড় বিপদ। শীতে যে মারা যাইতে বসিয়াছি, আমায় রক্ষা কর।"

শরৎ কুকুরটির নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার মাথায় দুইটি অঙ্গুলির মৃদু আঘাত করিয়া বলিল—"Hello, whose little doggie are you?" (তুমি কার কুকুরটি?)

কুকুর-ছানা তাহার লম্বা জলসিক্ত কাণ দুইটি পশ্চাৎভাগে গুটাইয়া ব্যাকুলনয়নে শরৎকুমারের প্রতি চাহিয়া রহিল। ভাবটা যেন—"ঈশ্বর কি আমার কথা কহিবার ক্ষমতা দিয়াছেন যে উত্তর দিব? যারই কুকুর হই না কেন, এখন আমার প্রাণ ত বাঁচাও!"

কুকুরটির গায়ে বড় বড় লোম। কাণ দুইটির অগ্রভাগ, চক্ষুর চারিধার, পিঠে একস্থান এবং লাঙ্গুলের মূলদেশ কালো —বাকী সমস্ত অংশ শাদা। গাছের পাতা হইতে বরফ ঝরিয়া তাহার গায়ে পড়িয়াছে, গায়ের গরমে সে বরফ গলিয়াছে, জলে কুকুরটি ভিজিয়া বিড়ালটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চক্ষু দুইটি লাল টক্ টক্ করিতেছে। বয়স চারি পাঁচমাসের অধিক হইবে না। দেখিতে বড় সুন্দর।

শরৎকুমার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—যদি কুকুরের মালিককে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পতনশীল তুষারে দৃষ্টিচক্র অবরুদ্ধ। শ্রবণচক্রের মধ্যে যদি কেহ থাকে, এই আশায় শরৎ বার দুই তিন উচ্চস্বরে হাঁকিল—"I say, whose dog is this? Has any one lost a dog?"

কিন্তু কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না।

পালিত কুকুরের গলায় প্রায়ই একটি করিয়া কলার থাকে, সে কলারে কুকুরের নাম ও গৃহের ঠিকানা ক্ষোদিত থাকে। শরৎ দেখিল ইহার গলায় কোন কলার নাই।

শরৎ কুকুরের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল— "What are you going to do, you poor devil? Will you come home with me?" (তুই এখন কি করবি বল দেখি হতভাগা, আমার সঙ্গে বাড়ী যাবি?)

কুকুর তাহার ঠাণ্ডা কালো নাকটি শরতের হস্তে ঘষিয়া, কর্ণ চক্ষু ও লাঙ্গুলের সাহায্যে উত্তর করিল—"সেই হলেই ত ভাল হয়।"

শরৎ তখন পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া, বেশ করিয়া কুকুরটির গা মুছিয়া দিল। তাহার পর সেই কৃষ্ণের জীবকে তুলিয়া লইয়া, নিজ ওভারকোটের বৃহৎ পকেটের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, আবার হন্ হন্ করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

১২ নং মন্মাউথ্ রোডে শরৎকুমার বাস করিত। ল্যাণ্ড-লেডির নিকট হইতে একটি বসিবার এবং একটি শয়ন করিবার ঘর সে বন্দোবস্ত লইয়াছিল।

কুকুর পকেটে করিয়া বাসার দ্বারে পৌঁছিয়া শরৎ দেখিল, ল্যাচ্-কী নাই। বাহির হইবার সময় তাড়াতাড়িতে চাবিটি লইয়া যাইতে ভুলিয়াছে। সুতরাং দ্বারে আঘাত করিতে হইল। অল্প-ক্ষণ পরে স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়বয়স্কা ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

শরৎকুমার প্রবেশ করিয়া হলে দাঁড়াইয়া টুপী খুলিতেছে, তাহার ল্যাণ্ডলেডি চীৎকার করিয়া উঠিল—

তাহাকে দেখিয়া, চারি পায়ে ভর দিয়া সেই বেঞ্চির উপর দাঁড়াইয়া উঠিল এবং প্রাণপণে লাঙ্গুলটি আন্দোলিত করিতে লাগিল। তাহার ভাবটা যেন—"ওগো, আমার বড় বিপদ। শীতে যে মারা যাইতে বসিয়াছি, আমায় রক্ষা কর।"

শরৎ কুকুরটির নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার মাথায় দুইটি অঙ্গুলির মৃদু আঘাত করিয়া বলিল—"Hello, whose little doggie are you?" (তুমি কার কুকুরটি?)

কুকুর-ছানা তাহার লম্বা জলসিক্ত কাণ দুইটি পশ্চাৎভাগে গুটাইয়া ব্যাকুলনয়নে শরৎকুমারের প্রতি চাহিয়া রহিল। ভাবটা যেন—"ঈশ্বর কি আমার কথা কহিবার ক্ষমতা দিয়াছেন যে উত্তর দিব? যারই কুকুর হই না কেন, এখন আমার প্রাণ ত বাঁচাও!"

কুকুরটির গায়ে বড় বড় লোম। কাণ দুইটির অগ্রভাগ, চক্ষুর চারিধার, পিঠে একস্থান এবং লাঙ্গুলের মূলদেশ কালো —বাকী সমস্ত অংশ শাদা। গাছের পাতা হইতে বরফ ঝরিয়া তাহার গায়ে পড়িয়াছে, গায়ের গরমে সে বরফ গলিয়াছে, জলে কুকুরটি ভিজিয়া বিড়ালটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চক্ষু দুইটি লাল টক্ টক্ করিতেছে। বয়স চারি পাঁচমাসের অধিক হইবে না। দেখিতে বড় সুন্দর।

শরৎকুমার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—যদি কুকুরের মালিককে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পতনশীল তুষারে দৃষ্টিচক্র অবরুদ্ধ। শ্রবণচক্রের মধ্যে যদি কেহ থাকে, এই আশায় শরৎ বার দুই তিন উচ্চস্বরে হাঁকিল—"I say, whose dog is this? Has any one lost a dog?"

কিন্তু কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না।

পালিত কুকুরের গলায় প্রায়ই একটি করিয়া কলার থাকে, সে কলারে কুকুরের নাম ও গৃহের ঠিকানা ক্ষোদিত থাকে। শরৎ দেখিল ইহার গলায় কোন কলার নাই।

শরৎ কুকুরের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল— "What are you going to do, you poor devil? Will you come home with me?" (তুই এখন কি করবি বল দেখি হতভাগা, আমার সঙ্গে বাড়ী যাবি?)

কুকুর তাহার ঠাণ্ডা কালো নাকটি শরতের হস্তে ঘষিয়া, কর্ণ চক্ষু ও লাঙ্গুলের সাহায্যে উত্তর করিল—"সেই হলেই ত ভাল হয়।"

শরৎ তখন পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া, বেশ করিয়া কুকুরটির গা মুছিয়া দিল। তাহার পর সেই কৃষ্ণের জীবকে তুলিয়া লইয়া, নিজ ওভারকোটের বৃহৎ পকেটের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, আবার হন্ হন্ করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

১২ নং মন্মাউথ্ রোডে শরৎকুমার বাস করিত। ল্যাণ্ড-লেডির নিকট হইতে একটি বসিবার এবং একটি শয়ন করিবার ঘর সে বন্দোবস্ত লইয়াছিল।

কুকুর পকেটে করিয়া বাসার দ্বারে পৌঁছিয়া শরৎ দেখিল, ল্যাচ্-কী নাই। বাহির হইবার সময় তাড়াতাড়িতে চাবিটি লইয়া যাইতে ভুলিয়াছে। সুতরাং দ্বারে আঘাত করিতে হইল। অল্প-ক্ষণ পরে স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়বয়স্কা ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

শরৎকুমার প্রবেশ করিয়া হলে দাঁড়াইয়া টুপী খুলিতেছে, তাহার ল্যাণ্ডলেডি চীৎকার করিয়া উঠিল—

"Oh Lud Mr. Bagchi! What's that peeping out of your pocket?" (ও বাগ্‌চী মশায় আপনার পকেট থেকে উঁকি মারছে ওটা কি?)

শরৎ বলিল—"একটা কুকুরছানা"—বলিয়া সেটিকে টানিয়া পকেট হইতে বাহির করিল।

ল্যাণ্ডলেডি শরতের হাত হইতে কুকুরটিকে লইয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিতে লাগিল—"Isn't he a beauty! Isn't he a darling! আচ্ছা মিষ্টার বাগ্‌চী, এটি আপনি কোথায় পাইলেন? My sweetie! My dearie! My popsie wopsie nopsie! এটি আমায় দিবেন মিষ্টার বাগ্‌চী? আহা দেখুন দেখুন, কেমন লাল লাল চোখ দুটি! গায়ের লোমগুলি কি সুন্দর! Oh don't—don't kiss me you naughty naughty naughty boy!" —বলিয়া ল্যাণ্ডলেডি কুকুর-ছানাটিকে টেবিলের উপর নামাইয়া দিল।—সে এই আদরে উৎসাহিত হইয়া তাহার কচি জিহ্বাটি বাহির করিয়া আদরকারিণীর মুখ চাটিয়া দিয়াছিল!

শরৎকুমার দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। কুকুর-ছানার ইতিহাসটুকু আপাততঃ অপ্রকাশ রাখিয়া বলিল—"ও যে ক্ষুধায় মরিতেছে। বাড়ীতে দুধ আছে?"

ল্যাণ্ডলেডি বলিল—"আছে। আপনার ঘরে পাঠাইয়া দিব কি?"

"তাই দাও।"—বলিয়া শরৎকুমার দ্বিতলে নিজ শয়নকক্ষে উঠিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা ৯টার সময় শরৎকুমার প্রাতরাশে বসিয়াছে। দিবালোক অত্যন্ত ক্ষীণ—বাহিরে বিষম কুয়াসা। অগ্নিকুণ্ডে দাউ দাউ করিয়া কয়লার চাঙড় জ্বলিতেছে। আগুনের দিকে পিঠ করিয়া বসিয়া কুকুর-ছানাটি চর্ব্বণরত শরতের মুখের পানে চাহিয়া আছে। গলায় তাহার খানিকটা লাল রেশমী ফিতা বাঁধা। কলার নাই, 'ন্যাড়া ন্যাড়া' দেখায় বলিয়া ল্যাণ্ডলেডি গতকল্য এটি বাঁধিয়া দিয়াছিল। ইতিমধ্যে তাহার নামকরণও হইয়া গিয়াছে—শরৎকুমার তাহার নাম রাখিয়াছে "টৌবি"।

মাঝে মাঝে শরৎ একটু বিস্কুট ভাঙ্গা ফেলিয়া দিতেছে, টৌবি তৎক্ষণাৎ তাহা খাইয়া ফেলিতেছে। প্রাতরাশ শেষ হইলে, খানিকটা শুক্‌না টোষ্টে চায়ের বাকী গরম দুধটুকু ঢালিয়া টৌবিকে দিবে এইরূপ অভিপ্রায়।

প্রাতরাশ যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া শরৎকে সুপ্রভাত অভিবাদন করিল। কুকুরটিকে কোলে উঠাইয়া লইয়া বলিল—"কাল রাত্রে এ ত আপনাকে বেশী বিরক্ত করে নাই মিষ্টার বাগ্‌চী ?"

"না, বিরক্ত করে নাই। উহার শুইবার জন্য তুমি যে পুরাতন কম্বল দিয়াছিলে, তাহাতে কিন্তু ও শোয় নাই। খানিক রাত্রে আমার খাটের কাছে আসিয়া কুঁই কুঁই করিতে লাগিল। আমি আবার উহাকে কম্বলে শোয়াইয়া দিলাম। খানিক পরে আবার আসিয়া কুঁই কুঁই করিতে লাগিল। তখন আমি

বুঝিলাম ছেঁড়া কম্বলে শুইয়া থাকিতে ও রাজি নয়। নিজের বিছানায় তুলিয়া লইলাম—তখন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে লাগিল।"

ল্যাণ্ডলেডি বলিল—"কাগজে আজ বিজ্ঞাপন দিবেন ত ?"

"হাঁ, দিতে হইবে বৈ কি। পরের কুকুর, ক'দিন রাখিব !"

কুকুরটিকে আদর করিতে করিতে ল্যাণ্ডলেডি বলিল—"যাহার কুকুর সে যদি না আসে ত বেশ হয়। খাসা কুকুরটি, এইখানে থাকুক।"

প্রাতরাশ শেষ করিয়া, কুকুরটিকে ল্যাণ্ডলেডির জিম্মায় রাখিয়া শরৎকুমার বাহির হইল। টেম্প্‌লে যাইবার পথে একটি বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে গিয়া তিনদিনের জন্য একটি বিজ্ঞাপন ছাপাইতে দিল।

পরদিন প্রাতে সেই সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত ইংরাজি বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইল :—

কুড়াইয়া পাইয়াছি

একটি কুকুর। কুকুরের বর্ণ, জাতি, নাম, বয়স, সনাক্তের কোনও বিশেষ চিহ্ন, কোথায় হারাইয়াছিল—এই সমস্ত বিবরণ সহিত যাঁহার কুকুর তিনি আবেদন করুন। বাক্স নং ৬০৪৩, কেয়ার অব্‌ ডেলি টেলিগ্রাফ্‌।

তাহার পরদিন সেই সংবাদপত্রের আফিস হইতে এক বাণ্ডিল চিঠি শরৎকুমারের নিকট আসিয়া পৌছিল। লণ্ডন ও সহরতলীর দশ বারোজন কুকুর-হারা রমণী ব্যাকুলতাপূর্ণ পত্র লিখি-

য়াছেন। কোন কোন রমণী পত্র মধ্যে ছয়পেনির টিকিট পাঠাইয়া লিখিয়াছেন—"এই বর্ণনার সহিত যদি মিলে তবে দয়া করিয়া পত্র-পাঠ মাত্র আপনার ঠিকানা তারযোগে আমায় জানাইবেন, আমি গিয়া কুকুরটিকে লইয়া আসিব।—বড় উদ্বিগ্ন রহিলাম"—ইত্যাদি।

পত্রগুলি পড়িয়া শরৎ বুঝিল, এ কুকুর ইহাদের কাহারও নহে। যাহারা তারের মাসুল পাঠাইয়াছিল তাহাদের সেই মর্ম্মে তার করিয়া দিল—বাকী সকলকে পত্র লিখিয়া জানাইল।

পরদিন আরও কয়েকখানি পত্র আসিল। এক রমণী লিভার-পুল হইতে তাঁহার হৃত কুকুরের বর্ণনাদি করিয়া লিখিয়াছেন—কুকুর হারাইবার পরদিন তিনি বাধ্য হইয়া লণ্ডন ছাড়িয়া গিয়াছেন, ফিরিতে এখনও এক সপ্তাহ বিলম্ব আছে।—প্রাপ্ত কুকুরটি যদি তাঁহারই সেই কুকুর হয় তবে এ কয়দিন কুকুরটিকে ভাল করিয়া খাওয়াইবার জন্য পত্রমধ্যে পোষ্ট্যাল নোট পাঠাইয়াছেন। কি কি খাইতে কুকুরটি ভালবাসে এবং কোন কোন দ্রব্য খাইলে তাহার অসুখ করে তাহারও একটি ফর্দ্দ দিয়াছেন। কিন্তু কোন পত্রলেখিকাকেই কুকুরের যথার্থ অধিকারিণী বলিয়া শরতের মনে হইল না। যিনি টাকা পাঠাইয়াছিলেন, শরৎকুমার তাঁহার টাকা ফেরৎ দিল, বাকী সকলকে পত্র লিখিয়া সংবাদ দিল।

আরও দুই তিন দিন এইরূপ পত্র আসিতে লাগিল, কিন্তু কাহার কুকুর কোনও কিনারা হইল না।

ইতিমধ্যে কুকুরটির উপর শরৎকুমারের অত্যন্ত মায়া বসিয়া

গিয়াছিল। আরামের নিশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিল—"যাক্—বাঁচা গেল—কুকুরটি তা হলে আমারই হয়ে গেল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঁচ মাস চলিয়া গিয়াছে। শীত গিয়া বসন্তকাল আসিয়াছে। এখন আর প্রতিদিন সে বৃষ্টি নাই, সে তুষারপাত নাই। দিবাভাগে ঘরে আর আলো জ্বালিতে হয় না। গাছে গাছে নূতন পাতা গজাইতেছে, বাগানে বাগানে ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে। সূর্য্যদেব এখন আর দর্শনদুর্লভ নহেন।

কুকুরটি এ পাঁচ মাসে অল্প একটু বড় হইয়াছে—তবে জাত ছোট, বেশী বাড়িবে না। সে এখন মাংস খাইতে পায়। শিকারী হইয়াছে। রান্নাঘরে গিয়া ঘুপ্‌টি মারিয়া বসিয়া থাকে, নেংটি ইঁদুর বাহির হইলে তাহাকে ধরিতে ছোটে। মাঝে মাঝে এক একটা ধরিয়াও ফেলে। বাগানে রবিন পাখীর ঝাঁক আসিয়া বসিলে টোবি ছুটিয়া যায়। তাহারা কিচিমিচি করিতে করিতে ফর্ ফর্ শব্দে উড়িয়া পলায়।

সেদিন রবিবার ছিল। বেলা দুইটার সময় শরৎকুমার ডিনার শেষ করিয়া, নিজের ঘরে গিয়া বসিল। গৃহস্থ ঘরে ডিনারটা অন্যান্য দিন সন্ধ্যার পরেই খাইতে হয়, কেবল রবিবারে তাহা নহে। রবিবারের বিকাল বেলাটা দাস দাসীদের ছুটি দেওয়া হয়, তাহারা ইচ্ছামত বেড়াইয়া চেড়াইয়া আবার সেই

রাত দশটার সময় গৃহে ফিরে। তাই রবিবারে সন্ধ্যায় আর উনান জ্বলে না ; রাত্রে লোকে ঠাণ্ডা খাবারই খাইয়া থাকে।

বসিবার ঘরে সোফায় হেলান দিয়া পাইপ খাইতে খাইতে ঘুমে শরতের চোখ জড়াইয়া আসিতে লাগিল। টোবি চঞ্চল হইয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, হঠাৎ সে জানালার উপর লাফাইয়া উঠিয়া বাহিরে একটা কিছু দেখিয়া ভেক্ ভেক্ করিয়া ডাকিতে লাগিল। তাহার ডাকে শরৎকুমারের তন্দ্রাটুকু ছুটিয়া গেল। বাহির পানে চাহিয়া দেখিল একজন কাফ্রি যাইতেছে, তাহাকে দেখিয়াই কুকুর ডাকিয়া উঠিয়াছে। বাহিরে বেশ রৌদ্র।

শরৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া রুমালে দুই চোখ মুছিয়া বলিল—"কিরে টোবি, বেড়াতে যাবি ?"—প্রথম দুই চারিদিন টোবির সহিত সে ইংরাজি কহিয়াছিল ; কিন্তু যখন দুইজনে ভাব হইয়া গেল তখন শরৎকুমার বাঙ্গালা ধরিল। মনের কথা কি মাতৃভাষা ভিন্ন কহা যায় ? সুতরাং টোবি এখন বেশ বাঙ্গালা বোঝে।

টোবি লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া এ প্রস্তাব সমর্থন করিল।

শরৎকুমার তখন কাবার্ড খুলিয়া তামাকের টিন বাহির করিয়া পাউচ্‌টি ভরিয়া লইল। একটা নূতন দেশলাই লইল। অর্দ্ধ-পঠিত একখানা উপন্যাস বগলে করিয়া, ছড়ি লইয়া, টোবির সহিত বেড়াইতে বাহির হইল।

বাহির হইয়া শরৎকুমার রীজেন্টস্ পার্কের পথই ধরিল। প্রভুর সহিত পার্কে মাঝে মাঝে টোবি বেড়াইতে গিয়াছে—সেখানে গিয়া খেলা করিতে তাহার বড়ই ভাল লাগে। সে

কিছুদূর মনিবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া, তাহার পর অগ্রবর্ত্তী হইল। কুকুরের উচিত মনিবের পিছু পিছু যাওয়া, ইহাই সুসভ্য-কুকুর-সমাজের দস্তুর বা 'এটিকেট' তাহা টৌবি বিলক্ষণ জানিত, কিন্তু আনন্দের আবেগে সে আজ আর এটিকেট বজায় রাখিতে পারিল না—আগে আগেই চলিল। টৌবি আগে আগে ছুটে, আর মাঝে মাঝে পিছু ফিরিয়া দেখে মনিব আসিতেছে কি না। এইরূপ কয়েক মিনিট চলিয়া উভয়ে রীজেণ্টস্ পার্কে উপনীত হইল।

একে রবিবার, তায় কয়েকদিন পরে আজ রৌদ্র উঠিয়াছে, পার্কে একেবারে মেলা বসিয়া গিয়াছে। সুসজ্জিতবেশা বহু বালিকা কিশোরী ও যুবতীতে স্থানটি পরিপূর্ণ। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি মনের আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। অনেকে বেঞ্চির উপর বসিয়া জটলা করিতেছে, কেহ কেহ বহি পড়িতেছে।

মাঝে মাঝে খানিকটা স্থান ঘিরিয়া ফুলের ক্ষেত। কোথাও ফর্গেট-মি-নট্স্ ফুটিয়া সেখানটা একেবারে নীলে-নীল হইয়া গিয়াছে, কোথাও লালে-লাল হইয়া জিরেনিয়ম ফুটিয়া রহিয়াছে, কোথাও অজস্র সবুজ পাতার মধ্যে প্রিম্‌রোজ বায়ুভরে মৃদু মৃদু দুলিতেছে।

টৌবিকে লইয়া শরৎকুমার প্রথমে খানিক চক্র দিয়া বেড়াইল। সুন্দর কুকুরটি দেখিয়া কোন কোন সাহসী বালক বালিকা তাহাকে ধরিতে আসিল, টৌবি ছুটিয়া ছুটিয়া তাহাদের সহিত খেলা করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণের পর শরৎ সেই বেঞ্চিটার কাছে আসিয়া পৌঁছিল, যেখানে পাঁচমাস পূর্ব্বে টোবিকে সে পাইয়াছিল। বেঞ্চি খালি আছে দেখিয়া শরৎ সেখানে বসিল—কুকুরও লাফাইয়া উঠিয়া তাহার পাশে বসিল।

শরৎ পকেট হইতে পাইপ ও তামাক বাহির করিয়া পাইপটি সাজিল। তাহার সম্মুখে, পথ দিয়া রৌদ্রসেবনরত কত লোক যাইতেছে আসিতেছে। পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া, আরামে সে ধূমপান করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে শরৎ দেখিল একজন সুবেশা বর্ষীয়সী মহিলার সহিত, বারো তেরো বছরের একটি সুন্দরী মেয়ে, মৃদু মৃদু পদ-ক্ষেপে সে দিকে আসিতেছে। নিকটে পৌঁছিয়া, সেই মেয়েটি শরতের কুকুরের পানে একদৃষ্টে চাহিতে চাহিতে গেল। ইহা দেখিয়া শরৎ কিছুই আশ্চর্য্য হইল না, কারণ কুকুরটি দেখিতে ভাল বলিয়া অনেকেই, বিশেষতঃ বালিকারা, তাহার পানে চাহিয়া দেখিত।

ইহাঁরা শরৎকে ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, মেয়েটি বর্ষীয়সীকে কি বলিল। উভয়ে সেখানে দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। কি বলাবলি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুইজনে, কঙ্কর পথ হইতে ঘাসে নামিয়া, ধীরে ধীরে শরতের বেঞ্চির নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন।

বৃদ্ধা শরতের পানে চাহিয়া স্মিতমুখে বলিলেন—"বড় সুন্দর কুকুরটি ত!"

শরৎ তৎক্ষণাৎ টুপি খুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল—

"I'm glad you think so."—(আপনি এরূপ মনে করেন তাহাতে আহ্লাদিত হইলাম)

বৃদ্ধা বলিলেন—"আমরা এখানে একটু বসিতে পারি? কুকুরটিকে একটু আদর করিতে পারি?"

শরৎ বলিল—"Oh certainly. Nothing would give me greater pleasure." (নিশ্চয়। ইহার চেয়ে আর কিছুই আমাকে অধিক আনন্দদান করিবে না)—বলিতে বলিতে শরৎ হস্তস্থিত পাইপটি উবুড় করিয়া বেঞ্চির গায়ে ঠুকিল, খানিকটা আধপোড়া তামাক ঘাসের উপর পড়িয়া ধূমত্যাগ করিতে লাগিল।

মনিবকে দাঁড়াইতে দেখিয়া কুকুরটিও বেঞ্চির উপর দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। মহিলাটি বালিকা সহ বেঞ্চিতে বসিলেন—শরৎও বেঞ্চির প্রান্তভাগে বসিল। বৃদ্ধা কুকুরটিকে কোলে করিয়া লইলেন, মেয়েটি নীরবে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

টোবি বৃদ্ধার কোল হইতে নামিয়া মনিবের কাছে আসিবার জন্য একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রহিলেন। টোবি প্রশ্নপূর্ণ নয়নে শরতের দিকে চাহিতে লাগিল—তাহার ভাবখানা যেন—"কে এরা? আমায় এমন করছে কেন? নামতে দিচ্ছে না যে!—দেব ঘ্যাঁক্ করে এক কামড়? সেটা বোধ হয় একটু অসভ্যতা হবে—না, কি? কিছু বল না কেন?"

মেয়েটি ইতিমধ্যে কুকুরের বামকর্ণ ধরিয়া, তাহার প্রান্তভাগের লোমগুলি সরাইয়া, বলিল—"মা, দেখ।"

মহিলাটি ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিলেন। শরৎও দেখিল, কাণটি সেখানে একটি দুয়ানি পরিমাণ কাটা। লোমে ঢাকা থাকে বলিয়া দেখা যায় না। মহিলাটি কন্যার পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—"ঠিক।"

ব্যাপারটা কি, শরৎ কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল—তবে কি ইহাদেরই কুকুর না কি?

টোবিকে কোল হইতে নামাইয়া মহিলাটি মিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি একজন ভারতবর্ষীয় ছাত্র?"

কুকুরটি হারাইবার আশঙ্কায় শরতের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। সে ঢোক গিলিয়া বলিল—"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

"কি পড়েন আপনি?"

"আইন পড়ি।"

"কোথা? লিন্‌কন্স ইন্? সেখানে আমার একটি ভাইপোও পড়ে।"

"না, আমি গ্রে'জ ইনে পড়ি।"

"বেশ বেশ। কতদিন এ দেশে আছেন?—আপনাকে এ সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি বলিয়া আপনি বিরক্ত হইতেছেন না ত?"

"না না—বিরক্তির কথা কি! আমার সম্বন্ধে আপনি জিজ্ঞাসু হইয়াছেন ইহা ত আমার গৌরবের বিষয়। আমি এ দেশে আঠারো মাসের উপর আছি।"

মহিলাটি কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব রহিলেন। শরৎ ভাবিতে লাগিল, এইবার বোধ হয় কুকুরের কথা জিজ্ঞাসা করিবে!

তাহাই হইল। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, এ কুকুরটির বয়স কত?"

"তাহা ত ঠিক জানি না। বছরখানেকের হইবে বোধ হয়।"

"কুকুরটি বেশ শান্ত! আচ্ছা, এটি কি আপনি কিনিয়াছিলেন? না, কোনও বন্ধু আপনাকে উপহার দিয়াছিলেন?"

শরৎকুমার বুঝিল, এইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। মুহূর্তের জন্য তাহার মনে প্রলোভন হইল—মিথ্যা করিয়া বলি, কিনিয়াছিলাম। আমায় ধরে কে?

কিন্তু সে প্রবৃত্তি তাহার হইল না। সে বলিল—"কুকুরটি আমি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম।"

মেয়েটি এতক্ষণ শরতের সঙ্গে কোনও কথা কহে নাই। এবার আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল—"কোথায় পাইয়াছিলেন?"

শরৎ গম্ভীরভাবে বলিল—"এইখানেই পাইয়াছিলাম। এই বেঞ্চির উপর, পাঁচ মাস হইল, কুকুরটি বসিয়া ছিল। তখন ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বরফ পড়িতেছে। কুকুরটি এই বেঞ্চির উপর বসিয়া ছিল, এ অঞ্চলে জনপ্রাণী কেহ ছিল না। আমি কুকুরটিকে বাড়ী লইয়া গিয়াছিলাম—নহিলে এখানেই সেদিন মরিয়া যাইত।"

শরৎ নীরব হইল। তাহার নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছিল। তাহার মনে হইল সে যেন চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত—আদালতে জবাব দিতেছে। মেয়েটি ও তাহার মাতা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় করিলেন।

শরৎ তখন তাড়াতাড়ি বলিল—"আমি উহাকে বাড়ী লইয়া

গিয়া, আগুনের কাছে রাখিয়া, খাবার দিয়া উহার প্রাণ বাঁচাই-লাম। পরদিন ডেলি টেলিগ্রাফ্ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলাম। তিন দিন উপর্য্যুপরি সে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, অনেক চিঠি পাইয়াছিলাম, কিন্তু যাঁহার কুকুর তাঁহার কোন সন্ধান পাইলাম না।"

শরৎকুমারের মুখ তখন ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা তাহার মুখের পানে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"কুকুরের গলায় কলার ছিল না, নয়?"

শরৎ বলিল—"না। কলারে যদি কুকুরের মালিকের নাম ঠিকানা লেখা থাকিত, তাহা হইলে কাগজে আমার বিজ্ঞাপন দিতে হইত না।"

মেয়েটি বলিল—"কুকুর শিকলে বাঁধা ছিল। কলার একটু ঢিলা ছিল। মাথা গলাইয়া পলায়।"

শরৎ বলিল—"কুকুর কি আপনার?"

মহিলাটি বলিলেন—"হাঁ। আমার কন্যারই এ কুকুর। শুধু চেহারা দেখিয়া আমি বলিতেছি না। যখন কুকুর হারাইয়াছিল, তাহার মাস দুই পূর্ব্বে একটা বিড়াল ইহার বাঁ কাণে কামড়াইয়া দিয়াছিল। সেখানে ঘা হয়। Vet-এর কাছে পাঠাইতে হইয়াছিল, কাণটি সে একটুখানি কাটিয়া দিয়াছিল। এই দেখুন না"—বলিয়া টোবির কাণটি হইতে লোম সরাইয়া সেই দুয়ানি পরিমাণ কাটাটুকু তিনি দেখাইলেন।

বৃদ্ধা আবার বলিলেন—"কুকুর হারাইবার পর Times-এ এক সপ্তাহ কাল আমরা বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, কিন্তু কুকুরের কোন

সন্ধান পাই নাই। তাহার পর কুকুর পাইবার আশা ত্যাগ করিয়া আমরা ফ্রান্সে চলিয়া যাই। এক সপ্তাহ মাত্র আমরা সেখান হইতে ফিরিয়াছি।"

শরৎ বলিল—"আমি Times দেখি নাই।"

বৃদ্ধা বলিলেন—"নিশ্চয়ই আপনি দেখেন নাই। দেখিলে, তখনই আমার কুকুরটি ফিরিয়া পাইতাম। এখন কুকুরটি কি—"

শরৎ বলিল—"নিশ্চয়। আপনাদের কুকুর—আপনারা লউন।"

বৃদ্ধা বলিলেন—"কিন্তু—আপনি—কুকুরটিকে এই পাঁচমাস পুষিয়াছেন, উহার উপর নিশ্চয়ই আপনার মায়া বসিয়া গিয়াছে। এ ক্ষেত্রে, কুকুরটি আপনার নিকট হইতে লওয়া ত আমাদের উচিত হইবে না। কি বলিস ফ্লোরা?"

ফ্লোরা কুকুরটিকে বুকে চাপিয়া ব্যাকুল নয়নে শরতের পানে চাহিয়া রহিল। বলিল—"কুকুরটি ছাড়িতে আপনার কি বড় দুঃখ হইবে মহাশয়? তা যদি না হয় তবে আমায় দিন। ইহাকে আমি বড়ই ভালবাসিতাম—এ পাঁচমাস ধরিয়া ইহার জন্য আমার মন কেমন করিয়াছে।"

বৃদ্ধা বলিলেন—"তা যথার্থ, কুকুর হারাইবার পর দুইদিন ফ্লোরা খায় নাই। সেই অবধি যখন তখন কুকুরটির কথাই বলে। আজ প্রাতেও—"

শরৎ বলিল—"বেশ ত, কুকুর লউন।"

বৃদ্ধা বলিলেন—"কিন্তু ফ্লোরা—সেটা কি উচিত হইবে? এ কুকুর উনি অতদিন পুষিয়াছেন, উনিই রাখুন। আমি তোমাকে ভাল কুকুর কিনিয়া দিব—এর চেয়েও খুব সুন্দর।"

ফ্লোরা চক্ষু ছল ছল করিয়া বলিল—"না মা, অন্য কুকুর আমার চাই না। এই কুকুরই আমার সব চেয়ে ভাল। উনি ত দিতেছেন। ওঁর কিছুই দুঃখ হইবে না বলিতেছেন। নয় মহাশয় ?"

শরৎ বলিল—"তোমার কুকুর তুমি লও।"

বৃদ্ধা তখন শরৎকে মিষ্ট কথায় অনেক ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। নিজের নাম ঠিকানা-যুক্ত একখানি কার্ড বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন। শরতের সঙ্গে কার্ড ছিল না—তাহার নাম ঠিকানা বৃদ্ধা লিখিয়া লইলেন। শেষে বলিলেন—"আপনি এখন কোন কাযে ব্যস্ত আছেন কি ?"

"না।"

"Will you do us a very great favour ?"

(আপনি কি আমাদের উপর খুব একটা অনুগ্রহ করিবেন ?

"I'm at your service." (আমি আপনার আজ্ঞাবহ।)

"আমাদের যদি বাড়ী পৌছাইয়া দেন, তবে বড় উপকৃত হই।"

"বেশ ত। যখন বলিবেন।"

"তবে আসুন। আমার গাড়ী বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।"

ফ্লোরা কুকুরটিকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। তখন সকলে ফটকের দিকে চলিলেন।

মহিলাটিকে হাত ধরিয়া শরৎ মোটর কারে উঠাইয়া দিল। তাহার পর টোবিকে উঠাইয়া দিল, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তে সে তুড়ুক করিয়া লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। দ্বিতীয়বার তাহাকে শরৎ ধরিবামাত্র, সে আঁচড়-পিচড় করিতে লাগিল—কিছুতেই উঠিবে না।

আকুলভাবে শরতের মুখের পানে চাহিয়া যেন বলিতে লাগিল —"কোথায় পাঠাচ্ছ আমায় ?"

বৃদ্ধা—ইহাঁর নাম মিসেস্ কলিন্স—বলিলেন—"মিষ্টার বাগচী আপনি উঠিয়া বসুন দেখি, কুকুর আপনিই উঠিবে।"

শরৎ তখন কারে উঠিল। টোবিও তুড়ুক করিয়া লাফাইয়া পা-দানে উঠিল, পা-দান হইতে ভিতরে উঠিয়া মনিবের পায়ের কাছটিতে বসিয়া রহিল।

মিসেস্ কলিন্স বলিলেন—"পথে একস্থানে এক মিনিটের জন্ম একটু কায আছে।"—বলিয়া চালককে একটা ঠিকানা বলিয়া দিলেন।

গাড়ী ছুটিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল —বাহিরে সাইনবোর্ড রহিয়াছে

Mr. GEORGE RANDALL

Veterinary Surgeon.

অর্দ্ধ মিনিট পরে র‍্যাণ্ডাল আসিয়া টুপী খুলিয়া দাঁড়াইল।

মিসেস্ কলিন্স তাহাকে বলিলেন—"মিষ্টার র‍্যাণ্ডাল, তোমার মনে পড়ে কি, একটি ছোট কুকুর তোমায় চিকিৎসার জন্ম পাঠাইয়াছিলাম ?"

"মনে পড়ে বৈ কি।"

"কবে সে ?"

"বোধ হয় নভেম্বর মাসে।"

মিসেস্ কলিন্স বলিলেন—"কি হইয়াছিল কুকুরটির বল দেখি ?"

"কাণে ঘা হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম, বিড়ালে তাহাকে কামড়াইয়া দিয়াছিল। কাণটি আমি খানিক কাটিয়া দিয়াছিলাম। —এইটিই কি সেই কুকুর ?"

"তোমার কি বিশ্বাস ?"

"আমার বিশ্বাস, এইটিই। ঠিক সেই রকম দেখিতে—তবে এখন একটু বড় হইয়াছে।"

মিসেস্ কলিন্স বলিলেন—"হাঁ মিষ্টার র‍্যাণ্ডাল, এই কুকুরটিই বটে।—আচ্ছা, ধন্যবাদ। গুড্ আফ্টারনুন।"

র‍্যাণ্ডাল পুনর্ব্বার অভিবাদন করিল।

মিসেস্ কলিন্স চালককে হুকুম দিলেন—"বাড়ী।"—মোটর আবার ছুটিল।

শরৎ এতক্ষণ নত মস্তকে বসিয়া ছিল। শরৎ বলিল—"মিসেস্ কলিন্স, ইহার কিছুই প্রয়োজন ছিল না। বলিয়াছিলেন আপনার কুকুর, ইহাই যথেষ্ট ছিল।"

মিসেস্ কলিন্স বলিলেন—"নিশ্চয়—নিশ্চয়। তবে, জানেন, আমরা আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত। সেই জন্যই-

মোটর কার বাড়ী আসিয়া পৌছিল। শরৎ দেখি রীজেন্টস্ পার্কের অতি নিকট—রাস্তার এ পার ওপার

বৃদ্ধা বলিলেন—"আজ আমরা আপনাকে বড়ই কষ্ট মিষ্টার বাগচী। আসুন, একটু চা খাইয়া যান।"

শরৎ প্রথমে আপত্তি করিল। অবশেষে সম্মত হইয়া ইহাঁদের সহিত বাড়ীর মধ্যে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই চা আসিল। টৌবি এতক্ষণ শরতের কাছ

ঘেঁসিয়া ছিল। পরের বাড়ী আসিয়া নূতন লোকের মাঝে পড়িয়া সে ভারি অপ্রতিভ হইয়া রহিয়াছে। বাড়ীতে চা পানের সময় এত যে তাহার লম্ফঝম্ফ—এখানে তাহার কিছুই নাই।

শরৎ মাঝে মাঝে টৌবির পানে চাহিতেছে, আর তাহার বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া উঠিতেছে। যদি সে প্রথমাবধি জানিতে পারিত যে পাঁচ মাস পরে কুকুরটিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তবে তাহার প্রতি এতখানি মায়া জন্মিতে দিত না—যাক, এখন আর গতানুশোচনা করিয়া কি হইবে?

মিসেস্ কলিন্স শরতের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। চা পান শেষ হইলে কন্যাকে তিনি কক্ষান্তরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া আবার অনেক করিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু ফ্লোরা কিছুতেই তাহার দাবী ছাড়ি ... ল না। ইতিমধ্যে চেন ও কলার কিনিবার ... সে দোকানে পাঠাইয়া দিয়াছে।

... আসিবামাত্র ফ্লোরা টৌবির গলা হইতে পুরাতন ...ট খুলিয়া শরতের হাতে দিল। নূতন কলার পরিতে টৌবি আপত্তি করিতে লাগিল, কিন্তু ছোট কুকুর, অত বড় মেয়ের ...ঙ্গে জোরে সে পারিবে কেন? ফ্লোরা তাহার গলায় নূতন চেন ও কলার দিয়া, সোফার পায়ায় তাহাকে বাঁধিল।

শরৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"মিসেস্ কলিন্স, এখন তবে বিদায় লই।"

মিসেস্ কলিন্স বলিলেন—"এখনি যাইবেন?"

টৌবির দিকে শরৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ফ্লোরা আসিয়া তাহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিল—"আপনার দয়া

কথনও আমি ভুলিব না। কুকুরটি লইলাম বলিয়া আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, মিষ্টার বাগচী।”

শরৎ বলিল—“অপরাধ কিসের?”—তাহার ইচ্ছা হইল, কুকুরকে যত্নে রাখিবার জন্য ফ্লোরাকে একটু অনুরোধ জানায়; কিন্তু তাহার বুকটা কেমন করিতে লাগিল, মুখ দিয়া কথা বাহির করিতে পারিল না।

মিসেস্ কলিন্স বলিলেন—“গুড্‌বাই মিষ্টার বাগচী। আপনার সৌজন্যে আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হইলাম। আপনাকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আমার কার অপেক্ষা করিয়া আছে।”

শরৎ বলিল—“ধন্যবাদ। কারে প্রয়োজন নাই, আমি হাঁটিয়াই বাড়ী যাইব। এই কাছেই ত। গুড্‌বাই।”

শরৎ কক্ষের বাহির হইবামাত্র টোবি ঝড়াং ঝড়াং করিয়া চেনে হ্যাঁচকা টান দিতে দিতে উচ্চ চীৎকার আরম্ভ করিল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে শরতের পা কাঁপিতে লাগিল। সিঁড়ির ‘ব্যানিষ্টার’ ধরিয়া কোনও মতে সে নামিতে লাগিল। টোবির ব্যাকুল চীৎকার তাহার কর্ণে যেন গলিত লৌহের মত প্রবেশ করিতেছিল। ত্রিতল হইতে দ্বিতলে, দ্বিতল হইকে একতলে নামিয়া, টুপি ও ছড়ি লইবার জন্য শরৎ হলে গিয়া দাঁড়াইল। টোবির ব্যাকুল ক্রন্দনের স্বর তখনও তাহার কাণে আসিতেছে।

গৃহভৃত্য টুপী ও ছড়িটি তাহার হাতে দিয়া, দ্বার খুলিয়া, তাহাকে অভিবাদন করিল। রাজপথে পৌঁছিয়া, শরৎ দ্রুতবেগে বাসার দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাসায় পৌঁছিয়া, ল্যাচ্-কী দিয়া দরজা খুলিয়া, টুপী ছড়ি হলে ছাড়িয়া শরৎকুমার একবারে দ্বিতলে নিজ শয়ন-কক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। দর্পণে হঠাৎ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভাবিল, "কারু সঙ্গে যে দেখা হয়নি সে ভালই হয়েছে।"—তাহার চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, ছলছল করিতেছে, ওষ্ঠযুগল কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

কোট এবং কামিজের কলার খুলিয়া ফেলিয়া, একটা আরাম চৌকিতে শরৎ এলাইয়া পড়িল। তাহাদের বাড়ীতে সিঁড়ি নামিবার সময় হলে দাঁড়াইয়া টৌবির যে হৃদয়বিদারক ক্রন্দন সে শুনিয়া আসিয়াছিল, তাহাই অবিশ্রান্তভাবে তাহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। খানিকক্ষণ চক্ষু বুজিয়া শরৎকুমার চেয়ারে পড়িয়া রহিল। কল্পনায় দেখিতে পাইল, তাহাদের বাড়ীতে টৌবি বাঁধা রহিয়াছে, বসিয়া হোহোহো করিয়া ক্রমাগত কাঁদিতেছে, কিছুতেই শান্ত হইতেছে না। ভাবিতে ভাবিতে শরতের চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তাড়াতাড়ি শরৎ রুমাল বাহির করিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল—আমি এ কি করিতেছি!—কাঁদিতেছি!—পুরুষ মানুষ হইয়া, দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের মত কাঁদিতেছি!—ছি ছি!—

শরৎ তখন ঝাড়া দিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল। পকেট হইতে পাইপ ও তামাক বাহির করিয়া, জানালার কাছে দাঁড়া-

ইয়া সাজিতে লাগিল। যেন কিছুই হয় নাই, এই ভাবটা মনের ভিতর আঁকড়িয়া ধরিয়া, গুণ্ গুণ্ করিয়া একটা ইংরাজি হাসির গান গাহিতে গাহিতে তালে তালে কার্পেটের উপর পা ঠুকিতে লাগিল।

পাইপ সাজা হইলে, দেশলাইয়ের জন্য কোটের পকেটে হাত দিতেই টোবির কলারটি হাতে ঠেকিল। সেটি বাহির করিয়া ম্যাণ্ট্‌ল্ শেল্‌ফের উপর রাখিতে রাখিতে, আবার তাহার চক্ষু জল-পূর্ণ হইয়া উঠিল। সাজা পাইপটি তখন সে মেঝের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, চেয়ারে বসিয়া পড়িল; দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল।

* * * *

রাত্রি সাড়ে সাতটার সময়, ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া শরতের শয়ন-কক্ষের দ্বারে আঘাত করিয়া বলিল—"মহাশয়, আপনার খাবার লইয়া আসিব কি?"

শরৎ পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, বাসায় আজ খাইবে না;—পরিবেষণ করিবার সময় ল্যাণ্ডলেডি নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিবে টোবি কোথায় গেল, কি হইল, ইত্যাদি। সে সময় যদি নিজকে সামলাইতে না পারে?—ল্যাণ্ডলেডির সাক্ষাতে—সে বড় লজ্জা। কাল তখন যাহা হয় হইবে। তাই শরৎ উত্তর করিল—"না মিসেস্ জোন্স—আমি এখনই বাহিরে যাইতেছি, বাড়ীতে খাইব না।"

ল্যাণ্ডলেডি মনে করিল, বোধ হয় বাহিরে কোথাও নিমন্ত্রণ

আছে। খাবারটা বাঁচিয়া গেল—সে খুসীই হইল। জিজ্ঞাসা করিল—"টোবির জন্য কিছু খাবার রাখিব কি ?"

"না, প্রয়োজন হইবে না।"

ল্যাণ্ডলেডি মনে করিল, টোবিও তবে মনিবের সঙ্গে যাইবে, সেইখানে খাইয়া আসিবে। পূর্ব্বে এরূপ মাঝে মাঝে হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—"অপনার ফিরিতে কত রাত্রি হইবে মহাশয় ?"

"এগারোটা।"

"আচ্ছা, তবে দরজায় তালাবন্ধ করিব না, হলে মোমবাতি জ্বালিয়া রাখিব।"

"ধন্যবাদ, মিসেস্ জোন্স।"

মুখ হাত ধুইয়া শরৎকুমার বাহির হইল। ভাবিল, যাই, হাইড্‌পার্কে গিয়া বসিয়া থাকি। সেই দিকের একখানা অমনিবস যাইতেছিল, শরৎ লাফাইয়া তাহাতেই আরোহণ করিল। রীজে-ণ্টস্ পার্কের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার কি মনে হইল, অম্‌নিবস্ হইতে সে নামিয়া পড়িল। মিসেস্ কলিন্সের বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল।

সে বাড়ীর সম্মুখে পৌঁছিয়া, রাস্তার অপর পার হইতে, ত্রিতলে যে ঘরটিতে সে বসিয়া চা পান করিয়াছিল, সেই ঘরটির পানে চাহিয়া রহিল। খোলা জানালা দিয়া আলোক বাহির হইতেছে, কে পিয়ানো বাজাইতেছে, সে শব্দ আসিতেছে। টোবির কান্নার শব্দ আসিতেছে না।

শরৎ ভাবিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া এতক্ষণে বোধ হয় চুপ্ করি-

য়াছে। চিরদিন কি আর কেহ কাঁদে? মানুষেই কাঁদে না, তা কুকুর!

শরৎ ধীরে ধীরে গৃহদ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। দ্বারলগ্ন বিদ্যুতের বোতামটি টিপিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে একজন দাসী বাহির হইয়া আসিল।

শরৎ জিজ্ঞাসা করিল—"এ বাড়ীতে একটি নূতন কুকুর আজ আসিয়াছে, জান ত?"

দাসী বলিল—"জানি।"

"সেটি—পূর্ব্বে—আমার কাছেই ছিল। আমিই বিকালে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম—"

দাসী বাধা দিয়া বলিল—"জানি মহাশয়! আপনাকে দেখিয়াছি। আমিই চা আনিয়াছিলাম।"

"ওঃ—তুমি? আচ্ছা, দেখ—আমি চলিয়া যাইবার সময় কুকুরটি বড়ই কাঁদিতে লাগিল। এখন আর কাঁদিতেছে না ত?"

"না, এখন আর কাঁদিতেছে না। আপনি চলিয়া যাওয়ার পর অনেকক্ষণ কাঁদিয়াছিল। মিস ফ্লোরা তাহাকে কত আদর করিতে লাগিলেন, কেক্, বিস্কুট এ সব খাইতে দিলেন, কিছুই খাইল না। খানিক পরে চুপ করিল বটে—কিন্তু মাঝে মাঝে এখনও এক একবার হোউ হোউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।"

কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া শরৎ জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কিছু খাইয়াছে কি?"

"তাহা ত আমি জানি না মহাশয়। তবে মিস্ ফ্লোরা রান্নাঘরে আসিয়া খানিকটা কোল্ড ফাউল আর খানিকটা রাইস্ পুডিং

এই কতক্ষণ হইল লইয়া গিয়াছেন।—আপনি কি ভিতরে আসি-বেন? গৃহিণী ঠাকুরাণীকে সংবাদ দিব?"

শরৎ তাড়াতাড়ি বলিল—"না—না—এখন আমি ভিতরে যাইব না। আমি অন্য কাযে যাইতেছি। গুড্ নাইট।"

"গুড্ নাইট মহাশয়"—বলিয়া দাসী দ্বার রুদ্ধ করিল। শরৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরপদে একটি ফটক পার হইয়া রীজেণ্টস্ পার্কের ভিতরেই প্রবেশ করিল। এ সময় হাইড্ পার্কে যেরূপ জনতা, এখানে সেরূপ নহে। তবে আলোও জ্বলিতেছে, এখানে ওখানে লোকজনও বেড়াইতেছে। শরৎ খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই বেঞ্চিতে গিয়া বসিল। বসিয়া ভাবিল—"আশ্চর্য্য! এখানেই তাকে পেয়েছিলাম, এখানেই হারালাম।"—রুমাল বাহির করিয়া শরৎ চক্ষু মুছিল।

বসিয়া বসিয়া কত কথাই সে ভাবিতে লাগিল। এই পাঁচ মাস কুকুরটি কবে কি করিয়াছিল, সমস্ত একে একে তাহার স্মরণ হইতে লাগিল। প্রতিদিন যখন সে প্রাতরাশের পর বাহির হইত, টোবিও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে চাহিত। জোর করিয়া তাহাকে ভিতরে পুরিয়া দরজা টানিয়া দিতে হইত। প্রতিদিন বিকালে যখন সে বাড়ী ফিরিত, দ্বার খুলিয়াই দেখিত, হলে টোবি চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া আছে। সে প্রবেশ করিবামাত্র টোবির কি আনন্দ—কি লম্ফঝম্ফ! ঠিক পাগলের মত ব্যব-হার করিত। চায়ের সময় বসিয়া বসিয়া বিস্কুট খাইত। প্রথমে শরৎ টোবির জন্য সস্তা দামে কুকুর-বিস্কুট কিনিয়া আনিয়া-ছিল। তাহার পর শুনিল, বিস্কুটের কারখানায় দিনান্তে ঘর

ঝাঁট দিয়া যে সকল টুকরা ও গুঁড়াগাঁড়া জমা হয়, তাহা দিয়াই কুকুর-বিস্কুট প্রস্তুত হয়। সেই কথা শুনিয়া আর সে টৌবির জন্য কুকুর-বিস্কুট কিনিত না—অধিক মূল্য দিয়া, মানুষ যে বিস্কুট খায়, তাহাই কিনিত। ডিনারের সময় টেবিলের নীচে টৌবি চুপ করিয়া তাহার পায়ের কাছটিতে বসিয়া থাকিত,—তাহার আহার শেষ হইবামাত্র কি রকম করিয়া জানিতে পারিত, বাহির হইয়া দাঁড়াইয়া লেজ নাড়িতে থাকিত। শরৎ তখন টৌবির খাবারের প্লেট নামাইয়া দিত—টৌবি খাইত। রোষ্ট ফাউল তাহার একটি প্রিয় খাদ্য ছিল। দাসী বলিয়াছে, ফ্লোরা তাহার জন্য রান্নাঘর হইতে ফাউল লইয়া গিয়াছে—কিন্তু টৌবি খাইবে কি? সন্দেহ। একদিনের কথা মনে পড়িল, তখন মাসখানেক টৌবি আসিয়াছে। শরতের বাহিরে ডিনারে নিমন্ত্রণ ছিল। রাত্রি দশটার সময় যখন বাড়ী ফিরিল, ল্যাণ্ডলেডি তাহাকে বলিল—"মহাশয়, আপনার কুকুরটি অদ্ভুত। আমরা খাইয়া, প্লেট ভরিয়া খাবার আনিয়া টৌবিকে দিলাম, সে স্পর্শও করিল না। খালি বাড়ীময় আপনাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। শেষে আপনার বসিবার ঘরে, খাবারশুদ্ধ তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি, এখন যদি খাইয়া থাকে ত বলিতে পারি না।" —শরৎ বসিবার ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র টৌবি মহা লম্ফ-ঝম্ফ করিতে লাগিল। শুধু লম্ফঝম্ফ নয়—উল্লাসে চীৎকার করিতে করিতে লম্ফঝম্ফ—যেন বলিতেছে—"কোথায় গিয়েছিলে বল দেখিন!—আমি ত মনে করেছিলাম—আমায় চিরদিনের জন্যে ফেলে চলে গেছ—আর তোমায় দেখ্‌তে পাব

না।”—উত্তেজনা কতকটা প্রশমিত হইলে, তখন টোবি আহারে মন দিল; পূর্ব্বে তাহা স্পর্শও করে নাই।—শরৎ আবার অশ্রু-মোচন করিল।

ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, রাত্রি প্রায় ১১টা বাজে। ১১টার সময় ফটক বন্ধ করিয়া দিবে। শরৎ উঠিল।

বাড়ী গিয়া সে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। ঘুম কি আর আসিতে চায়? প্রায় সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্ করিয়া, শেষে ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন বেলা ৮টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইলে অভ্যাসমত গৃহকোণস্থিত টোবির শুইবার টুক্‌রীটির দিকে তাহার চক্ষু গেল। সেটি আজ শূন্য! অন্যদিন দেখে, টোবি তাহার মধ্যে গুটিসুটি হইয়া ঘুমাইতেছে। শরৎ ডাকে—“টোবি—টোবি—ট্যাব্।”—টোবি অমনি ছুটিয়া পালঙ্কের নিকটে আসে, আগের পা দুটি বিছানার ধারে তুলিয়া দিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে থাকে, শরৎ তাহাকে একটু আদর করে। আজ আর আদর লইতে আসি-বার কেহ নাই।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শরৎ শয্যা ত্যাগ করিল। মুখ হাত ধুইয়া, পোষাক পরিতে আরম্ভ করিল। কোটটিতে স্থানে স্থানে টোবির শাদা রোঁয়া লাগিয়া রহিয়াছে। প্রত্যহ প্রাতে বুরুষ দিয়া সেই রোঁয়াগুলি ঝাড়িয়া কোটটি শরৎ গায়ে দেয়। আজও রোঁয়া ঝাড়িতে লাগিল। ঝাড়িতে ঝাড়িতে তাহার মনে হইল—“আজই শেষ—কাল থেকে আর কারু রোঁয়া কোট থেকে ঝাড়তে হবে না।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সারাদিন শরৎকুমারের যে কেমন করিয়া কাটিল, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। টেম্‌প্লে গিয়া আইনের লেক্‌চার শোনা, লাইব্রেরিতে গিয়া পাঠ, কমন-রুমে গিয়া বিশ্রাম,—প্রতিদিনের নির্দ্দিষ্ট সকল কর্ম্মগুলিই যন্ত্রচালিত মত সে করিয়া গেল। যখন বাড়ী ফিরিবার সময় হইল, তখন মনে হইল, আজ ত দ্বারটি খুলিবামাত্র টোবি আমার গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না!—তাই বাড়ী যাইতে তাহার প্রাণ চাহিল না, একটা রেষ্টোরাঁয় চা পান করিয়া হাইড্‌ পার্কে বেড়াইতে গেল।

সেখানে পৌঁছিয়া, একখানা বেঞ্চিতে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। ঘণ্টা খানেক থাকিয়া বড়ই বিরক্তি বোধ হইল। একবার ভাবিল বাড়ী যাই,—কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই, গিয়া ডিনার খাইয়া সকালে সকালে শুইয়া পড়ি। কিন্তু তাহাও ভাল লাগিল না। আজ ত খাইবার সময় টোবি আসিয়া তাহার পায়ের কাছটি ঘেঁসিয়া বসিয়া থাকিবে না!

ধীরে ধীরে শরৎকুমার হাইড পার্ক হইতে বাহির হইল। তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। দেওয়ালে থিয়েটরের একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া তাহার মনে হইল, থিয়েটরে যাই, ঘণ্টা তিনেক ভুলিয়া থাকিব; তাহার পর কোনও রেষ্টোরাঁয় কিছু খাইয়া, বাড়ী গিয়া শয়ন করিব।

আটটার সময় শরৎকুমার এক থিয়েটারে গিয়া পৌঁছিল। অর্দ্ধঘণ্টা পরে অভিনয় আরম্ভ হইল। শরৎ বসিয়া দেখিতে

লাগিল—কিন্তু কি অভিনয় হইতেছে ভাল বুঝিতেই পারিল না। দেহ তাহার থিয়েটরে, মন যে আকাশ পাতাল ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে! খানিক শোনে, আবার অন্যমনা হইয়া যায়; আবার যখন শুনিতে আরম্ভ করে, তখন পূর্ব্বের কথা কিছুই স্মরণ নাই।

প্রায় দেড়ঘণ্টা কাল এইরূপে কাটিলে, বিরক্ত হইয়া শরৎ-কুমার বাহির হইয়া পড়িল। তখন ক্ষুধাটা বেশ অনুভব করিল। আহার করিবার জন্য নিকটস্থ একটা রেস্টোরাঁর দ্বার পর্য্যন্ত গেল—গিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে বলিল—"আমি ত খেতে যাচ্ছি—কিন্তু টোবি!—সে কি খেয়েছে?"

তখন সে স্থির করিল, যাই, কল্যকার মত গিয়া দাসীটার কাছে একবার সন্ধান লই।—তৎক্ষণাৎ অম্‌নিবসে আরোহণ করিয়া, রাত্রি সাড়ে দশটার সময় সে মিসেস্ কলিন্সের বাড়ী গিয়া পৌঁছিল।

আবার সেই দ্বারস্থ বিদ্যুতের বোতামটি টিপিল; আবার একজন দাসী বাহির হইয়া আসিল,—কিন্তু এ গত কল্যকার সে দাসী নহে, অন্য রমণী।

শরৎ তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিল—"আমি সেই কুকুরটির কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম।"

দাসী জিজ্ঞাসা করিল—"কোন কুকুর?"

"সেই যে কুকুরটি কাল আমার সঙ্গে আসিয়াছিল?"

"কি হইয়াছে মেরী"—বলিতে বলিতে মিসেস্ কলিন্স অগ্রসর হইয়া আসিলেন। শরৎকে দেখিয়া বলিলেন—"মিষ্টার

বাগ্‌চী!—গুড্‌ ইভ্‌নিং। আসুন আসুন। বাহিরে দাঁড়াইয়া কেন?"

"গুড্‌ ইভ্‌নিং"—বলিয়া শরৎ প্রবেশ করিল। মিসেস্‌ কলিন্সের সহিত করমর্দ্দন করিতে করিতে বলিল—"ক্ষমা করিবেন, এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কুকুরটি কেমন আছে, সেইটুকু শুধু দাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাইবার অভিপ্রায় ছিল।"

মিসেস্‌ কলিন্স বলিলেন—"উপরে আসুন। অনেক কথা আছে"—বলিয়া তিনি অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন।

অনেক কথা কি আছে শরৎ কিছুই আন্দাজ করিতে পারিল না। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিঁড়ি উঠিয়া, একটি কক্ষে প্রবেশ করিল।

মিসেস্‌ কলিন্স একটি সোফায় বসিয়া, নিকটস্থ একটি চেয়ারে শরৎকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

শরৎ বসিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে মিসেস্‌ কলিন্স বলিলেন—"আমাদের দ্বারা বড়ই অন্যায় হইয়া গিয়াছে, মিষ্টার বাগচী। কি বলিয়া আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না।"

শরৎ শঙ্কিত ভাবে বলিল—"কেন? কি হইয়াছে? টৌবি কি—"

"পলাইয়া গিয়াছে।"

"কখন?"

"আজ বৈকালে পাঁচটার সময়। আমরা কেহই বাড়ী

ছিলাম না। ফ্লোরাকে লইয়া আমি সেণ্ট জেমসেস্ হলে কন্‌সার্ট শুনিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, কুকুরটি নাই। চেনটা যেমন বাঁধা ছিল, তেমনি বাঁধা রহিয়াছে, কিন্তু আধখানা ছেঁড়া।"

শরৎ বলিয়া উঠিল—"তবে বোধ হয় আমার বাসাতেই গিয়াছে!"—বলিয়াই সে অনুশোচনায় মরিয়া গেল। ভাবিল, ছি, ছি—কেন ওকথা বলিলাম? যদি গিয়া থাকে, গিয়াইছে; এখনি আবার তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক সঙ্গে দিবে হয়ত!

কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহার সে ভাব নিবৃত্ত হইল। মিসেস্ কলিন্স বলিলেন—"না মিষ্টার বাগচী, আপনার বাসায় যায় নাই। আমি তিনবার আপনার বাসায় লোক পাঠাইয়াছিলাম।"

শরৎ বলিল—"তবে কোথায় গেল?"

মিসেস্ কলিন্স কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া, শেষে বলিলেন —"আমার বোধ হয় কুকুরটি আর জীবিত নাই।"

শরৎ রুদ্ধশ্বাসে বলিল—"জীবিত নাই! বলেন কি! কি করিয়া জানিলেন?"

"বলিতেছি। কুকুরটি খুঁজিবার জন্য শুধু যে আপনার বাসায় লোক পাঠাইয়াছিলাম, তাহা নয়। পথে চারিদিকে খবর লইবার জন্যও লোক নিযুক্ত করিয়াছিলাম। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ আন্দাজ ছয়টার সময়, এজোয়ার রোডের মোড়ে একটি শাদাকালো কুকুর যাইতেছিল। নিকটস্থ একটা কসাইয়ের দোকান হইতে দুইটা বড় বড় কুকুর ছুটিয়া

আসিয়া তাহাকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলে। সম্মুখের দোকানের লোকেরা বাঁচাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সফল হয় নাই। কুকুরটি রক্তাক্ত কলেবরে মরিয়া সেখানে পড়িয়া ছিল—পুলিস আসিয়া, তাহার গলায় কোন কলার না দেখিয়া, কাহার কুকুর কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, মিউনিসিপ্যালিটির লোক ডাকিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছে।"

শরৎকুমারের বাক্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বাম হস্তে কপাল চাপিয়া ধরিয়া, মুখ নীচু করিয়া সে বসিয়া রহিল।

মিসেস কলিন্স বলিলেন—"আপনি এ সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইবেন বুঝিয়াও আপনাকে জানানই কর্ত্তব্য মনে করিলাম। আমারই দোষে এটি ঘটিল। আমার উচিত ছিল, কল্যই ফ্লোরাকে নিবারণ করা—কুকুরটি তাহাকে লইতে না দেওয়া। কিন্তু তাহা আমি পারি নাই। কুকুরটি কল্য রাত্রে কিছুই খায় নাই—অদ্য দিনের বেলাও ফ্লোরা তাহার মুখের কাছে প্লেট ভরিয়া নানাবিধ খাদ্য আনিয়া ধরিয়াছিল, তাহা সে স্পর্শও করে নাই। তখনও আমি বলিয়াছিলাম—ফ্লোরা, কুকুরটি না খাইয়া মরিয়া যাইবে, যাহার কুকুর তাহাকে ফিরিয়া দিয়া আয়।—ফ্লোরা কাঁদিতে লাগিল। বলিল—'না মা, কতক্ষণ আর না খাইয়া থাকিবে—ক্ষুধা অসহ্য হইলে খাইবেই। কুকুরটি আমি দিব না।'—তাহার চোখের জল দেখিয়া আবার আমার দুর্ব্বলতা আসিল। কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইলাম।"

মিসেস্ কলিন্স চুপ করিলেন। শরৎ যেমন বসিয়াছিল, তেমনি রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মিসেস্ কলিন্স আবার বলিলেন

—"যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহার ত আর চারা নাই। আপনি আমায় ক্ষমা করিতে পারিবেন কি না আমি খুব সন্দেহ করি।—কিন্তু জানিবেন, আমি এ জন্য বড়ই দুঃখ ও লজ্জা অনুভব করিতেছি। আমাদের কুকুরটিকে আপনি পাঁচমাস প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাহার খোরাকী স্বরূপ আপনাকে টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়া আপনাকে অপমান করিব না। তবে যদি আপনি অনুমতি করেন, আপনার দানস্বরূপ পাঁচগিনি আমি 'ডগ্‌স্ হোম'-এর সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দিই।"

শরৎ এতক্ষণে মাথা তুলিল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।"

মিসেস্ কলিন্স বলিলেন "রাত্রি হইয়াছে, আমি আপনাকে বিলম্ব করাইব না মিষ্টার বাগচী। গুড্ নাইট্।"

শরৎ দাঁড়াইয়া উঠিল। "গুড্ নাইট্ মিসেস্ কলিন্স"—বলিয়া, মাতালের মত টলিতে টলিতে সে বিদায় গ্রহণ করিল।

দশ মিনিটের পথ হাঁটিয়া আসিতে শরৎকুমারের আধঘণ্টা লাগিয়া গেল। পা আর চলে না। একস্থানে ত সে পড়িয়া যাইবার মত হইয়াছিল; নিকটে একটা বাড়ীর রেলিং ছিল, তাহাই ধরিয়া সে সামলাইয়া লইল।

বাসায় পৌছিয়া, হলে টুপি ও ছড়ি রাখিয়া, মোমবাতিটি হাতে করিয়া শরৎ উপরে গেল। শয়ন কক্ষের দ্বার খুলিয়া—এ কি!

এ কি স্বপ্ন না সত্য!

টোবি অক্ষতদেহে ঘরের মাঝখানে শুইয়া রহিয়াছে। শরৎকে দেখিয়া সে কষ্টে তাহার কাছে আসিয়া, লেজ নাড়িতে লাগিল। দুই দিনের অনাহারে লম্ফঝম্ফ করিবার শক্তি আর তাহার নাই!

"ট্যাব্—ট্যাব্—আমার ট্যাব্!"—বলিতে বলিতে বিস্ময়ে আনন্দে দিশাহারা হইয়া শরৎ তাহাকে বুকে তুলিয়া লইল। তখনও তাহার গলায় সেই আধখানা চেন ঝুলিতেছে।

কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া শরৎ ল্যাণ্ডলেডিকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। ড্রেসিং গাউনের উপর একটা উলের শাল জড়াইয়া,ল্যাণ্ডলেডি উপর হইতে নামিয়া আসিল—বলিতে বলিতে আসিল—"Are you happy now, Mr. Bagchi?" (বাগচী মশায়, এখন খুসী হয়েছেন ত?)

শরৎ বলিল—"ব্যাপারটা কি বল দেখি মিসেস্ জোন্স।"

মিসেস জোন্স তর্জ্জনী হেলাইতে হেলাইতে বলিল—"একবার নহে—দুইবার নহে—তিনবার মিষ্টার বাগচী—তিনবার আমায় মিথ্যা কথা বলিতে হইয়াছে। সাড়ে পাঁচটার সময় বাহিরে যাইব বলিয়া যাই দরজাটি খুলিয়াছি, দেখি টোবি বাহিরে বসিয়া আছে, গলায় আধখানা শিকল। আমাকে দেখিয়া আহ্লাদে লেজ নাড়িতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, চেন ছিঁড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে। কতবার আপনার সঙ্গে রীজেণ্টস্ পার্কে গিয়াছে ত! পথ চেনে। আমি উহাকে রান্না ঘরে লইয়া গেলাম। এক বাটি দুধ দিলাম,চক্ চক্ করিয়া খানিকটা খাইয়া, আর খাইল না। প্লেট ভরিয়া মাংস দিলাম তাহাও ছুঁইল না। রান্নাঘরেই

উহাকে রাখিলাম। জানিতাম, এখনি উহাদের লোক খুঁজিতে আসিবে। হইলও তাই। একবার কি মহাশয়, তিন তিনবার আসিয়াছিল। তিনবার আমায় মিথ্যা করিয়া বলিতে হইয়াছে—কৈ কুকুর ত এখানে আসে নাই!"

শরৎ হাসিতে হাসিতে বলিল—"কেন মিসেস্ জোন্স, তুমি মিথ্যা কথা বলিলে কেন?"

"আপনার অবস্থাটা আমি কি বুঝিতে পারি নাই মহাশয়? আজ প্রাতে আপনার মুখ দেখিয়াই সে আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কেন? উহাদের কুকুর কিসের? এক পাউণ্ড বা দুই পাউণ্ড দিয়া কিনিয়াছিল বলিয়াই উহাদের কুকুর?—ইঃ! টাকাই সব? ভালবাসা কি কিছুই নয়?"

শরৎ বলিল—"তাহা হইলে তোমার মত এই যে, টাকা দিয়া প্রাণ কেনা যায় না, ভালবাসা দিয়াই কেনা যায়!"

"নহে ত কি! তাহা আমার মত—এবং যতদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, ঈশ্বর করুন, ততদিন ঐ মতই আমার যেন থাকে।"

"তাই যেন থাকে। এখন বল দেখি, ঘরে কিছু খাবার টাবার আছে?"

"কেন, আপনি কি খাইয়া আসেন নাই?"

"না।"

"My goodness!—সারা দিন উপবাস করিয়া আছেন?—আচ্ছা আমি খাবার আনিতেছি।"—বলিয়া মিসেস্ জোন্স নামিয়া রান্নাঘরে গেল।

খানিক পরে ঠাণ্ডামাংস, আচার (pickles) এবং রুটি মাখন ও পনির আনিয়া দিল।

শরৎ টেবিলে, টোবি মেঝের উপর—এক সঙ্গেই আহারে প্রবৃত্ত হইল। খাইতে খাইতে, মিসেস্ কলিন্সের বাটী যাওয়া প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারই শরৎ ল্যাণ্ডলেডিকে বলিল।

ল্যাণ্ডলেডি বলিল—"তা, আপনি ও কথা শুনিয়া এত চিন্তিত হইয়াছিলেন কেন? টোবি চেন ছিঁড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে, উহার গলায় চেনও আছে কলারও আছে। যে কুকুর মারা গিয়াছে তাহার গলায় কলার ছিল না শুনিয়াই ত আপনার বোঝা উচিত ছিল, সে অন্য কাহারও কুকুর। শাদা-কালো কুকুর কি লণ্ডনে এই একটিমাত্র বাস করে মহাশয়?"

শরৎ বলিল—"ঠিক বলিয়াছ মিসেস্ জোন্স! ওটা আমার এতক্ষণ খেয়ালই হয় নাই।"

সেদিন অবধি শরৎ টোবিকে আর রীজেন্টস্ পার্কে বেড়াইতে লইয়া যায় নাই। হাইডপার্কে গিয়াছে, কেন্‌সিংটন পার্কে, কিউ বাগানে কুকুরকে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছে—কিন্তু রীজেন্টস্ পার্কের মাটী আর মাড়ায় নাই।

অদ্বৈতবাদ

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ

খুব সমারোহের সহিত দর্ম্মাহাটার মাখন সুর মহাশয়ের আদ্য-শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। হইবে না কেন?—দুইটি উপযুক্ত পুত্র রহিয়াছে, টাকা কড়িও যথেষ্ট। ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের পশ্চিমধারে "সুর এণ্ড কোং" সাইনবোর্ড লেখা সেই প্রসিদ্ধ কাঠের আড়ত-খানি এই মাখন সুরেরই সম্পত্তি। ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া সুর মহাশয় সামান্য মূলধনে সামান্য ভাবে এই আড়ত-খানির পত্তন করেন। কমলা সদয়নেত্রে চাহিলেন—বৎসরের পর বৎসর মাখন ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিলেন। আরম্ভে, মাসিক ১২৲ ভাড়ায় একখানি 'খোলার বাড়ী' লইয়া তিনি সপরিবারে বাস করিতেন;—এখন দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীটে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা।

সুর মহাশয়ের পুত্রদ্বয়ের নাম অদ্বৈতচরণ ও নিতাইচরণ। জ্যেষ্ঠ অদ্বৈতচরণের বয়স এখন একত্রিশ বৎসর। রঙটি তাহার মিশ মিশে কালো, দাড়ি গোঁফ্ কামানো, চক্ষু দুইটি ছোট ছোট, তবে দাঁতগুলি বেশ বড় বড় বটে। অদ্বৈত ভারি চালাক চতুর, ব্যবসায়-বুদ্ধিটা খুব; লোকে বলে, বাপের ব্যবসা যদি রাখিতে পারে তবে অদ্বৈতই পারিবে—নিতাইটা কোন কর্ম্মের নয়। অথচ নিতাই লেখা পড়া জানে, কলেজে পড়িতেছে; অদ্বৈত

ইংরাজির এ-বি-ও জানে না। বাঙ্গালা লেখাপড়া—অর্থাৎ শিশু-বোধক, ধারাপাত, শুভঙ্করী—এই শিখিতে শিখিতেই অদ্বৈত অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল। জ্যেষ্ঠপুত্রকে তখন উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া পিতা তাহার বিবাহ দিলেন এবং দোকানে কায শিখাইতে লাগিলেন। নিতাই তখন সাত বছরের ছেলে। কি ভাবিয়া বলা যায় না, তাহাকে সুর মহাশয় ইংরাজি ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। দোকানের খরিদ্দারগণ মাঝে মাঝে তাঁহাকে ইংরাজিতে পত্রাদি লেখিত। সে সকল পত্র অন্য কাহারও কাছে গিয়া পড়াইয়া আসিতে হইত, জবাব লিখিবার জন্য ইহার উহার তাহার খোসামোদ করিতে হইত; তাই রাগ করিয়া বোধ হয় সুর মহাশয় নিতাইকে ইংরাজি পড়িতে দিয়াছিলেন। তাহার বয়স এখন কুড়ি বৎসর। বি-এ পড়িতেছে—কিন্তু হইলে কি হয়, ব্যবসায়-বুদ্ধি তাহার কিছুই নাই। নিতাই নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক। তাহার রঙটি দাদার মত অত কালো নহে; চোখ দুটি বড় বড়, কিন্তু দেহটি কিঞ্চিৎ কৃশ। তিন বৎসর হইল তাহারও বিবাহ হইয়াছে—এখনও সন্তানাদি হয় নাই। অদ্বৈত-চরণের দুইটি ছেলে, তিনটি মেয়ে।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়া গেল। গ্রাম হইতে এই উপলক্ষে আত্মীয় কুটুম্ব যাহারা আসিয়াছিল, তাহারাও কালীঘাট, চিড়িয়াখানা, থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখা শেষ করিয়া একে একে বাড়ী ফিরিল। অদ্বৈত, নিতাইকে নিভৃতে পাইয়া বলিল—"এতদিন বাবা বেঁচে ছিলেন, আমরা দুই ভাই পর্ব্বতের আড়ালে ছিলাম। কোন ভাবনা ছিল না, চিন্তে ছিল না, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে

খেয়েছি। এখন তাঁর স্বর্গবাস হল। এখন কারবারটি সম্বন্ধে কি রকম ব্যবস্থা করা যায় বল দেখি?"

নিতাই তাহার চশমাবদ্ধ চক্ষু দুইটি দাদার পানে তুলিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

অদ্বৈত বলিল—"এ বিষয়ে তুমি কিছু ভেবেছ?"

নিতাই পূর্ব্ববৎ কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"আজ্ঞে?"

"কারবারটি সম্বন্ধে কি রকম বন্দোবস্ত করা যাবে, এইবার একটা ঠিক করতে হয় ত। পৈত্রিক সম্পত্তি—আমরা দু ভাই—আমার আট আনা, তোমার আট আনা।"

নিতাই এবার চক্ষু নত করিল। বলিল—"ওঃ!"

অদ্বৈত বলিল—"দোকান আমার একার নয়,—তোমার আমার দুজনেরই। কি ভাবে দোকান চালান হবে, সেইটে একটা ঠিক কর।"

নিতাই বলিল—"আমি ত ও সব বিষয় কিছু জানিনে দাদা। আপনি যা ভাল বোঝেন—"

অদ্বৈত তাহার নেড়া মাথার পশ্চাদ্ভাগে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"দোকানটি, ধর, যেমন চল্‌ছিল সেইভাবেই চল্‌বে ত? আর না হয়, তুমি যদি আলাদা হয়ে কারবার চালাতে চাও—তাও হতে পারে। পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোককে ডেকে বাড়ীখানা, আর দোকানে যা আছে, দুজনকে তাঁরা ভাগ বাটরা করে দিতে পারেন। ভবিষ্যতে কোন রকম গোলমাল না হয়, এই আর কি।"

নিতাই বলিল—"দাদা, ও কথা আমায় কেন বলছেন? আপনি ত জানেন, বিষয়-বুদ্ধি আমার কম!—আমি ও সব কিছু জানিও না, বুঝিও নে। ও সব সম্বন্ধে আপনি যা ভাল বোঝেন, তাই করুন।"

অদ্বৈত কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। শেষে বলিল—"তা বেশ। যেমন আমরা আছি, সেই রকমই থাকি। ভেন্ন হওয়া ত ভাল নয়, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দুই হিসেবেই খারাপ। তবে বুঝলে কি না ভাই, একে কলিকাল, তার উপর তুমি ইংরিজি পড়েছ। গোড়া বেঁধে কায করা ভাল। আমার উপরেই তুমি যখন ভার দিচ্ছ, আমার যা মৎলব তা তোমায় বলি শোন।"

নিতাই নিরুপায় ভাবে দাদার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার ভাবটা যেন—"এই সব বাজে কথা আমায় না শুনাইয়া যখন ছাড়িবেই না, তখন বল, শুনিতেই হইবে।"

অদ্বৈত বলিল—"আমি বলি যে, ব্যবসা যেমন চলছে তেমনি চলুক। বাবা যেমন গদীর কাযকর্ম্ম সব নিজে দেখতেন, আমাকেও সেইরকম দেখতে হবে। আমার খাটুনী খুব বাড়বে —তা আর করছি কি?—তার পর, দোকানের খরচ আর হ্যায্য সংসার খরচ বাদে যেটা মুনফা হবে, সেইটে আধাআধি বখরা করে, আমার হিস্সা আমার নামে তোমার হিস্সা তোমার নামে খাতায় জমা করা থাকবে। কি বল?"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া পলায়ন চেষ্টায় নিতাই উঠিয়া দাঁড়াইল। অদ্বৈত বলিল—"বস বস। আরও কথা আছে, শোন।"

নিতাই নিতান্ত নিরুপায় ভাবে আবার বসিয়া পড়িল।

অদ্বৈত বলিল—"মুনফার টাকা, ধর, তোমার হিস্যা আমার হিস্যা খাতায় জমা হল। তার পর সে টাকাটা"—বলিয়া অদ্বৈত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, টাকাটার গতি কি হইবে, তাহাই বোধ হয় ভাবিতে লাগিল। ক্ষণপরে বলিল—"সে টাকাটার সমস্তই কি আমরা তুলে নেব? না—তার কিছু অংশ ব্যবসাতেই আবার ফেলব? তোমার মত কি?"

"যেটা ভাল হয়—"

"আমার মত, কিছু টাকা, শতকরা পঞ্চাশ টাকা অন্ততঃ বছর কতক এখন ব্যবসাতেই ফেলা যাক্। বাবা যখন আরম্ভ করেছিলেন, তখন ক'খানাই বা দোকান ছিল!—এখন দেখ, গঙ্গার ধারটা কাঠের আড়তে আড়তে ছেয়ে গেছে। কারবারটা একটু ফলাও না করলে শেষে আমরা দাঁড়াতে পারব না—মালপত্তর কিছু বেশী রাখা দরকার।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া নিতাই উঠিল। ধীরে ধীরে দাদার ঘর হইতে বাহির হইয়া, বাকী পথ দ্রুতপদে অতিক্রম করিয়া তেতালায় সে নিজের পড়িবার ঘরে উপনীত হইল। দ্বার একবারে বন্ধ করিয়া দিয়া, জানালার কাছে একখানা চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া হাঁফাইতে লাগিল। একে ব্যবসার প্রসঙ্গ, তার আবার শুষ্কং কাষ্ঠং! বখরা আর হিস্যা আর মুনফা!—দাদার যেমন কাণ্ড!—নিতাইয়ের শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল আর কি!

খোলা জানালা দিয়া রবিকরোজ্জ্বল নীল আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, নিতাই ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল।

তাহার পর উঠিয়া, টেবিলের উপর হইতে একখানি বহি আনিয়া মৃদুস্বরে পড়িতে লাগিল—

আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়
হিসেব নেইক পুষ্পে পাতায়
ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিতাই নিজের পড়াশুনা লইয়া ব্যস্ত রহিল, অদ্বৈত দোকানের উন্নতি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

প্রথমে অদ্বৈত দোকানের গদীকে "আপিসে" পরিণত করিল। দুই খানা ভাঙ্গা নড়বড়ে অনুচ্চ চৌকি যোড়া দিয়া তাহার উপর ছিন্ন মলিন মাদুর বিছাইয়া কর্ম্মচারীরা বসিয়া খাতা পত্র লিখিত, অদ্বৈত সেখানে টেবিল চেয়ারের বন্দোবস্ত করিয়া দিল। দোকানে ঘড়ি ছিল না, রাধাবাজার হইতে ২১৷৷০ মূল্যে অদ্বৈত এক দেওয়ালঘড়ি কিনিয়া আনিল। ঘরে তৈয়ারী বাঙ্গালা কালির পরিবর্ত্তে ইংরাজি কালি, খাগড়ার কলমের পরিবর্ত্তে ইষ্টিল পেন এবং কালি শুকাইবার জন্য নেকড়ার পুঁটুলির পরিবর্ত্তে ব্লটিং কাগজ আমদানী হইল।—তাগাদা প্রভৃতি কার্য্যে নানাস্থানে যাইতে হয়, সবস্থানে ট্র্যামেরও সুবিধা নাই, সময় নষ্ট হয়, তাই অদ্বৈত একদিন কুকের বাড়ীর নিলামে ১৫০৲ দিয়া একখানা ভাঙ্গা আফিস গাড়ী খরিদ করিয়া ফেলিল।

সেটা সারাইয়া রঙ করাইয়া চাকায় রবার বসাইতে আরও ৩৫০৲ ব্যয় হইয়া গেল। ঘোড়াও কেনা হইল।—মাখন সুর কিন্তু চিরটা কাল হাঁটিয়াই কলিকাতা সহর দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইয়াছে—পাঁচটা পয়সা খরচ হইবে বলিয়া সহজে ট্র্যামে উঠিত না।

দোকানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈত আত্মোন্নতি কার্য্যেও অবহেলা করে নাই। পৈতৃক আমলে ৪২ ইঞ্চি বহরের লাট্টু-মার্কা ধুতি এবং চাঁদনির পিরাণ, তাহার অঙ্গাবরণ ছিল। সে সকল ব্যবস্থা বদলাইয়া গেল। শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গার ধুতি, ভাল ভাল কামিজ, কোট, উত্তম উড়ানি, যোড়া যোড়া বিলাতী জুতা—সর্ব্বদাই খরিদ হইতে লাগিল। কাঁচা পয়সা হাতে পাইয়া আরও দুই একটা বিষয়ে অদ্বৈত দ্রুত উন্নতিলাভ করিল—তাহা আর প্রকাশ করিব না—তবে এই মাত্র বলিতে পারি, সঙ্গীতকলার সহিত তাহার যোগ আছে।

পিতার আমলে এক আধ দিন মাঝে মাঝে নিতাই দোকানে গিয়া বসিত, এখন তাহাও করে না। সর্ব্বদাই নিজের পড়াশুনা লইয়াই ব্যস্ত থাকে। অদ্বৈত মাসে মাসে নিয়মিত ভাবে হাত খরচের জন্য ত্রিশটি করিয়া টাকা আনিয়া দেয়, তাহাতেই তাহার কলেজের বেতন, বস্ত্রাদি ও বহি কেনার ব্যয় সংকুলান হইয়া যায়। তবে তাহার স্ত্রী গোলাপকামিনী মাঝে মাঝে তাহাকে 'ইহা চাই' 'উহা চাই' বলিয়া বিরক্ত করে। ঐ ত্রিশ টাকার মধ্যেই যতদূর হয়, গোলাপকামিনীর কামনাও সে পূর্ণ করিতে চেষ্টা করে। অক্ষম হইলে, দিন কয়েক অন্তঃপুরে না গিয়া বহির্ব্বাটীতেই শয়ন করিয়া থাকে।

মাসের পর মাস কাটিল, বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া গেল। নিতাই বি-এ এবং ক্রমে এম-এ পাশ করিল।

ইতিমধ্যে নিতাইয়ের দুইটি সন্তান হইয়াছে। ছেলেদের দুধ প্রভৃতি সংসার হইতেই সরবরাহ হয়, কিন্তু তাহাদের পোষাকী কাপড় জুতা প্রভৃতি দ্রব্য নিতাইকেই কিনিতে হয়—অথচ ঐ ৩০৲ মাত্র সম্বল। তাই সে এখন আর ইচ্ছামত পুস্তকাদি কিনিতে পারে না—প্রায়ই ইম্পীরিয়ল লাইব্রেরিতে গিয়া, সারাদিন বসিয়া পড়ে।

আষাঢ় মাস। বিকালের দিকে আকাশে খুব মেঘ করিয়া উঠিল। ইম্পীরিয়ল লাইব্রেরির পাঠাগারে বসিয়া যাহারা পড়িতে-ছিল, তাহারা বহি গুটাইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া গেল। তাহাদের দেখাদেখি নিতাইও উঠিল; যে বহিখানি পড়িতেছিল, তাহার জন্য রসিদ লিখিয়া দিয়া, বহিখানি হাতে করিয়া নিতাই বাহির হইল। লাইব্রেরিতে তাহার টাকা জমা ছিল।

বাহিরে আসিয়া নিতাই দেখিল, পশ্চিম দিকটা একেবারে কালো চিক্কণ মেঘে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে; ঘন ঘন বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হইতেছে। মোড়ে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, ভাবিল গাড়ী করি। তখন মনে হইল, তহবিলে তাহার টাকা নাই, ভাড়া দিবে কোথা হইতে? সুতরাং ফুটপাত ধরিয়া পদব্রজেই সে গৃহাভিমুখে চলিল। প্রত্যহই সে পদব্রজে আসিত, পদব্রজেই যাইত;—ট্রামের পয়সা বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে নহে,—এই যাতায়াতই সারাদিন-রাত্রির মধ্যে তাহার একমাত্র ব্যায়াম—এটুকু না হইলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। ক্যানিং ষ্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে ঝড় আরম্ভ

হইল। কয়েকদিন বৃষ্টি বন্ধ থাকায় রাস্তায় খুব ধূলা জমিয়াছিল, সেই ধূলা উড়িয়া চারিদিক একবারে অন্ধকার হইয়া উঠিল। নিতাই সাবধানে পথ চলিতে লাগিল।

এইরূপে কষ্টে ক্রমে হ্যারিসন রোডের মোড় অবধি পৌঁছিলে, প্রবলবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। নিতাইয়ের ছাতা ছিল না, ছাতা থাকিলেও সেই ঝড়ে কোনও ফল হইত না। বহিখানা ভিজিয়া নষ্ট হইয়া যায়, এই চিন্তাতেই নিতাই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সে দাঁড়াইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি কোটটি খুলিয়া, তাহারই মধ্যে বহিখানি বেশ করিয়া জড়াইল। তাহার উপর চাদরখানি জড়াইল। পুঁটুলিটি বগলে করিয়া ভিজিতে ভিজিতে নিতাই পথ চলিতে লাগিল।

সে যখন গৃহে পৌঁছিল, তখন ঝড়ের বেগ কতকটা কম, কিন্তু বৃষ্টি সমানই পড়িতেছে। দ্বিতলে একবারে নিজের শয়ন ঘরে গিয়া পৌঁছিল।

গোলাপকামিনী মেঝের উপর বসিয়া পাণ সাজিতেছিল, স্বামীকে সেই অবস্থায় দেখিয়া, উঠিয়া আসিয়া বলিল—"ও আমার পোড়া কপাল!—এ কি কাণ্ড!"

"ভিজে গেছি"—বলিয়া নিতাই বহিখানির বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিতে লাগিল।

গোলাপ বলিল—"ছাতা নিয়ে যাওনি ?"

"না। ছাতা ত আমার নেই।"

"কেন, ছাতা কি হল ?"

"হারিয়ে গেছে।—আর, যে ঝড়, ছাতা থাকলেই বা কি হত? এ বৃষ্টি কি ছাতায় আটকায়?"

"যেখানে রোজ পড়তে যাও, সেইখান থেকেই আসছ ত?"

"হ্যাঁ।"

"সেখানে ঠিকে গাড়ী পাওয়া যায় না? এই দুর্য্যোগে, এক-খানা গাড়ী ভাড়া করে আসতে হয় না? একটা কি দেড়টা টাকাই না হয় লাগত!"

নিতাই ভিজা বহিখানির প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"টাকা ত আর নেই। এ মাসের টাকা ত সব খরচ হয়ে গেছে। একখানা শুক্‌নো কাপড় বের করে দাও পরি, বড্ড শীত করছে।"

গোলাপকামিনী তখন ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া, আলনা হইতে একখানা তোয়ালে লইয়া স্বামীর দেহ মুছাইয়া দিতে লাগিল। মুছাইতে মুছাইতে বলিল—"নিজের বুদ্ধির দোষে কষ্ট পাও। যার বাপের এত টাকা, তার একটি টাকা যোটেনা বৃষ্টির দিনে গাড়ীভাড়া করে বাড়ী আসতে? তোমার দাদা যে গাড়ী ঘোড়া হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছেন, এত নবাবী করছেন, সে কার টাকায়? বাপের টাকায় নয়? আর তোমার বরাদ্দ মাসে ত্রিশটি করে টাকা? কেন তুমি নিজের পাওনা গণ্ডা বুঝে নাও না? ব্যবসাতে যা লাভ হয়, অর্দ্ধেক ত তোমার। এই পাঁচ বচ্ছর, তোমার হিস্যের টাকা সব গেল কোথা শুনি? তুমি ত নিজেই গাড়ী ঘোড়া কিনতে পার। তুমি মাসে মাসে ত্রিশটি করে টাকা নেবে কেন? কেন তুমি নেবে? কেন তুমি দাদাকে বলনা,

মাসে মাসে আমায় একশো কি দুশো টাকা দাও—এ পাঁচ বছরে আমার ভাগে টাকা যা জমেছে—আমায় মিটিয়ে দাও। লোকের পরিবার কত ভাল ভাল গয়না পরে, কাপড় পরে—আমাকে তুমি কি দিয়েছ? তোমার নিজের কাপড় চোপড়ের কি দুর্দ্দশা দেখ দেখি! তোমার নিজের এক ছটাক বুদ্ধি নেই, তুমি বুঝবে না, আমার কথাও শুনবে না। তোমার ব্যভার দেখে দেখে আমি যে আর সহ্য করতে পারিনে—আমার যে মাথামুড় খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে!"—বলিতে বলিতে গোলাপকামিনী কাঁদিয়া ফেলিল।

শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া, একটি ফ্ল্যানেলের জামা গায়ে দিয়া, নিতাই আরাম বোধ করিল। গোলাপ তাহাকে জলখাবার আনিয়া দিল; খাইয়া, পাঠগৃহে পলায়ন করিবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু গোলাপ তাহাকে জোর করিয়া বসাইল।

একঘণ্টা কাল স্ত্রীর অনেক উপদেশ অনুনয় বিনয় শ্রবণ করিয়া নিতাই প্রতিশ্রুত হইল, কল্য প্রভাতেই দাদাকে গিয়া সে বলিবে যে এখন হইতে হাত খরচের জন্য মাসিক একশত টাকা করিয়া তাহার প্রয়োজন; এবং গত পাঁচ বৎসরে তাহার ভাগে যে টাকাটা জমিয়াছে, তাহাও দাদার কাছে চাহিয়া লইয়া, গোলাপের নামে কোম্পানির কাগজ কিনিয়া আনিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে নিতাই তাহার পাঠের ঘরে বসিয়া বিষণ্ণ মুখে ভাবিতেছে, ওসব কথা দাদাকে গিয়া কি করিয়াই বা বলা যায়!—অথচ না বলিলেও উপায় নাই। গোলাপ বলিয়াছে, সাত দিন সে অপেক্ষা করিবে, দেখিবে তাহার পরামর্শ মত কার্য্য হয় কি না; হয় উত্তম,—না হয়, ছেলে পিলে লইয়া সে বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবে—এত কষ্ট সহ্য করা তাহার পোষাইবে না।

কিন্তু নিতাইকে আর দাদার খোঁজে যাইতে হইল না,—অদ্বৈত নিজেই আসিয়া নিতাইয়ের ঘরে প্রবেশ করিল।

অদ্বৈত বলিল—"নিতাই, বিশেষ ব্যস্ত আছ কি?"

"আজ্ঞে না।"

"ভারি বিপদে পড়েছি নিতাই।"

নিতাই শঙ্কিত হইয়া বলিল—"কেন দাদা, কি হয়েছে?"

অদ্বৈত একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল—"ব্যবসাটি ত আর রাখা যায় না। কাঠের বাজার এমন মন্দা পড়েছে যে সে আর কহতব্য নয়। ক'বছর ত ক্রমাগত লোকসানই দিচ্ছি। দেনায় দেনায় মাথার চুল অবধি বিকিয়ে যাবার যো হয়েছে।"

নিতাই ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া দাদার পানে চাহিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল—দাদার কাছে টাকা চাহিবার এই উপযুক্ত অবসর বটে!

অদ্বৈত বলিল—"এক মাড়োয়ারীর কাছে হুণ্ডিতে পাঁচ

হাজার টাকা ধার নিয়েছিলাম—সুদে আসলে সাত হাজারে দাঁড়িয়েছে। শোধ করতে পারিনি—বেটা নালিশ করে দিয়েছে। ডিক্রী হলেই দোকানখানি ক্রোক করবে—নীলেমে চড়াবে—বাজারে ক্রেডিট্ নষ্ট হয়ে যাবে—সর্ব্বনাশ হবে। তাই ভাই তোমাকে না জিজ্ঞাসা করেই, বাড়ীখানি বন্ধক রেখে দশ হাজার টাকা এক জায়গায় ধার নেবার বন্দোবস্ত করেছি। আপাততঃ ঐ টাকাগুলো ফেলে দিয়ে মান ইজ্জৎ ত বজায় রাখি—পরে ক্রমে ক্রমে টাকা শোধ করে বাড়ীখানি উদ্ধার করে নিলেই হবে। এ বিষয়ে তুমি কি বল ?"

অদ্বৈতের চক্ষু দুইটি ছল ছল করিতে লাগিল। দেখিয়া নিতাইয়ের বড় দুঃখ হইল। সে বলিল—"তা, যা ভাল বোঝেন তাই করুন দাদা ; আমি আর কি বলব ?"

"তাহলে তোমার অমত নেই ত ? বাঁচালে ভাই। আমি জানি তুমি সে রকম নও, তাই সাহস করে তোমায় না জিজ্ঞাসা করেই বন্দোবস্ত করে ফেলেছি। দশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। মাড়োয়ারীর সাত হাজার—আরও খুচরো-খানি হাজার তিনেক টাকা দেনা আছে—সেগুলো সব ঐ টাকা থেকে শোধ করে, নিশ্চিন্ত হতে পারি। তুমি কি আজ লাইব্রেরিতে যাবে ?"

"আজ্ঞে হঁ্যা।"

"তুমি বারোটার সময় যাও ত ? আজ একটু সকাল সকাল খেয়ে নিও। এগারোটার সময় আমার সঙ্গে গাড়ীতেই বেরিও। এটর্ণি আপিসে গিয়ে বন্ধকী দলিল খানাতে সই করে, অমনি সেই

গাড়ীতে রেজিষ্ট্রি আপিসে গিয়ে দলিলখানা রেজিষ্ট্রি করাতে হবে। বোধ হয় একটা দেড়টার মধ্যেই সব কায হয়ে যাবে। আমি বরং তোমায় লাইব্রেরিতে নামিয়ে দিয়ে আসব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাড়ী বন্ধক দিয়া টাকা ধার করার পর নিতাই একদিন দাদাকে বলিল যে মাসে ত্রিশ টাকায় তাহার সঙ্কুলান হয় না, বড় টানাটানি হয়।

অদ্বৈত বলিল—"সে তুমি কি বলবে ভাই, আমি কি দেখতে পাচ্ছিনে? এখন ঈশ্বর ইচ্ছেয় তোমার ছেলে পিলে হয়েছে—খরচ বেড়েছে—সবই বুঝি। এক সময় মনে করেছিলাম, ছেলে পিলে হলে তোমার হাতখরচের টাকা মাসে ১০০৲ করে দেব। কিন্তু ভগবান যে বাদ সাধলেন! কারবারের যা অবস্থা, খরচ বাড়াব কি, খরচ কমাবার চেষ্টাতেই মুখে রক্ত উঠে মরি। তা এক কায কর, এ মাস থেকে তুমি মাসে ৫০৲ করে নিও। ভগবান যদি আবার দিন দেন, তখন—"

পঞ্চাশ টাকার কথা শুনিয়া গোলাপকামিনী প্রথমে মাথা নাড়া দিয়াছিল—কিন্তু নিতাই তাহাকে বুঝাইয়া বলিল যে কারবারের যেরূপ অবস্থা, টাকার যেরূপ টানাটানি—তাহাতে ইহাই এখন যথেষ্ট।

গোলাপ মাথা নাড়িয়া বলিল—"কারবারের ভারি খোঁজ তুমি রাখ কি না!"

নিতাই বলিল—"কারবারের অবস্থা যদি ভাল হবে তবে দাদা ও কথা বলবেন কেন?"

গোলাপ ঠোঁট উল্‌টাইয়া বলিল—"দাদা বলেছেন, তাই এক-বারে বেদ বাক্যি!—গা জ্বালা করে কথা শুনলে!"

আরও এক বৎসর কাটিল।

ভাদ্রমাস। অনেকদিন বৃষ্টি বন্ধ হইয়া অত্যন্ত গুমট করিয়াছে। রাত্রে গোলাপ শয্যায় শুইয়া এপাশ ওপাশ করিতেছিল, তাহার নিদ্রা আসিতেছিল না। নিতাই নিমন্ত্রণে গিয়াছিল, রাত্রি বারোটার সময় সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। শয়ন কক্ষে গিয়া স্ত্রীকে জাগরিত দেখিয়া বলিল—"তুমিও যে জেগে রয়েছ দেখছি। আমি ভেবেছিলাম, এত রাত্রি হয়েছে, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, বাড়ীতে গিয়ে হয়ত কত ডাকাডাকি করতে হবে।"

গোলাপ বলিল—"যে গরম, ঘুম হচ্ছে না। তোমায় কে দোর খুলে দিলে?"

"আমি কড়া নাড়তেই, দাদা নিজে গিয়ে খুলে দিলেন। দেখলাম, নীচের ঘরে বাতি জ্বলছে—দোকানের ছুজন মুহুরী রয়েছে—কি সব হিসেব পত্র লেখা হচ্ছে।—দাদাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন, কাযের ভীড়ে দিনের বেলা খাতা লেখার স্থবিধে হয় না, তায় পুজো এসে পড়ল, পুজোর দেনা পাওনার হিসেব পত্র তৈরি হচ্ছে।"

স্বামীর আগমনে গোলাপ শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছিল। মুখ বাঁকাইয়া বলিল—"ইঃ—পূজোর হিসেব তৈরি হচ্ছে!"

নিতাই শয্যাপ্রান্তে বসিয়া স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিল—"কেন, কি হচ্ছে তবে?"

"হচ্ছে একটা মজা।"

"কি? কি?"

"কদিন থেকেই ত রাত্রে ঐ নীচের ঘরে খিল বন্ধ করে 'পূজোর হিসেব' তৈরি হচ্ছে। ও—রে আমার পূজোর-হিসেব-করুণীরে!"

নিতাই বিস্মিত হইয়া বলিল—"পূজোর হিসেব নয়? তবে কি হচ্ছে তুমি জান?"

"জানি।"

"কি?"

"খুব সাবধান। কাউকে যদি না বল তা হলে বলি তোমায়।"

"আচ্ছা, কাউকে আমি বলব না।"

গোলাপ চুপি চুপি বলিল—"খাতা বদলানো হচ্ছে।"

"বদলানো হচ্ছে কেন?"

গোলাপ চক্ষু ঘুরাইয়া নাক ফুলাইয়া বলিল—"আজুলী! খাতা বদ্‌লানো হয় কেন? কোনও একটা মোকদ্দমা টোকদ্দমা হবে, তার জন্যে আর কি। এইটুকু বুদ্ধিতে আসে না, এম্-এ পাস করেছিলে কেন?"

নিতাই চিন্তিত হইয়া বলিল—"মোকদ্দমা! কি মোকদ্দমা

আবার! আমি ত বুঝতে পারছিনে। খাতা বদলানো হচ্ছে, তাই বা তুমি জানলে কি করে?"

"জানলাম কি করে শুন্‌বে? শোন তবে বলি।"—বলিয়া গোলাপ বালিসের নিম্ন হইতে পাণের ডিবা বাহির করিয়া দুইটা পাণ মুখে দিয়া বলিল—"দোক্তার কৌটোটা আবার ফেল্লাম কোথা! হ্যাঁ, ঐ যে রয়েছে আর্সির কাছে। এনে দাও না গা, আমি আর উঠ্‌তে পারিনে।"

নিতাই বিছানা হইতে নামিয়া কৌটা আনিয়া দিল। গোলাপ একটু দোক্তা লইয়া মুখে দিয়া বলিল—"আমি জানলাম কি করে শুন্‌বে? পর্শু, বুঝেছ, অনেক রাত্রে উঠে আমি বাইরে গিয়েছিলাম, দেখলাম নীচের ঐ জানালার ফাঁক দিয়ে আলো বেরুচ্ছে, মানুষ কথা কইছে। 'এ সময় ওখানে কে কি করে?'—এই ভেবে পা টিপে টিপে পা টিপে টিপে চোরটির মতন নীচে নেমে গেলাম। আস্তে আস্তে জানালাটির কাছে গিয়ে ফুটো দিয়ে দেখলাম, বট্‌ঠাকুর বসে গুড়গুড়িতে তামাক খাচ্ছেন, মুহুরী দুজন খাতা লিখছে। কথাবার্ত্তা শুনে বুঝলাম, আড়তে যে সব মাল নেই, কোন কালে ছিল না, সেই সব মাল মজুদ আছে বলে লেখা হচ্ছে। বট্‌ঠাকুর বল্লেন—দেখ দেখি বর্ষ্মার শেগুন কত টাকার হল? একজন বল্লে—ঠিক দিয়ে আট হাজার টাকা হয় কি না সন্দেহ। বট্‌ঠাকুর বল্লেন—আট হাজারই যখন করলে, তখন একটুর জন্যে আর কেন? দশ হাজারই দাঁড় করাও।"

নিতাই শয়ন করিয়া যতক্ষণ জাগিয়া রহিল, মনে কেবলই

ভাবিতে লাগিল, "এ সব যে জাল জুচ্চুরী ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে ! দাদার মৎলবটা কি ?"

পরদিন প্রাতে দাদাকে নিতাই বলিল—"দাদা, এ মাসের টাকাটা আজ আমায় পাঠিয়ে দেন ত ভাল হয়। হকারের দোকানে একসেট ভাল এডিশন গিবন্স হিষ্ট্রী আছে, ২৫৲ চেয়েছে, সেইটে আজ কিনে আনব।"

অদ্বৈত বলিল—"আচ্ছা, টাকাটা পাঠিয়ে দেব এখন।"

সারাদিন নিতাই টাকার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল, কিন্তু টাকা আসিল না। হকার বলিয়াছিল, আজ সারাদিন বইগুলি সে রাখিবে, অন্য কাহাকেও সে বিক্রয় করিবে না। আজ যদি নিতাই সেগুলি না কিনিয়া লয়, কল্য যে খরিদ্দার সে পাইবে তাহাকেই বেচিয়া ফেলিবে।

সন্ধ্যার পর নিতাই ভাবিল, যাই আড়তে গিয়া টাকা লইয়া আসি, কাল তখন প্রাতে উঠিয়াই হকারের দোকানে গিয়া বহি-গুলি কিনিয়া ফেলিব ; আজ রাত্রে বাড়ী আসিবার সময় দাদা যদি টাকা আনিতে ভুলিয়া যান তবে কল্য বেলা ১২টার পূর্ব্বে আর টাকা পাওয়া যাইবে না, বহিগুলি হাতছাড়া হইয়া যাইবে।

গোলাপ বলিল—"এমন সময় বেরুচ্ছ কোথা ?"

নিতাই বলিল—"আড়তে যাচ্ছি, টাকা আন্‌তে।"

"কখন ফিরবে ?"

"আধ ঘণ্টার মধ্যেই।"

"ওগো, বেরুচ্ছ যখন, একটা কায করবে ?"

"কি ?"

"চার আনা পয়সা নিয়ে যাও, দু' ছড়া বেলফুলের মালা কিনে নিয়ে এস"—বলিয়া গোলাপ স্বামীর হাতে একটা সিকি দিল।

কুমুয়ের-নিকট-ছেঁড়া কোটটি গায়ে দিয়া, চটিজুতা পায়ে দিয়া, ছড়ি হস্তে ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে নিতাই আড়তের দিকে অগ্রসর হইল। ষ্ট্র্যাণ্ডের মোড়ে গ্যাস পোষ্টের নিকট দাঁড়াইয়া এক-ব্যক্তি একগোছা বেলফুলের মালা বেচিতেছিল, তাহার নিকট যাইতে ফুলের সৌরভ পাইয়া নিতাই ভাবিল, ফিরিবার সময় দুই-গাছি এই মালা গোলাপের জন্য সে কিনিয়া লইয়া যাইবে।

আড়তে পৌঁছিয়া নিতাই দেখিল, চাকর চাকর সকলেই চলিয়া গিয়াছে, কেবল আপিস ঘরে টিম্ টিম্ করিয়া একটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে, আর তাহার দাদা গালে হাত দিয়া টেবিলের নিকট একাকী বসিয়া আছেন।

নিতাই ডাকিল—"দাদা।"

স্বর শুনিয়া অদ্বৈত হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। বলিয়া উঠিল—"কে, নিতাই? এত রাত্রে কি?"

নিতাই বলি—"দাদা, সেই টাকাগুলো ত আজ—"

অদ্বৈত বলিল—"আচ্ছা, সে আমি বাড়ী যাবার সময় নিয়ে যাব এখন।"

নিতাই বলিল—"যদি ভুল হয়ে যায়, তা হলে কিন্তু—"

অদ্বৈত বিরক্ত হইয়া বলিল—"আঃ—ভুল হবে কেন? টাকা আজ রাত্রেই পাবে—পাবে। এখন বাড়ী যাও।"

দাদার ভাবভঙ্গি দেখিয়া নিতাই একটু আশ্চর্য্য হইল।

"আচ্ছা তা হলে যাই"—বলিয়া আপিসঘর হইতে সে বাহির হইল।

অদ্বৈত ডাকিয়া বলিল—"ওহে শোন। একটা কথা শোন।"

নিতাই পুনঃপ্রবেশ করিয়া বলিল—"আজ্ঞে ?"

"বাড়ী গিয়ে, আমার জন্যে এক কলসী জল গরম করতে বোলো ত। গিয়েই আমি চান করব।"

নিতাই বলিল—"এত রাত্রে স্নান করবেন !"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—চান করব।"

"আপনার শরীর ভাল আছে ত ?"

"বেশ আছে—বেশ আছে—চট্ করে বাড়ী যাও।"

এই সময় দোকানের একজন কর্ম্মচারী খালি গায়ে একটা কেরোসিনের টিন হাতে করিয়া আপিস-ঘরে প্রবেশ করিল। নিতাইকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া সে ব্যক্তি বলিল—"কে, ছোট বাবু ?"

নিতাই বলিল—"এত রাত্রে তেল কিনতে গিয়েছিলে না কি ?"

সে বলিল—"আজ্ঞে না। কতকগুলো কাঠে উই লেগেছিল, তাই সে গুলোতে খানিক খানিক কেরাচিন ছড়িয়ে দিয়ে এলাম।" —বলিয়া সে ব্যক্তি অদ্বৈত বাবুর পানে চাহিয়া রহিল।

অদ্বৈত বলিল—"নিতাই তুমি যাও চট্ করে, দেরী কোরো না।"

নিতাই বাড়ী আসিয়া পৌছিল। গোলাপ বলিল—"আমার মালা কৈ ?"

নিতাই বলিল—"ঐ যাঃ—ভুলে গেছি।"

আহারাদি করিয়া নিতাই তাহার বন্ধু হৃদয় মল্লিকের বাটীতে গেল ; সেখান হইতে উভয়ে বায়স্কোপ দেখিতে যাইবে।

অনেক রাত্রে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে বাড়ীর সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ছুটিয়া শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া সকলে শুনিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আড়তে আগুন লাগিয়া গিয়াছে। নিতাই তখনও ফিরে নাই।

খালি গায়ে খালি পায়ে অদ্বৈত আড়তের দিকে ছুটিল। রাত্রি তখন দুইটা। বাড়ীর অনেকেই, কর্ত্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে পৌছিয়া আড়তের দিকে চাহিয়া সকলে দেখিল, অগ্নিদেব শত শত লোলরসনা বিস্তার করিয়া, ভৈরব হুঙ্কারে নৃত্য করিতেছেন।

রাস্তায় অসম্ভব ভীড় ঠেলিয়া, অদ্বৈত আড়তের সম্মুখে পৌছিয়া পাগলের মত আগুনের পানে চাহিতে লাগিল। বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিতে লাগিল—"হায় হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল—কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল! হায় হায় হায়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শুধু সুর কোম্পানীর আড়তই যে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে, তাহা নয়;—আশে পাশের আরও দুই তিন খানি আড়তের অনেক কাঠ পুড়িয়া গিয়াছে। "সুর কোম্পানি" পঞ্চাশ হাজার টাকায় আগুন-বীমা করা আছে।

অগ্নিদাহের দুই দিন পরে, রাত্রে গোলাপকামিনী নিতাইকে বলিল—"ওগো, একটা ভারি মজার কথা শুন্‌লাম।"

নিতাই বলিল—"কি ?"

গোলাপ টিপি টিপি হাসিয়া বলিল—"আমাদের আড়তে কি করে আগুন ধরেছিল জান ?"

"কি করে ?"

গোলাপ কাছে সরিয়া আসিয়া, স্বামীর কাণে কাণে বলিল—"খুব সাবধান, কারুকে যেন বোলো না। রাত্রে আড়তে গিয়ে, বট্‌ঠাকুর নিজে আগুন দিয়ে এসেছিলেন।"

নিতাই বলিল—"কে বল্লে তোমায় ?"

গোলাপ বলিল—"সেদিন তুমি আড়ত থেকে ফিরে এসে বট্‌-ঠাকুরের জন্যে এক কলসী জল গরম করতে বল্লে না ? রাত্রি ন'টার সময় তুমি খেয়ে দেয়ে চলে গেলে বায়স্কোপ দেখতে। বট্‌-ঠাকুর যখন বাড়ী এলেন, তখন রাত দশটা। দিদি আমার কাছ থেকে সাবান চেয়ে নিয়ে গেলেন, বল্লেন 'তোমার ভাসুর মেখে চান করবেন।' দিদিকে আমি জিজ্ঞাসা কল্লাম,—'এত রাত্রে সাবান মাখ্‌বেন কেন ?' দিদি বল্লেন,—'কি জানি ভাই, গায়ে কি রকম করে কেরাচিন তেল পড়ে গেছে, গা-ময় গন্ধ।"

স্ত্রীর কথা শুনিয়া নিতাইয়ের মনে সে রাত্রে আড়তে দৃষ্ট ঘটনাবলীর একটা সুসঙ্গত অর্থবোধ যেন হইতে লাগিল। সে কথা স্ত্রীকে না জানাইয়া, কেবল মাত্র সে বলিল—"তার পর ?"

"তার পর, কাল রাত্রে, বুঝেছ, তুমি ত ঘুমিয়ে গেলে,—

ভাঁড়ার ঘরে দোক্তার কৌটোটা ফেলে এসেছিলাম, সেইটে গেলাম খুঁজতে। কৌটোটা নিয়ে যখন ফিরছি, দিদির ঘরের কাছ দিয়ে আসছি, ফিস্ ফিস্ করে কথার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমার ঐ অভ্যেস কি না, কেউ গোপনে কিছু বলা কওয়া করছে দেখ্‌লেই আড়ি না পেতে থাকৃতে পারিনে। জানালার একটা ফুটো আছে, সেই ফুটোতে কাণটি লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দিদি বলছেন, 'বীমার টাকাটা কত দিনে পাওয়া যাবে?' বট্‌ঠাকুর বলছেন, 'তিন মাসের কম ত নয়ই।' দিদি বল্লেন 'মাল কত টাকার পুড়েছে?' বট্‌ঠাকুর বল্লেন, 'হাজার চার পাঁচ খুব হবে। খাতায় পঁয়ষট্টি হাজার লিখে রাখা হয়েছে।—তা ধর, পঞ্চাশ হাজার পাওয়া যাবে, তার মধ্যে মুহরী দুজনকেই ত দু হাজার দিতে হবে।' দিদি বল্লেন, 'ওদের দুহাজার কেন? ওরা ত আর তোমায় আগুন দিতে দেখেনি!' বট্‌ঠাকুর বল্লেন, 'আগুন দিতেই দেখেনি, খাতাও বদলেছে ওরা, কাঠে ক্যানেস্তারা ক্যানেস্তারা কেরাচিন তেলও ঢেলেছে ওরা। ওদের দুহাজার। তার পর, বিশ বাইশ হাজার টাকা দেনা রয়েছে। সব দিয়ে থুয়ে হাজার পঁচিশেক থাকৃবে বোধ হয়।' দিদি বল্লেন, 'ঐ সব টাকারই আবার কাঠ কিনবে?' বট্‌ঠাকুর বল্লেন 'ওর কমে কি আর ভাল রকম আড়ত একটা হয়!' দিদি হেসে বল্লেন, 'বুদ্ধি করেছ ভাল।"

স্ত্রীর মুখে এই সকল বিবরণ শুনিয়া নিতাই একবারে কাঠ হইয়া গেল। লজ্জায় যেন মাটীতে মিশিয়া যাইতে চাহিল।

গোলাপ বলিল—"দেখদেখিনি, বট্‌ঠাকুরের কেমন বুদ্ধি!

এক মায়ের পেটের ভাই ত তোমরা দুজনেই, তবে তোমার এমন বুদ্ধি খেলে না কেন ?"

নিতাই ঘৃণায় এ কথার কোনও উত্তর করিল না। ধীরে ধীরে শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

কয়েকদিন পরে, অদ্বৈত একখানা কাগজ হাতে করিয়া নিতাইয়ের পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"এই কাগজ খানা পড়ে দেখ ত, এতে কি লেখা আছে আমায় সব বুঝিয়ে দাও।"

নিতাই দেখিল, কাগজখানি এটর্ণি বাড়ীর ফরমে লেখা। অগ্নিদাহের বিবরণ দিয়া, অদ্বৈত ও নিতাই দুই ভাইয়ের তরফ হইতে বীমা কোম্পানির নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকার দাবী করা হইতেছে।

নিতাই সমস্তটা অনুবাদ করিয়া দাদাকে শুনাইল।

অদ্বৈত বলিল—"ঠিক আছে। কলমটা দাও ত।"

কলম লইয়া অদ্বৈত কাগজে নিজ নাম সহি করিয়া দিল। নিতাইকে বলিল—"তুমি সই কর।"

নিতাই বলিল—"দাদা, আমি ত এ কাগজে সই করতে পারব না!"

অদ্বৈত বলিল—"কেন ?"

"এতে যে সব মিথ্যে কথা লেখা রয়েছে।"

অদ্বৈতের মুখখানা হঠাৎ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল—"কেন ? মিথ্যে কোন খানটা ? আমাদের ফারম আগুন লেগে পুড়ে যায় নি ?"

নিতাই বলিল—"গিয়েছিল। কিন্তু আগুন দিয়েছিল কে?"

অদ্বৈত রুদ্ধশ্বাসে বলিল—"কে আগুন দিয়েছিল?"

নিতাই বলিল—"আপনি।"

অদ্বৈত কম্পিত স্বরে বলিল—"আ—আ—আমি?"

"আপনিই।"

"তু—তু—তুমি এমন কথা বল!"

"বলি।"

"কি করে জান্‌লে তুমি?"

"সে দিন রাত্রি দেড়টার সময় আপনি আড়তে কেন ঢুকেছিলেন দাদা?"

"আমি!—আড়তে ঢুকেছিলাম? কে বল্লে তোমায়? আমি ত ঘরে শুয়ে ছিলাম। আগুনের খবর শুনে তখন সেখানে ছুটে গেলাম।"

নিতাই বলিল—"না দাদা, ও কথা কেন বলছেন? সেদিন রাত্রে হৃদয় মল্লিকের সঙ্গে আমি বায়স্কোপ দেখতে গিয়েছিলাম। তার মোটরে তার সঙ্গে ফিরছিলাম। আড়তের কাছাকাছি মোটর যখন এল, তখন দেখলাম, কে একজন আড়তের ফটকের তালা খুলছে। তার পরেই, মোটরের দিকে আপনি চেয়ে দেখ্‌লেন, বাতির উজ্জ্বল আলো আপনার মুখের উপর পড়ল। ভাবলাম, বিশেষ কোন কাযে আপনি আড়তে এসেছেন। সে রাত্রি হৃদয় মল্লিকদের ওখানেই আমি শুয়ে রইলাম। সকাল বেলা বাড়ী ফিরে সকল ব্যাপার শুন্‌লাম।"

বামহস্তে কপাল টিপিয়া ধরিয়া অদ্বৈত এই কথাগুলি

শুনিতেছিল। শেষ হইলে, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হা ভগবান!"

ঘৃণায় নিতাইয়ের মন তিক্ত হইয়া উঠিল।

সে দিন সন্ধ্যা বেলায় অদ্বৈত নিতাইকে নিজ শয়ন কক্ষে ডাকাইয়া পাঠাইল। নিতাই সেখানে গিয়া দাঁড়াইতেই সে বলিল—"বস ভাই, অনেক কথা আছে।"

নিতাই বসিল।

অদ্বৈত বলিল—"তোমার মনের ইচ্ছেটা কি? আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে যায়—আমরা পথের ভিকিরী হয়ে যাই—গাছতলায় বাস করি?"

নিতাই কোন কথা বলিল না। নীরবে নত মস্তকে বসিয়া রহিল।

অদ্বৈত বলিল—"বীমার টাকাটা যদি না পাওয়া যায়, তবে আমাদের আহার চল্‌বে কি করে তা কিছু ভেবেছ? আড়তে ত আর কুটো গাছটিও নেই। কাচ্ছা বাচ্ছা নিয়ে, এই কলকাতা সহরে, হা অন্ন হা অন্ন করে প্রাণ বেরিয়ে যাবে যে!"

নিতাই বলিল—"আমি একটা চাকরির চেষ্টা করছি দাদা।"

অদ্বৈত বলিল—"চাকরি? কত টাকা মাইনের চাকরি তুমি আশা কর? বি-এ এম-এ'র কি দুর্দ্দশা সব ত দেখছি। একশো টাকা যোটে কি না সন্দেহ।—তাতে কি আমাদের সংসার চল্‌বে? মাসে পাঁচটি শো টাকার এক পয়সা কমে এ সংসারটি যে চলে না ভাই!"

এমন সময় নিতাইয়ের বউদিদি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি বলিলেন—"ঠাকুরপোর মত হল ?"

"জিজ্ঞাসা কর"—বলিয়া অদ্বৈত একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

বউদিদি বলিলেন—"কেন ঠাকুরপো অমত করছ ? ওতে দোষটা কি হয়েছে ? সইটি করে দাও, লক্ষ্মী ভাই আমার।"

নিতাই উঠিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, গোলাপকামিনী একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। স্বামীকে দেখিবামাত্র সে বলিয়া উঠিল—"বলি হ্যাঁগা! তোমার রকম খানা কি ? তুমি সইটি করে দিলে যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়া যায়, সংসারটি বজায় থাকে, তা করছ না কেন বল দিকিন ?"

নিতাই বলিল—"ও মিথ্যা প্রবঞ্চনা আমার দ্বারা হবে না।"

গোলাপ ঝাঁকিয়া উঠিয়া বলিল—"মিথ্যা প্রবঞ্চনা কিসে হল শুনি ?"

নিতাই বলিল—"প্রবঞ্চনা নয় ? কি তবে ?"

গোলাপ বলিল—"প্রবঞ্চনা!—একে বুঝি বলে প্রবঞ্চনা! একটা সই করে দিলে বুঝি প্রবঞ্চনা হয়!—যা বলি তা শোন। নিজের ঘটে নেই তোমার বুদ্ধি—আমার কথাও শুন্‌বে না। এই করে করে, চিরটা কাল কষ্ট পেয়ে এসেছ। একবার আমার কথাটা শুনে দেখ দেখি।"

নিতাই বলিল—"কি, বল।"

"ওসব আহাম্মুখী ছেড়ে দাও। দাদাকে গিয়ে বল, 'দাদা,

আমি সই করব—কিন্তু আপনি যে টাকাটা পাবেন, তা থেকে দশটি হাজার টাকা আমায় দিতে হবে। এইতে যদি রাজি হন, তবে বলুন আমি সই করে দিচ্ছি।' সই করে দাও। এই একটা দাঁও—বুঝতে পারছ না? তার পর, টাকা নিয়ে কোম্পানির কাগজ কিনে রাখ।"

নিতাই শ্লেষের সহিত বলিল—"তোমার নামে কিনব ত?"

গোলাপ বলিল—"কেনই যদি—তাতে তোমায় কেউ দুষবেনা গো—লোকে অমন করে থাকে। আমার নামেই কেন, আর তোমার নামেই কেন—সে তোমারই থাকবে। আমি কিছু সে কাগজ বেঁধে বাপের বাড়ী নিয়ে যাব না—অসময়ে তোমারই কাযে লাগবে।"

নিতাই বলিল—"দেখ গোলাপ, আমায় কেন মিছে ওসব কথা বলছ! আমি জেনে শুনে ও রকম অধর্ম্মের কায করতে পারব না।"

পর দিনও নিতাইয়ের উপর এইরূপ পীড়াপীড়ি চলিল। অদ্বৈত বলিল—"দেখ, এতে অধর্ম্ম হবে কেন মনে করছ? আমি কি কারু কোন লোকসান করছি?"

"করছেন বৈ কি! ঐ কোম্পানিকে ঠকিয়ে টাকা নিচ্ছেন না?"

"কি মুস্কিল!—তাতে তাদের আবার লোকসান কি? ঐ জন্যেই ত তারা ব্যবসা খুলেছে। বছরে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা তারা নিচ্ছে,—কখনও কখনও দশ বিশ হাজার দিচ্ছে। আমায় এই পঞ্চাশ হাজার দিলে কি তারা ফেল হয়ে যাবে?"

নিতাই চুপ করিয়া রহিল।

অদ্বৈত আবার বলিল—"হ্যাঁ, এমন যদি হত যে, একজন মহাজনের তহবিল থেকে ঐ টাকাটা আমি বের করে নিচ্ছি—ও টাকাটা আমায় দিয়ে তার ব্যবসা মাটী হয়ে যাচ্ছে, তাহলে বটে অধর্ম্ম আছে—তার ক্ষতি করছি। এ যে কোম্পানি হে, কোম্পানি। এ কি একজনকার? এই ধর শিবপুরে কোম্পানির বাগানে গিয়ে, একটা কুলগাছ থেকে আমি যদি দুটো কুল পেড়ে খাই, তাতে কি কোনও পাপ আছে? লক্ষ লক্ষ কুল রয়েছে, দুটো যদি আমি পেড়ে খাই-ই—যার কুলগাছ সে ত জানতেও পারবে না। অধর্ম্ম হবে বলে তুমি কেন ভয় করছ? —বেশ করে তলিয়ে বুঝে দেখ দেখি। এতে কোনও দোষ নেই, এ ত আমাদের ন্যায্য পাওনা।"

নিতাই তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু বুঝিতে পারিল না। অবশেষে বাড়ীর লোকের বিষম উৎপীড়নে, তাহার বন্ধু হৃদয় মল্লিকের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া, বাড়ী ছাড়িয়া সে পলাইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

একমাস পরে লাহোর হইতে দাদাকে নিতাই পত্র লিখিল—

শ্রীচরণেষু—

আমি আপনাদের না বলিয়া গৃহ ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, এজন্য আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। এখানকার কলেজে

একটি প্রোফেসারি চাকরি খালি আছে শুনিয়াই আমি চলিয়া আসি। সেই চাকরিটির জন্য এতদিন উমেদারীতে ছিলাম; শুনিয়া সুখী হইবেন, আমার চেষ্টা সফল হইয়াছে, কর্ম্মটি আমি পাইয়াছি। বেতন মাসিক ২০০৲। এই স্থানে সকল জিনিষই সুলভ। ঐ টাকায় অনায়াসে আমাদের সকলেরই গ্রাসাচ্ছাদন এখানে নির্ব্বাহ হইতে পারে।

আমার বিবেচনায়, এখন আপনার কলিকাতায় থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ব্যবসায়টিই যখন গেল, কি অবলম্বন করিয়া সেখানে থাকিবেন? অতএব যত শীঘ্র হয় আপনি সপরিবারে এখানে চলিয়া আসিলেই ভাল হয়। বাড়ীখানি উদ্ধার করিবার ক্ষমতা আপাততঃ আমাদের নাই—তবে ঋণের সুদ মাসে মাসে আমি মাহিনার টাকা হইতে দিব। যদি ভগবান আবার কখনও সুদিন দেন—তখন বাড়ীখানি উদ্ধার করা যাইবে।

এখানে বাড়ীভাড়া সস্তা। মাসিক ত্রিশ চল্লিশ টাকা ভাড়ায়, আমাদের সকলের সংকুলান হইতে পারে এমন একখানি বাড়ী পাওয়া যাইতে পারে। আপনার অনুমতি পাইলেই বাড়ী ঠিক করিব।

যদি রাহা খরচ প্রভৃতির টাকা আপনার হাতে না থাকে, তবে জানাইবেন। আমি কোনও উপায়ে তাহা সংগ্রহ করিয়া আপনাকে পাঠাইয়া দিব।

এখানকার জল হাওয়া বেশ ভাল। আমি ভাল আছি। আপনাদের সকলের কুশল সংবাদ লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন।

আপনি আমার বহু বহু প্রণাম জানিবেন এবং বউদিদি ঠাকুরাণীকে জানাইবেন। বালক বালিকাগণকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। আপনার পত্রের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন রহিলাম।

সেবক
শ্রীনিতাইচরণ সুর।

পত্রখানি পাইয়া অদ্বৈতচরণ মনে মনে হাসিতে লাগিল। এখন কি তাহার যাইবার উপায় আছে? আড়তে প্রত্যহ কাঠ আসিতেছে—সে সমস্ত দেখা শুনা, বন্দোবস্ত করা—কাযের ভীড় অত্যন্ত অধিক। দরখাস্তে নিতাইয়ের নাম জাল করিয়া, বীমা কোম্পানির নিকট হইতে সে নিজের "ন্যায্য পাওনা" আদায় করিয়া লইয়াছে।

সম্পাদকের কন্যাদায়

——:*:——

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশবিখ্যাত সাহিত্যিক, "আর্য্যশক্তি" মাসিক পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাদায় উপস্থিত হইয়াছে।

মনতোষ বাবুর তিনটি সন্তান। প্রথমটি পুত্র, অপর দুইটি কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যা মণিমালার বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করে করে, কিন্তু সুপাত্র যুটিতেছে না। কয়েক স্থানে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল; এমন কি কেহ কেহ আসিয়া মেয়ে দেখিয়াও গিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন সম্বন্ধই টিকে নাই। যে পাত্রকে মনতোষ বাবু পছন্দ করেন, তাহার পিতা বিস্তর টাকা চাহিয়া বসে। যুদ্ধের বাজারে তিন গুণ মূল্য দিয়া "আর্য্যশক্তি"র জন্য কাগজ কিনিতে হইতেছে—পাত্রের উচ্চ মূল্য শুনিয়া মনতোষ বাবু পিছাইয়া পড়েন। আবার দরে যদি পটিল, পাত্রের রূপগুণ শুনিয়া গৃহিণী খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিলেন। দরেও হইবে সস্তা, জিনিষটিও হইবে উচ্চ শ্রেণীর, এমন একটি 'ব্রাহ্মণের গরু' মনতোষ বাবু খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না—এই হইয়াছিল মুস্কিল। অনুসন্ধানের কোন ত্রুটি ছিল না, তথাপি তাঁহার গৃহিণী মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া থাকেন—"কোনও চেষ্টা নেই, বাড়ী থেকে এক পা নড়্বে

না, খুঁজবে না, পাত্র যুটবে কোথা থেকে! থাকুক মেয়ে থুবড়ো হয়ে!"

একদিন গৃহিণীর নিকট এই প্রকার মুখনাড়া খাইয়া, আপিস ঘরে আসিয়া গালে হাত দিয়া বিষণ্ণ মনে মনতোষ বাবু বসিয়া ছিলেন, এমন সময় তাঁহার সহকারী সম্পাদক অবিনাশ আসিয়া প্রবেশ করিল। অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাবছেন?"

মনতোষ বাবু বলিলেন—"ভাবছি, মেয়েটির বিয়ের কথা। একটা পাত্রও ত মনের মত পাওয়া যাচ্ছে না। কি করা যায়!"

অবিনাশ বলিল—"ভেবে আর কি করবেন? ও যখন হবার হবে তখন আপনিই হবে। ভবিতব্যতা—"

"সে ত জানি, কিন্তু—"

অবিনাশ কিয়ৎক্ষণ অধোমুখে বসিয়া থাকিয়া বলিল—"আচ্ছা, এক কায করলে হয় না?"

"কি?"

"আর্য্যশক্তিতে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া যাক না কেন! অবশ্য নাম ধাম গোপন করে'—নইলে আবার শত্রু হাস্‌বে কি না।"

মনতোষ বাবু বলিলেন—"তা, দিয়ে দেখতে পার। মেয়ের বাপ যখন হয়েছি, তখন শত্রু হাসলেই বা করছি কি! কবি বলে গেছেন, কন্যাপিতৃত্বং খলু নাম কষ্টম্। খুব ঠিক কথাই বলে গেছেন।"—বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

অবিনাশ সান্ত্বনার স্বরে বলিল—"দেখুন, আপনি অমন করে মন খারাপ করবেন না। হয়ে যাবেই একটা। আজ না হয়

কাল, কাল না হয় পর্শু। মেয়ের বিয়ে কি আর আট্‌কে থাকবে!”

পরবর্ত্তী সংখ্যা “আর্য্যশক্তি”তে এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হইল।

পাত্র আবশ্যক।

ত্রয়োদশবর্ষীয়া গৃহ-কর্ম্মনিপুণা সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যার জন্য শাণ্ডিল্য ভিন্ন অপর কোনও গোত্রের একটি সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পাত্র আবশ্যক। কন্যার পিতা সদ্বংশ-জাত এবং সমাজে মান্যগণ্য কিন্তু অধিক অর্থব্যয় করিতে আপাততঃ অক্ষম। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্রব্যবহার করুন।

“ঘটকরাজ”
কেয়ার অব্ ম্যানেজার, “আর্য্যশক্তি।”

পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর সপ্তাহকাল অতীত হইতে না হইতেই খান পঁচিশ পত্র আসিয়া পড়িল। অধিকাংশই পাত্রের অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক লিখিত। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অধিক টাকাকড়ি দিতে না পারিলেও ‘ন্যূন সংখ্যা’ কত দিতে পারেন। কোন কোনও পাত্র স্বয়ং লিখিয়াছেন, কন্যার পিতা যদি তাঁহার বিলাত যাইবার খরচ বহন করিতে পারেন, এবং মেয়েটি যথার্থই সুন্দরী ও শিক্ষিতা হয়, তবে তিনি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। উহারই মধ্যে বাছিয়া কোন কোনও অভি-

ভাবকের সহিত পত্রব্যবহার করা হইল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ফলে কিছুই দাঁড়াইল না।

তাহার পর অবিনাশ আর এক ফন্দি করিল। একদিন সে মনতোষ বাবুকে বলিল—"এত সব ছোকরা কবি, ছোকরা লেখক আমাদের লেখা পাঠাচ্ছে, তাদেরই মধ্যে থেকে একজন ভাল ছেলে বেছে নিলে ত হয়!"

মনতোষ বাবু বলিলেন—"নিলে ত হয়, কিন্তু বাছবে কি রকম করে?"

"সে আমি একটা উপায় স্থির করেছি।"

"কি বল দেখি?"

"ছোকরা লেখকদের মধ্যে, যারা দেখব ব্রাহ্মণ সন্তান অথচ শাণ্ডিল্য গোত্র নয়, চিঠি লিখে তাদের ডেকে পাঠাব। আচ্ছা, ধরুন, তাদের যদি এইভাবে ছাপা একখানা পোষ্টকার্ড পাঠান যায়—'সবিনয় নিবেদন, আপনার রচনাটি পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম। কিন্তু আর্য্যশক্তিতে উহা ছাপিতে হইলে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। অতএব এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আপনি অবসর মত একদিন আসিয়া সম্পাদক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে ভাল হয়। নিবেদন ইতি।'—তা হলে দেখবেন, রোজ দুটো একটা করে ছেলে আসবে। কথার ছলে তাদের পরিচয় জেনে নিয়ে, যাদের সুবিধে গোছ মনে হবে, তাদের অভিভাবকের সঙ্গে দেখা করে' চেষ্টা চরিত্র করা—আপনি কি বলেন? পোষ্টকার্ড ছাপাব?"

মনতোষ বাবু বলিলেন—"তা ছাপাও পোষ্টকার্ড। দেখ কি হয়।"

পোষ্টকার্ড ছাপান হইল। শাণ্ডিল্য-ভিন্ন-অন্য-গোত্রজ কত নিরীহ লেখক-যুবক এই পোষ্টকার্ড পাইয়া, স্বীয় প্রবন্ধ বা কবিতা ছাপা হইবার দুরাশায় উৎফুল্ল হইয়া সম্পাদক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিল, কিন্তু উভয় পক্ষের কাহারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না।

এই ভাবে ছয় মাস কাটিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আষাঢ় মাস। মনতোষ বাবু দ্বিতলের কক্ষে দিবানিদ্রায় ব্যাপৃত ছিলেন, ঠং ঠং করিয়া ঘড়িতে তিনটা বাজিল। এই শব্দে তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। সুখভঙ্গকারী দুর্বিনীত সেই ঘটিকাযন্ত্রের প্রতি আরক্ত নেত্রে একবার চাহিলেন। মুক্ত বাতায়নপথে বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন, তখনও যথেষ্ট রৌদ্র রহিয়াছে। তাই একটা হাই তুলিয়া, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

এইভাবে কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া থাকাতেও যখন ঘুম আর আসিল না, তখন মনতোষ বাবু উঠিলেন। মুখ ও চক্ষু ধৌত করিয়া, ভাণ্ডার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী পা ছড়াইয়া বসিয়া সুপারি কাটিতেছেন, কন্যা মণিমালা পাণ সাজিতেছে। একেবারে গৌরবর্ণা না হইলেও, তাহার রঙটিতে ঔজ্জ্বল্য আছে। চোখ দুটি ভাসা ভাসা টানা টানা। মুখের গড়নটি দেখিলে

তাহাকে সুন্দরী বলিতে ইচ্ছা হয়। মেয়ের মুখপানে চাহিয়া মনতোষ বাবু একটি ছোট নিশ্বাস ফেলিলেন।

পিতাকে দেখিয়া মণিমালা তাড়াতাড়ি একটি ডিবার খোলে দুইটি পাণ আনিয়া দিল। পাণ দুইটি লইয়া মনতোষ বাবু হেলিতে দুলিতে নীচে নামিয়া গেলেন।

আপিস কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অবিনাশ অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত মুখে টেবিলের কাছে বসিয়া আছে, তাহার সম্মুখে থাকবন্দী কাগজপত্র। মনতোষ বাবু বলিলেন—"কি হে, ভাবছ কি অমন করে?"

অবিনাশ চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"আজ্ঞে এসেছেন? দেখুন একবার ব্যাপার খানা! আজকের ডাক দেখুন!"

"কি এ সব? কবিতা?"

"আজ্ঞে, বর্ষার কবিতা। গুণেছি, সবশুদ্ধ ৫৪টা।"

মনতোষ বাবু স্খলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এর মধ্যে ব্রাহ্মণের ছেলে কেউ আছে না কি?"

"আজ্ঞে আছে বৈ কি গোটাকতক। কিন্তু তাদের বানান ভুল দেখ্‌লে মনে হয় না যে মা সরস্বতীর কোনও তোয়াক্কা রাখে। যাই হোক, কাল তাদের ছাপা পোষ্টকার্ড পাঠাব এখন।"

মনতোষ বাবু কাগজগুলির প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"এতগুলি সবই বর্ষার কবিতা?"

"আজ্ঞে, একধার থেকে। হেডিং অনুসারে সাজিয়ে রেখেছি। এই দেখুন না—'শ্রাবণে' ৭টা, 'শ্রাবণের মেঘ' ৯টা, 'শ্রাবণ নিশীথে ৫টা, 'বর্ষা মঙ্গল' ১১টা, 'বর্ষায় বিরহ' ৭টা, 'বৃন্দাবনে বর্ষাগম'

৫টা, অন্যান্য ১০টা। আচ্ছা মশায়, বলতে পারেন, আজ মোটে ৫ই আষাঢ়, রৌদ্রে কাঠ ফেটে যাচ্ছে, এরই মধ্যে এই সকল কবি শ্রাবণের কবিতা লিখ্‌ছেন কি করে?"

মনতোষ বাবু বলিলেন—"কল্পনাশক্তির বলে।"

অবিনাশ করুণস্বরে বলিল—"এঁদের শক্তির চোটে আমি গরীব যে মারা গেলাম! রোজ রোজ এই রাশি রাশি কবিতা আমি পড়িই বা কখন, অমনোনীতই বা করি কখন? তার উপর আবার তাগিদের চিঠি। এই যে এঁরা আজ কবিতা পাঠিয়েছেন, কেউ তিন দিন, কেউ পাঁচ দিন, যাঁরা খুব বেশী ধৈর্য্যশীল তাঁরা সাতটি দিন অপেক্ষা করবেন। তার পর থেকেই চিঠি আসতে আরম্ভ হবে।—'মহাশয়, আমি বিগত অমুক তারিখে তিনটি কবিতা আর্য্যশক্তিতে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় যে, আপনাদের নিয়মানুসারে একখানি দুই পয়সার টিকিট তৎসহ পাঠান সত্ত্বেও, অদ্যাবধি কবিতাগুলি মনোনীত হইবার সংবাদও পাইলাম না, সেগুলি অমনোনীত হইয়া ফিরিয়াও আসিল না। আপনাদের ন্যায় মহৎ ব্যক্তির নিকট এরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি নাই।'—চিঠিতে চিঠিতে অস্থির মশায়। দোহাই আপনার, 'ধূমকেতু'-ওয়ালাদের মত আমাদেরও নিয়ম করে দিন যে 'অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনওরূপ পত্র-ব্যবহার করিতে সম্পাদক অসমর্থ।'—ধূমকেতুর মত, বুঝেছেন, যেমন কবিতা পাওয়া, অমনি ছিঁড়ে ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলা। কায তা হলে অর্দ্ধেক কমে যায়।"

মনতোষ বাবু বলিলেন—"সেটা কি ঠিক হবে? কবিরা চটবে যে! ওদের মধ্যে অনেকেই গ্রাহক কি না—কাগজ ছেড়ে দেবে।"

"তবে আমায় একটা অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট দিন। একা ত আমি আর পেরে উঠিনে মশায়!"

মনতোষ বাবু বলিলেন—"বর্ষা আসছে—এই মাসটাই একটু ভীড় বেশী।"

অবিনাশ উত্তেজিত স্বরে কহিল—"শুধু এই মাসটা? বছরে চারবার মশায়, চার বার। এই হিসেব নিন না। এখন এই 'বর্ষা' কবিতার বান ডেকে উঠেছে ত! আবার ভাদ্রমাস পড়তেই হু হু শব্দে 'আগমনী' কবিতার আগমন আরম্ভ হবে। তার পর মাঘের কাগজ বেরিয়ে গেলেই, 'বসন্ত' কবিতার রীতিমত এপিডেমিক লেগে যাবে। আবার মাস দুই পরেই 'নববর্ষ'।—কবিদের চিঠির উত্তর দিতে দিতেই হাত যে ব্যথা হয়ে গেল মশায়! আর শুধুই কি পত্রাঘাত? যাঁরা স্থানীয় কবি, সহরে থাকেন, তাঁরা স্বয়ং সশরীরে আপিসে এসে চড়াও করেন। আপনি আসবার এই আধঘণ্টা আগে, লম্বা চুল সোণার চশমা চোখে এক ছোকরা-কবি এসে, তাঁর কবিতা অমনোনীত হয়েছে বলে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করে আমায় গালাগাল দিয়ে গেলেন। এ রকম ত প্রায়ই হয়। আপনি সব সময় আপিসে ত বসেন না, তাই জানতে পারেন না।"

ঠিক এই সময় বাহির হইতে এক অপরিচিত কণ্ঠের শব্দ আসিল—"সম্পাদক বাবু হ্যায়?"

উভয়ে খোলা জানালা দিয়া দেখিলেন, একজন সুবেশ ও সুশ্রী যুবক, দ্বারবানকে ঐ প্রশ্ন করিতেছে। অবিনাশ হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া শঙ্কিত ভাবে বলিল—"ঐ আবার একজন কবি এসেছে।"

মনতোষ বাবু বলিলেন—"চেন না কি?"

"না।"

"তবে কি করে জানলে কবি?"

"হ্যাঁ কবি। ওর বাপ কবি। চেহারা দেখছেন না? আসছে। আপনি ওর সঙ্গে কথা ক'ন; আমার ভারি তেষ্টা পেয়েছে, এক গেলাস জল খেয়ে আসি।"—বলিয়া অবিনাশ দ্রুত-পদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

মনতোষ বাবু মনে মনে হাসিয়া বলিলেন—"ছোকরার দেখছি কবিফোবিয়া ব্যারাম হয়ে দাঁড়ল!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যুবকটি প্রবেশ করিয়া বিনীতভাবে কহিল—"আপনিই কি মনতোষ বাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। মশায়?—"

যুবক হাত দুইটি যোড় করিয়া বলিল—"আমাকে আজ্ঞে মশায় বল্‌বেন না, আমি আপনার সন্তানতুল্য।"—বলিয়াই সে অবনত হইয়া মনতোষ বাবুর পদধূলি গ্রহণ করিল।

প্রবীণ সম্পাদক, যুবকের এই আচরণে একটু বিস্মিত হইলেন। কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন—"আপনি—তুমি—কে ?"

"আমায় চিন্‌তে পারেন নি ? তা, কি করেই বা পারবেন ? আমার নাম শ্রীললিতমোহন ভট্টাচার্য্য, নিবাস টাকী। বাবা যখন শ্যামবাজারে থাকতেন, তখন আপনি আমাদের বাড়ী যেতেন আমার মনে আছে, যদিও তখন আমি খুব ছোট। আমার পিতার নাম ৺কালীচরণ ভট্টাচার্য্য—যাঁর বই টই আজকাল—"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই মনতোষ বাবু দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"কালীর ছেলে তুমি ! তাই বল ! এস, বাবা এস, কোলাকুলি করি।"—কোলাকুলি হইয়া গেলে, নিজে উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বস বাবা, বস, এই বেঞ্চিখানায় বস। এই সেদিনও যে আমরা তোমার কথা কইছিলাম। তোমার বাপ যখন মারা গেলেন, তখন আমি এখানে ছিলাম না কি না, তখন আমি কটকে চাকরি করি। ফিরে এসে শুনলাম, তোমার মা যা কিছু ছিল, সমস্ত বেচে কিনে দেশে চলে গেছেন। এদানী আমি প্রায়ই ভেবেছি, কালীদাদার সেই ছেলেটি যে ছিল, যদি বেঁচে থাকে এতদিন যুবা হয়েছে, কিন্তু সে যে কোথায় আছে, কি করছে, কোনও খবরই পাইনে। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি ! তুমি ঠিকই বলেছ। আমি তোমাদের বাড়ী যেতাম বৈ কি ! তখন তোমার বয়স আট কি বড় জোর নয়। তার পর, এখন কোথায় আছ বল দেখি ? সব খবর বল বাবা।"

ললিত বলিল—"আজ্ঞে, এখন আমি কলকাতাতেই আছি।

বেণেটোলায় মেসের বাসায় থাকি, গত বৎসর বি-এ পাস করেছি ; তারপর ক্যালক্যাটা কর্পোরেশনে চাকরিতে ঢুকেছি।"

"চাকরি করছ ? বেশ বেশ। তোমার মা ঠাক্‌রুণ কোথা ?"

"দু বছর হল তাঁর কাল হয়েছে।"

"আহা, তাই ত ! দেশে তোমার কে কে আছেন ?"

"খুড়ো মশায়, খুড়ীমা আছেন। তাঁদের ছেলেপিলে আছে। পিসিমা আছেন।"

"বিবাহ করেছ ?"

একটু লজ্জিত হইয়া ললিত বলিল—"আজ্ঞে না।"

"দেশে যাও টাও ত ? তোমার খুড়ো মশায় এখানে আসেন ?"

"আজ্ঞে না, তিনি আমার উপর তত সন্তুষ্ট নন। তাঁর সর্ব্বদাই আশঙ্কা, সামান্য যা বিষয় আশয় আছে, পাছে আমি তার অর্দ্ধেক ভাগ চাই! মার মৃত্যুর পর থেকে তিনি আমার সঙ্গে বড়ই অসদ্ব্যবহার করে আসছেন। গুরুজনের নিন্দে করতে নেই, কিছু বলতে চাইনে। সেই দুঃখেই দেশে যাওয়া টাওয়া এক রকম ছেড়েই দিয়েছি।"

"বটে ! ভারি দুঃখের বিষয় ত ! কত মাইনে পাচ্ছ বাবাজী ?"

ললিত বলিল—"আজ্ঞে ৫০৲ টাকায় ঢুকেছিলাম, এ বছর ৬০৲ হয়েছে।"

"তা হোক্, ও চাকরীতে উন্নতি আছে। শুনে বড় খুসী হলাম বাবা। বড়ই আনন্দ হল। আহা, আজ যদি কালীদাদা

বেঁচে থাকতেন! এদানী তাঁর অবস্থাও ভাল ছিল না। একটু কষ্টেই পড়েছিলেন। দেখ একবার সংসারের গতি! যাঁর বই বেচে পান্নালাল মিত্তির আজ ফেঁপে উঠেছে, তিনি শেষ দশায় অর্থাভাবে ওষুধ পান নি, পথ্য পান নি। তাঁর ছেলেকে আজ কিনা ষাট টাকা মাইনের চাকরি স্বীকার করতে হয়েছে। শুনেছি তোমার মা নাকি বইগুলির কপিরাইট বিক্রী করে গিয়েছিলেন! এমন কায তিনি কেন করেছিলেন? আহাহা, বাপের বইগুলি যদি তোমার হাতে থাকত, তা হলে আজ তোমার ভাবনা কি!"

ললিত বলিল—"তিনি ত বিক্রী করেন নি, নিলামে বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। বাবার কিছু দেনা ছিল, তাঁর মৃত্যুর পরে পাওনাদারে নালিস করে' ডিক্রী করে। বাড়ীতে আসবাবপত্র যা কিছু ছিল সবই নিলেমে চড়ে। ঐ উপন্যাস পাঁচখানির পাণ্ডু-লিপি বাবার কেতাবের আলমারিতে থাকৃত। সেই আলমারি-সুদ্ধ কেতাব আর পাণ্ডুলিপি পান্না মিত্তির নাকি ১০০ টাকায় কিনে নেয়।"

মনতোষ বাবু উত্তেজিতস্বরে বলিলেন—"অ্যাঁ! বল কি হে? ১০০ টাকায় যায় আলমারি, কেতাব, পাণ্ডুলিপি, সব?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই ত শুনেছি। সব এক লাটে ছিল কি না, লাটকে লাট ১০০ টাকায় কিনে নিয়ে যায়।"

"কি ভয়ানক কথা!"—বলিয়া মনতোষ বাবু কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন—"ঐ যে পান্না মিত্তির, আগে ও পুরোণো কেতাব বিক্রী করত কি না, হ্যারিসন রোডের মোড়ে সামান্য একখানি দোকান ছিল ওর।

তাই গিয়েছিল তোমার বাবার পুরোণো কেতাব কিনতে। পুরোণো কেতাব কিনতে গিয়ে দাঁও মেরে নিলে আর কি! তখন পান্না মিত্তিরও এত বড় ছিল না, ও পান্না-লাইব্রেরিও তার হয়নি। নতুন বইয়ের দোকান ত মোটে এই বছর পাঁচ ছয় খুলেছে কি না। লাইব্রেরি খুলেই তোমার বাবার উপন্যাস ছাপাতে আরম্ভ করলে। কি কাটতি! দেশে একবারে টী টী পড়ে গেল। একশোটি টাকা দিয়ে কিনে, বই বেচে এ ক'বছরে অন্ততঃ পাঁচ সাত হাজার টাকা ত মেরে নিয়েছে!"

ললিত বলিল—"আজ্ঞে তা খুব নিয়েছে। সব বইয়েরই তিন চারটে করে সংস্করণ হয়েছে। বইগুলি থাক্‌লে, যেমন করে হোক্ মাসে ১০০।১৫০৲ টাকা আয় ত আমার হ'ত। সে আপ-শোষ করে আর কি হবে! যা হয়ে গেছে তার ত চারা নেই।"

"তা ত বটেই। আহা সেই সময়েই আমি বলেছিলাম, দাদা বইগুলি ছাপিয়ে ফেল, দাদা বইগুলি ছাপিয়া ফেল। তা ত শুন্‌লেন না, কেবল লিখে লিখে জমা করতে লাগলেন। অর্থা-ভাবেই ছাপাতে পারেন নি। তখন ত আমার 'আর্য্যশক্তি' ছিল না, নইলে মাসে মাসে মাসে আর্য্যশক্তিতেই ত আমি বের করে দিতে পারতাম। আমার 'আর্য্যশক্তি' কাগজ দেখছ বোধ হয়? বিস্তর গ্রাহক—মাসের ঠিক পয়লা তারিখেই বের হয়।"

ললিত এই সময়ে একটু যেন উস্‌খুস করিতে আরম্ভ করিল। কম্পিত হস্তে পকেট হইতে কতকগুলি কাগজ বাহির করিতে করিতে বলিল—"হ্যাঁ, আর্য্যশক্তি দেখেছি বৈ কি। আমাদের বাসায় একজন নেয়, প্রতি মাসেই পড়তে পাই।"—বলিয়া এক-

বার মনতোষ বাবুর মুখের পানে একবার নিজ হস্তস্থিত কাগজগুলির পানে চাহিতে লাগিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনতোষ বাবু মনে মনে হাসিয়া বলিলেন—"কাগজগুলি কিসের?"

"আজ্ঞে, গোটা দুই কবিতা এনেছিলাম।"

"তুমি লিখেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এগুলো যদি—আর্য্যশক্তিতে—চলে—"

মনতোষ বাবু কাগজগুলি লইয়া মনে মনে অবিনাশের দূরদৃষ্টির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। কাগজগুলি খুলিয়া প্রথম কবিতার পানে চাহিয়া বলিলেন—"তা, কবিতা কেন? উপন্যাস লেখ না। দেখনা যদি বাপকা বেটা হতে পার।"

"আজ্ঞে সে ইচ্ছেও আছে। এ সময়টা আপিসে বড়ই খাটুনি পড়েছে, একটু ফুরসুৎ পেলেই একবার চেষ্টা করে দেখ্‌ব। কবিতাগুলি কি—"

মনতোষ বাবু হতাশভাবে বলিলেন—"আচ্ছা, পড়ে দেখব এখন।"

"যে আজ্ঞে।"—বলিয়া ললিত উঠিয়া দাঁড়াইল।

"এখনি উঠবে? একটু জলটল—"

"আজ্ঞে, আজ ত সময় নেই। এখনি একটা কাযে আমায় বেরুতে হবে। আর একদিন আসব।"

"কবে আসবে বল। এক কায কর না। এই রবিবারে এস—দুপুর বেলা এখানে চাট্টি খাবে, কেমন?"

"যে আজ্ঞে, তাই আসব।"

"ভুলো না যেন। তোমার বাপের সঙ্গে আমার যে রকম

বন্ধুত্ব ছিল, এ তোমার নিজের বাড়ী বলেই মনে করা উচিত। এতদিন যে আসনি, দেখা করনি, সেইটি অন্যায় কায করেছ বাবাজী। রবিবারে, বেলা ১০টার মধ্যে নিশ্চয় এস।”

“আজ্ঞে আসব বৈ কি।”—বলিয়া প্রণাম করিয়া ললিত প্রস্থান করিল।

অর্দ্ধ মিনিট পরে অবিনাশ প্রবেশ করিল। মনতোষ বাবু বলিলেন—“ওহে, তুমি ঠিকই বলেছিলে। কবিতা দিয়ে গেল।”

“আজ্ঞে, শুনেছি।”

“কখন শুন্‌লে?”

“আমি ঐ পাশের ঘরে বসে ছিলাম কিনা, আপনাদের কথা বার্ত্তা যা কিছু হয়েছে সমস্তই শুনেছি। আচ্ছা সেদিন আপনি এরই কথা বলছিলেন ত? এরা ত আপনাদের স্বঘর?”

“হ্যাঁ, স্বঘর বৈ কি।”

“ও কি বল্লে, ওর বাপের বইগুলি সব নিলেমে বিক্রী হয়ে গেছে?”

“হ্যাঁ। একটা আলমারি, সেই আলমারি ভরা বই, উপন্যাস পাঁচখানির পাণ্ডুলিপি—সব একলাটে পান্না মিত্তির ১০০৲ টাকায় কিনে নিয়েছিল। দেখ একবার লোকটার অদৃষ্ট!”

“এক লাটে কি বলছেন?”

“অর্থাৎ সব জিনিষগুলো একত্র আর কি, আলাদা আলাদা নয়।”

“এক লাটে!”—বলিয়া অবিনাশ কিছুক্ষণ চিন্তা করিল।

শেষে বলিল—"এরা আপনাদের স্বঘর যদি, তবে এরই সঙ্গে মণিমালার বিয়ে দেওয়া যাক্ না।"

মনোতোষ বাবু বলিলেন—"হ্যাঁ, বলেছ মন্দ নয়। মা-বাপ নেই, কোনও অভিভাবক নেই, খাঁই বোধ হয় তেমন হবে না। বিয়ে হলে কিছু মন্দ হয় না।"

অবিনাশ বলিল—"হলে বেশ হয়। কথাবার্ত্তায় ছোক্‌রা বেশ বিনয়ী, ভদ্র। লেখাপড়া শিখেছে। চাকরিটিও ভাল। কেবল এক দোষ, কবিতা লেখে—তা অমন বয়সে অনেকেরই ও ব্যারাম থাকে, একটু বয়স হলেই ওটা আপনিই সেরে যাবে। চেষ্টা করুন।"

মনতোষ বাবু বলিলেন—"তুমিই ঘটকালি কর না।"

"আমি করব? তা বেশ ত! আমি রাজি আছি। দেখি চেষ্টা করে।"

"তুমি চেষ্টা করলেই পারবে। আমি বলি কি, কাল থেকেই লেগে যাও—ও আর দেরী নয়।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল থেকেই আমি লেগে যাচ্ছি। কাল এক জায়গায় যাব—আমার আপিসে আসতে একটু দেরী হতে পারে।"

"তা হোক। দেখ একবার চেষ্টা করে। তোমার যে রকম বুদ্ধি, বোধ হয় তুমি পারবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন অবিনাশ অহারান্তে ট্র্যামে চড়িয়া, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে নামিয়া পান্না-লাইব্রেরিতে প্রবেশ করিল।

সুপরিসর দোকান ঘরটি বহুবিধ নূতন পুস্তকে বোঝাই আলমারিতে পরিপূর্ণ। মধ্যস্থলে টেবিল, উপরে বন্ বন্ করিয়া বিদ্যুতের পাখা ঘুরিতেছে। মাথায় টাক, প্রৌঢ় বয়স্ক পান্নালাল মিত্র চেয়ারে বসিয়া গতদিনের হিসাব পরীক্ষা করিতেছেন। কিয়দ্দূরে আর একটি টেবিলে একরাশি প্যাকেটবন্দী পুস্তক, প্রত্যেক প্যাকেটে ঠিকানাযুক্ত লেবেল আঁটা। একজন কর্ম্মচারী সেখানে বসিয়া, এক একটি প্যাকেট লইয়া ভি পি ফরম পূরণ করিতেছে, পুস্তকের মূল্য চেক করিতেছে, অর্ডারি চিঠিখানির সহিত ঠিকানা মিলাইয়া দেখিতেছে, এবং শেষ হইলে প্যাকেটটি পার্শ্বে রক্ষিত ঝুড়িতে ফেলিয়া দিতেছে।

অবিনাশকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া পান্নালাল বাবু তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। পুস্তক ব্যবসায়ীরা মাসিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকগণকে যথেষ্ট খাতির করিয়া থাকেন, নহিলে তাঁহাদের স্বপ্রকাশিত পুস্তকের সমালোচনায় গোলযোগ ঘটে।

"তার পর অবিনাশ বাবু? ভাল আছেন ত? মনতোষ বাবু ভাল আছেন? খবর সব ভাল?"

অবিনাশ আসন গ্রহণ করিয়া বলিল—"হ্যাঁ, খবর সব ভাল। কালী ভট্‌চায্যির বই একসেট বের করতে বলুন ত।"

. পান্নালালের আদেশ অনুসারে, কর্ম্মচারী একসেট ঐ পুস্তক

বাহির করিয়া অবিনাশের নিকট রাখিল। অবিনাশ এক একখানি বহি তুলিয়া, প্রথম প্রকাশের বৎসর, কোনটার কয়টা সংস্করণ হইয়াছে, মূল্য প্রভৃতি নীরবে পরীক্ষা করিতে লাগিল। একখানি বহির সদর পৃষ্ঠায় চক্ষু রাখিয়া বলিল—"এই যে লেখা রয়েছে, 'সত্ত্বাধিকারীর বিনানুমতিতে এই পুস্তকের অনুবাদ কেহ প্রকাশ করিলে, আইন অনুসারে খেসারত দিতে বাধ্য হইবেন'—তা এর অনুবাদ টনুবাদও বেরিয়েছে না কি ?"

পান্নালাল বাবু সগর্ব্বে বলিলেন—"হ্যাঁ বেরিয়েছে বৈ কি। সব বইগুলিরই অনুবাদ হয়েছে। হিন্দীতে, গুজরাটীতে, মারহাট্টিতে—অনুবাদ হয়ে গেছে। দেশ বিদেশে বইগুলির আদর। আরও অনেক ভাষায় অনুবাদ করার জন্যে কত লোকে চিঠি লেখে—কিন্তু তারা টাকা দিতে চায় না—বিনা টাকায় ত কাউকে অনুমতি দিইনে।"

"হিন্দী, মারহাট্টি, গুজরাটী অনুবাদকেরা টাকা দেয় ?"

"হ্যাঁ, রীতিমত টাকা দেয়। নইলে অনুবাদ করতে দিই ? পান্না মিত্তির তেমন ছেলেই নয়।"

"আচ্ছা, অনুবাদের জন্যে কি রকম টাকা পান ?"

ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্ন পান্নালাল এ কথার সরল উত্তর না দিয়া কহিলেন—"মারহাট্টিরাই সব চেয়ে বেশী টাকা দেয়। বিক্রীও ওদের তেমনি। এই কালী ভট্‌চায্যির এক একখানা বই, আমরা দুহাজারের করে এডিসন দিই ত; আর মারহাট্টি অনুবাদের এডিশন হয় পাঁচ হাজার করে'। আমরা বাঙ্গলা সাহিত্য বাঙ্গলা

সাহিত্য বলে যতই জাঁক করি, মারহাট্টি সাহিত্য আমাদের চেয়ে ঢের বেশী অগ্রসর—অন্ততঃ আর্থিক হিসেবে।"

অবিনাশ বলিল—"হঁ্যা তা জানি। 'মনোরঞ্জন' বলে' ওদের একখানা মাসিক পত্র আছে, তার যত গ্রাহক, আমাদের বাঙ্গলা কোনও মাসিকপত্রের অত গ্রাহক নেই।—সে যা হোক্, আপনার কাছে একটু বিশেষ কাযে এসেছিলাম, মনতোষ বাবু আমায় পাঠিয়েছেন। একটু নিরিবিলি হলে কথাবার্ত্তার স্থবিধে হত।"

"ওঃ—আচ্ছা, আস্থন।"—বলিয়া পান্নালাল বাবু অবিনাশকে দ্বিতলে তাঁহার খাসকামরায় লইয়া গেলেন।

অবিনাশ বসিয়া বলিল—"এই যে কালী ভট্‌চায্যির নভেল আপনারা ছাপান, এর রীতিমত হিসেব পত্র সব থাকে ত?"

পান্না মিত্র একটু বিস্মিত হইয়া, সন্দিগ্ধভাবে অবিনাশের মুখের পানে চাহিলেন। বলিলেন—"কেন?"

অবিনাশ গম্ভীরভাবে বলিল—"খাতাপত্র চট্‌পট্ বদলে ফেলুন।"

"খাতা বদলাব? কেন, কি হয়েচে? ইনকম্ ট্যাক্সের কোনও—"

"না, ইনকম্ ট্যাক্স নয়। আপনার নামে এক সঙ্গীন মোকর্দ্দমা হবে, তারই আয়োজন হচ্ছে।"

এ কথা শুনিয়া পান্না বাবুর মুখে ভীতিচিহ্ন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বলিলেন—"মোকদ্দমা হবে? কেন, কিসের মোকদ্দমা? কি করেছি আমি?"

"কালী ভটচাষ্যির ছেলে ললিতমোহন, আপনার নামে বিস্তর টাকার দাবীতে মোকদ্দমা করবার চেষ্টায় আছে। সে বলে, আমার বাবার বই পান্না মিত্তির কার হুকুমে ছাপিয়ে বিক্রী করে? এ ক'বছরে যত টাকা লাভ করেছে, কড়াক্রান্তি হিসেব করে' আদালতের সাহায্যে ওর কাছ থেকে আমি আদায় করে নেব।"

শুনিয়া পান্নাবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"এই কথা! তা, করুক না নালিস। কার হুকুমে ছাপিয়েছি, আদালতেই তা দেখাব। ললিত নালিস করবে! ভারি ত মুরদ ললিতের!—ষাট টাকা মাইনের গোলামী করে ত খান!"

"তাকে চেনেন নাকি?"

"চিনি বৈ কি! সে এই তিন বছর হল কলকাতায় এসেছে, আসেই ত মাঝে মাঝে আমার কাছে। আমায় বলে, ১০০৲ দিয়ে বাবার বইগুলি কিনেছিলেন, অনেক ১০০৲ ত তুলে নিয়েছেন, এখন বইগুলি আমায় দিন। আমি তাকে বলি বাপু হে! যখন আমি ১০০৲ দিয়ে কিনেছিলাম, তখন কি কেউ তোমার বাপের নাম জানত? আমি কত টাকা খরচ করে, কত কষ্ট করে, কত লোকের খোসামুদি করে বইগুলির ভাল ভাল সমালোচনা করিয়ে নাম বের করলাম, এখন কি আর দিতে পারি! আর দেবই বা কেন? প্রকাশ্য নিলেমে কিনেছি, খামকা তোমায় দিয়ে দেব?"

অবিনাশ বলিল—"কোনও দলিল আছে নাকি?"

"আছে বৈ কি। নইলে কি এম্‌নিই বই ছাপিয়ে বিক্রী করছি?"

"তবে যে ললিত বলে, কোনও দলিলপত্র নেই!"

"ললিত বল্লেই ত হবে না! আচ্ছা আপনাকেই দলিল দেখাই।"—বলিয়া পান্না মিত্র উঠিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনঃপ্রবেশ করিয়া, আদালতের মোহর-অঙ্কিত একখানি সেল সার্টিফিকেট অবিনাশের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—"এই দেখুন। আপনি ত একজন শিক্ষিত লোক, আপনি দেখুন, আমি কালী ভটচায্যির বই বিনা অধিকারে ছেপেছি, কি ছাপবার আমার অধিকার আছে!"

অবিনাশ দেখিল, সেল সার্টিফিকেটে বিক্রীত দ্রব্যের তালিকায় আলমারি, পুরাতন পুস্তকগুলির সংখ্যা এবং পাণ্ডুলিপি পাঁচখানির উল্লেখ রহিয়াছে। দেখিয়া বলিল—"হ্যাঁ, এই ত লেখা রয়েছে। 'উক্ত মৃতকের হস্তলিখিত পুঁথি ৫ খানি।'—পাঁচখানিই ত বই কালী ভটচায্যির? এই ত রীতিমত দলিল রয়েছে। যাক্, একটা মস্ত ভাবনা গেল।"

পান্না মিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ দুর্ব্বুদ্ধি আবার ললিতের কবে থেকে হল? কে তাকে নাচাচ্ছে বলতে পারেন?"

"কি জানি, তা ত জানিনে। মনতোষ বাবু ললিতের কাছেই শুনেছেন। কালী ভটচায্যি নাকি মনতোষ বাবুর ছেলেবেলাকার বন্ধু ছিলেন। ললিত কাল মনতোষ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সে চলে গেলেই মনতোষ বাবু আমাকে বল্লেন, ওহে যাও, পান্নাবাবুকে এই খবরটা দিয়ে এস, তিনি আমাদের কাগজের

একজন প্রধান বিজ্ঞাপনদাতা, অনেক টাকা খেয়েছি তাঁর, এখনও প্রায় দেড়শ' টাকার বিল বাকী রয়েছে—তাঁকে সাবধান করে দিয়ে এস—কি জানি বলা ত যায় না, যদি শেষে ডিক্রী ফিক্রীই হয়ে যায়—তাঁর যা করবার কর্ম্মাবার এইবেলা যেন সেরে ফেলেন।'—খাতা বদলাবার কথাটা স্পষ্ট করে বল্লেন না, ঐ রকম করে ইঙ্গিতেই জানালেন। আমারও মশায়, কথাটা শুনে অবধি, ভারি ভাবনা হয়েছিল; তাই এসেই প্রথমে বইগুলো চেয়ে নিয়ে দেখ্‌লাম, কোনটার ক'টা করে সংস্করণ হয়েছে। ও বই পাঁচখানা থেকে আপনার খুব লাভ হয় বোধ হয়?"

পান্না মিত্র সাবধানে বলিল—"হ্যাঁ—তা কিছু কিছু হয় বৈ কি! তবে বাজার বড় ডল্‌।"

"যথেষ্ট বিক্রী হওয়াই ত উচিত। অমন সব ভাল ভাল বই! বঙ্কিমের পর অমন বই কেউ ত আর লিখতে পারলেন না—যতই যিনি বিজ্ঞাপন দিন! আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি মশায়।"

পান্না মিত্র অবিনাশের সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া কথা কহিতে কহিতে দরজা অবধি আসিল। শেষ বিদায় লইয়া, হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অবিনাশ বলিল—"হ্যাঁ, ভাল কথা। আমাদের টাকার বড় টানাটানি যাচ্ছে পান্না বাবু। শ্রাবণ সংখ্যার জন্যে কাগজ এখনও কিন্‌তে পারিনি। আপনার বিজ্ঞাপনের টাকাটা কি—"

পান্না বাবু বলিলেন—"দরোয়ান পাঠিয়ে দেবেন। কালই ওটা পেমেন্ট করে দেব।"

"বেশ। এখন আসি তবে—নমস্কার"—বলিয়া অবিনাশ

বিদায় লইল। সম্মুখেই হাইকোর্টগামী একখানা ট্র্যাম আসিতেছিল, ছুটিয়া গিয়া তাহাতে আরোহণ করিল।

হাইকোর্টে পৌছিয়া উকীল লাইব্রেরিতে প্রবেশ করিতেই, "কি অবিনাশ বাবু, কি মনে করে?" বলিয়া চারি পাঁচজন নব্য উকীল তাহাকে সম্ভাষণ করিলেন। ইঁহাদের কেহ 'আর্য্যশক্তি'র লেখক, কেহ গ্রাহক।

অবিনাশ বলিল—"আপনাদের কাছেই এসেছি। একটা আইনের পরামর্শ দিন ত আপনারা।"

একটি নিভৃত টেবিল অন্বেষণ করিয়া সকলে গিয়া উপবেশন করিলে, নামধাম গোপন করিয়া সমস্ত ব্যাপারটি অবিনাশ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল—"এতে কি বইগুলোর কপিরাইট গেছে?"

একজন উকীল বলিয়া উঠিলেন—"সার্টেন্‌লি নট্। কপিরাইট্ যাবে কি জন্যে?"

অন্যান্য উকীলেরাও বলিলেন—"না, কপিরাইট বিক্রী হয়নি।"

অবিনাশ বলিল—"কিন্তু বিক্রী ত হয়েছে! কি বিক্রী হল তা হলে?"

প্রথমোক্ত উকীল বলিলেন—"থান কতক হাতের লেখা কাগজ। কপিরাইট্ ইজ্ কোয়াইট্ এনাদার থিং! ধরুন, বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে, তাঁর বিষবৃক্ষ বইখানির মূল পাণ্ডুলিপি আছে। একজন পাণ্ডুলিপি সংগ্রাহক, ইংরেজিতে যাকে ম্যানস্ক্রপ্ট হাণ্টার বলে, গিয়ে যদি ৫০০ টাকা দিয়ে পাণ্ডুলিপি ওঁদের কাছ থেকে কিনে আনে, তাহলে কি বিষবৃক্ষের কপিরাইট্ তার হয়ে

গেল? কপিরাইট্ বিক্রী তাকে বলে না। আপনার এ কেসে কপিরাইট বিক্রী হলে সে কথা সে সার্টিফিকেটে খুলে স্পষ্ট করে লেখা থাকত।"

অবিনাশ হাসিয়া বলিল—"দেখবেন, আপনাদের এ মতটি খুব পাকা ত?"

একজন উকীল চট্ করিয়া উঠিয়া গিয়া লাইব্রেরি হইতে এক খানি বহি লইয়া আসিলেন। সকলে মিলিয়া সেখানির এক অংশ পাঠ এবং আলোচনা করিয়া বলিলেন—"না, কপিরাইট্ যায়নি।"

অবিনাশ প্রফুল্লমনে 'আর্য্যশক্তি' আপিসে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু মনতোষ বাবুর নিকট কোনও কথা ব্যক্ত করিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আজ রবিবার। সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে অবিনাশেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছে। সে স্নানাদি করিয়া, বেলা আটটার মধ্যেই আসিয়া পৌছিল।

মনতোষ বাবু বাড়ী ছিলেন না। অবিনাশ একবারে অন্তঃপুরে গিয়া গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। সে বৎসর পশ্চিম ভ্রমণ করিয়া ফিরিবার পর হইতে এ বাড়ীতে অবিনাশের খুব আদর বাড়িয়া গিয়াছে। তখন হইতে ঘরের ছেলের মতই অন্তঃপুরেও তাহার অবাধ গতিবিধি। গৃহিণীকে গিয়া বলিল—"মা,

ললিত ছেলেটির বিষয় কর্ত্তা কি আপনাকে কিছু বলেছেন? আচ্ছা, ওর সঙ্গে মণিমালার বিয়ে দিলে কেমন হয়?"

"হ্যাঁ, বলেছেন। দেখতে শুনতে, লেখাপড়ায় ছেলেটি ত ভালই শুনছি। তোমাকেই ত ঘটকালির ভার দিয়েছেন বল্লেন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কিছু কয়েছ না কি?"

"না, এখনও কইনি। তার আগে একটু গোড়া বাঁধতে হবে মা। এক কায করুন।"

"কি, বল।"

"ললিত আজ এলে, তাকে একবার মণিমালাকে দেখিয়ে দিন। বেশী কিছু সাজ গোজের করে দেবেন না, বুঝেছেন—'মেয়ে দেখাচ্ছে'—এটা তার মনে সন্দেহ না হয়। একখানা কালাপেড়ে দেশী শাড়ী, আর ওরই মধ্যে সুশ্রী একটা জ্যাকেট পরিয়ে দেবেন, কপালে একটা কাঁচপোকার টিপ, গহনা টহনা বেশী নয়। মুখে পাউডার টাউডার যদি দিতে হয় ত অতি যৎ-সামান্য, বুঝেছেন? আমরা যখন খেতে বসব, মণি কর্ত্তার কাছে বসে তাঁকে হাওয়া করবে। আজকালকার ছেলে কিনা, দেখুক আগে। তার পর সুবিধে মত আমি কথা পাড়ব—যা যা করতে হয় করব।"

গৃহিণী সম্মত হইলেন।

* * *

ললিত আহারাদির পর গৃহিণীকে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—"কাকীমা, এখন আসি তা হলে?"

গৃহিণী বলিলেন—"এখনই চল্লে বাবা? এই দুপুর রোদ্দুরে না গেলে কি হত না?—এইখানেই এখন একটু বিশ্রাম করনা, বিছানা করে দিক্।"

ললিত বলিল—"না কাকীমা, আমার অনেক কায রয়েছে—এখন বাসাতেই যেতে হবে। আবার আসব একদিন।"

"আসবে বৈকি বাবা। ওঁদের দুজনে যে রকম বন্ধুত্ব ছিল, তোমার মার সঙ্গে আমার যে রকম আত্মীয়তা ছিল, তোমায় ত পর বলে মনে হয় না, যেন ঘরের ছেলেটি বলেই মনে হয়। ঘরের ছেলের মত আসবে, যাবে। এইখানেই এখন থাক না দিন কতক। বাসায় খাবার দাবার কষ্ট!"

মাতৃবিয়োগের পর হইতে এমন মিষ্ট স্নেহপূর্ণ কথা ললিতকে কেহই বলে নাই। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল এই সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে। কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—"বাসায় থেকে থেকেই অভ্যাস হয়ে গেছে কাকীমা, এখন আর কোনও কষ্ট বোধ হয় না। তা ছাড়া আমার আপিসও এখান থেকে অনেকটা দূর হবে। মাঝে মাঝে আসব, দেখাশুনা করে যাব।"

"আবার কবে আসবে?"

ললিত একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"পশু´ বিকেলে আসব কাকীমা।"

নীচে নামিয়া গিয়া ললিত দেখিল, আপিস ঘরে বসিয়া অবিনাশ প্রুফ সংশোধন করিতেছে। ললিতকে দেখিয়া সে বলিল—"চল্লেন না কি?"

"হ্যাঁ, এবার যাই।—আপনার শ্রাবণের কাগজ এরই মধ্যে সুরু হয়ে গেছে না কি ?"

"হ্যাঁ, দ্বিতীয় ফর্ম্মার অর্ডার প্রুফ এসেছে। প্রথম ফর্ম্মায় আপনার একটা কবিতা গেছে যে।"

ললিত একথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল—"গেছে নাকি ? কোনটা ?"

"শ্রাবণের মেঘ"—বলিয়া অবিনাশ দেরাজ টানিয়া তাহার মধ্য হইতে প্রথম ফর্ম্মার ছাপা ফাইলটি বাহির করিল। ললিতের হস্তে সেটি দিয়া বলিল—"এই দেখুন।"

ললিত দেখিল, প্রথম পৃষ্ঠাতেই তাহার "শ্রাবণের মেঘ" ছাপা হইয়াছে। দেখিয়া তাহার মন উল্লাসে যেন নৃত্য করিয়া উঠিল। নিজের রচনা ছাপার অক্ষরে দেখিবার সৌভাগ্য ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তাহার হয় নাই। নিবিষ্টচিত্তে সেটি সে পাঠ করিতে লাগিল। অবিনাশ তাহার অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়া একবার হাসিল, কারণ এ ব্যাপারটি তাহারই কীর্ত্তি। মনতোষ বাবু কবিতাটিকে 'রাবিশ' আখ্যা দিয়াছিলেন, ছাপিতেই চাহেন নাই—অবিনাশ অনেক করিয়া বুঝাইয়া তাঁহাকে সম্মত করিয়াছিল।

কবিতাটি পাঠ করিয়া ললিত বলিল—"এ যে একেবারে প্রথম পৃষ্ঠাতেই দিয়েছেন !"

অবিনাশ বলিল—"কবিতাটি মনতোষ বাবুর ভারি পছন্দ হয়েছে কি না ! তিনি বল্লেন, 'এ রকম ভাল কবিতা খুব কমই আমরা পেয়ে থাকি ; এটিকে প্রথম পৃষ্ঠাতেই দিয়ে দাও।'—আরও একটি কবিতা আপনি দিয়ে গেছেন না ? বোধ হয় শেষের দিকে সেটিও যাবে।"

এই কথাগুলি শুনিয়া ললিত একবারে মোহিত হইয়া গেল। বলিল—"সে কবিতাটি মনতোষ বাবুর কেমন লেগেছে আপনাকে বলেছেন নাকি ?"

"না, তা এখনও বলেন নি। তবে একটি কথা আমায় বলেছেন, সেটি আপনার কাছে প্রকাশ করা আমার উচিত কি না তাই ভাবছি।"—বলিয়া অবিনাশ ললিতের পানে সহাস নেত্রে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল—"বলেই ফেলি। আপনার কবিতা পড়ে মনতোষ বাবু আমায় বল্লেন—'ওহে, এ যে একটা জীনিয়স্! —এতদিন এ ছিল কোথা ? যে রকম দেখছি, কালে এ একজন খুব উঁচুদরের কবি হবে। ভাগ্যিস অন্য কাগজে না গিয়ে আমাদের কাগজেই প্রথম এসেছে! খুব সাবধান, দেখো যেন ছোকরা আমাদের হাতছাড়া না হয়ে যায়। তুমি খুব ঘন ঘন ওর বাসায় যেতে আরম্ভ কর—ওর সঙ্গে খুব ভাবসাব করে নাও—এইবেলা ওর কাছ থেকে কথা নিয়ে নাও যেন অন্য কোনও কাগজে ও কবিতা না দেয়।'—যান মশাই, ঘরের খবর সব আপনাকে বলেই ফেল্লাম—আমি সরল মানুষ!"—বলিয়া অবিনাশ হাসিতে লাগিল।

ললিত আহ্লাদে অভিভূত হইয়া বলিল—"তা, আমার কবিতা যদি আপনাদের ভাল লাগে, আপনারা ছাপেন, তবে অন্য কাগজে কখনই যাব না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

ললিতের অন্য কাগজে না যাইবার অপর কারণও ছিল—তাহার বহু কবিতাই অন্যান্য অনেক কাগজের আপিস হইতে ইতিপূর্ব্বে ফেরৎ আসিয়াছে। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিবার কোনও

প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করিল না। মনতোষ বাবুর সুদুর্লভ কাব্যবিচারশক্তি দেখিয়া সে চমৎকৃত হইয়া গেল; এবং সেই অসাধারণ গুণসম্পন্ন পুরুষের প্রতি তাহার মন আত্যন্তিকী ভক্তিতে একবারে অবনত হইয়া পড়িল। সে যে একটা জীনিয়স্ এবং তাহার কবিতাগুলি যে যথার্থই অতি উচ্চশ্রেণীর, সে বিষয়ে মনতোষ বাবুর সহিত তাহার কিছুমাত্র মতভেদ ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অবিনাশ অতঃপর ঘন ঘন ললিতের বাসায় যাতায়াত আরম্ভ করিল। ললিতও প্রায়ই নিমন্ত্রিত হইয়া মনতোষ বাবুর বাড়ীতে আসে, আহারাদি করে, ঘরের ছেলের মত গৃহিণীর সহিত, মণি-মালার সহিত বসিয়া হাসি রঙ্গ গল্প গুজব করে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলির সহিত খেলা করে।—বাসায় ফিরিবার সময় নীচে নামিয়া আফিস ঘরে গিয়া আটক পড়িয়া যায়; অবিনাশের সহিত দুই এক ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়। অবিনাশ তাহার কবিতার অজস্র প্রশংসা করিয়া করিয়া অতি শীঘ্রই তাহার মনটিকে জয় করিয়া লইল। উভয়ের মধ্যে বয়সের পার্থক্য খুব বেশী নহে, সুতরাং ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধটা সখ্যে পরিণত হইতে অধিক দিন লাগিল না। "অবিনাশ বাবু" দেখিতে দেখিতে "অবিনাশ দা" হইয়া গেল—ক্রমে এখন দাঁড়াইয়াছে শুধু 'অবিনাশ'।

একদিন বৈকালে গোলদীঘির ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে

ললিত বলিল—"অবিনাশ, তুমি এত লেখা পড়া শিখেছ, ৫০৲ মাইনের সহকারী সম্পাদকী আর কত কাল করবে? তোমার পরিবারটি ত নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। অন্য কোনও চাকরির চেষ্টা দেখনা কেন? ৫০ টাকায় তোমার চলে?"

"তা কি আর চলে? পৈতৃক কিছু টাকা আছে তার সুদ পাই, খানকতক বই লিখেছি তা থেকে কিছু পাই, ছোট ভাইটি চাকরি করে' কিছু আনে, সব মিলিয়ে কোনও গতিকে সংসার চালাই। অন্য চাকরি এখন আর কে দেবে ভাই? তবে ব্যবসার একটা মৎলব আছে—দেখি কি হয়।"

"কি ব্যবসা?"

"একখানা বইয়ের দোকান খুলব। বেশ লাভ। নিজের বইগুলো ত রয়েইছে। ঔপন্যাসিক অনাদি বাবুও হাতে আছেন, তাঁর বই টইও পাবলিশ্ করা যাবে। আর্য্যশক্তিখানা রয়েছে, সমালোচনার সুবিধে হবে। বিজ্ঞাপনগুলোও অর্দ্ধমূল্যে হবে, মনতোষ বাবু ভরসা দিয়েছেন।"

"কবে দোকান খুলবে?"

"শীগ্গিরই। পূজোর আগেই। হয়ত বা শ্রাবণের মাঝামাঝিই খুলে ফেলব। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে একটি ঘরও ঠিক করেছি।"

"দোকান চালাবে কে?"

"ভাইটেকেই দোকানে বসাব। রেল আপিসে বেরোয়, কুড়িটি টাকা পায়, তাও অস্থায়ী চাকরি। সে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওকেই দোকানে বসাব। আর আমিও অবসর মত

দোকানে বসব। তোমার বাবার বইগুলো যদি এ সময় হাতে থাকত! তা হলে ভারি সুবিধে হ'ত হে!"

দিন দুই পরে অবিনাশ বলিল—"ওহে ললিত দেখ, একটা মৎলব আমার মাথায় এসেছে।"

"কি?"

"কিন্তু ভারি গোপনীয় কথা ভাই। মনতোষ বাবুর কাছে কিম্বা গিন্নীর কাছে, এমন কি মণিমালার সঙ্গেও কথায় কথায় যদি প্রকাশ না কর তবে বলি।"

"তুমি যখন অত করে বারণ করছ, নিশ্চয়ই আমি প্রকাশ করব না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। এখন ব্যাপারটা কি শুনি?"

অবিনাশ অত্যন্ত নিম্নস্বরে বলিল—"পান্না মিত্তির তোমার বাবার বইগুলি এক রকম ফাঁকি দিয়েই কিনে নিয়েছে বলতে হবে। ওর সঙ্গে শঠে শাঠ্যং করে দেখ্‌লে হয় না?"

"কি রকম?"

"এই ধর, তুমিই ত তোমার বাপের একমাত্র উত্তরাধিকারী। তোমার বাপের যা কিছু ছিল, সবই এখন তোমার। তুমি আমায় একখানা দলিল লিখে দাও যে 'এতদ্দ্বারা আমার পিতাঠাকুরের পুস্তকগুলির কপিরাইট আমি শ্রীযুক্ত অবিনাশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এত টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতেছি।' কিছু টাকাও তোমায় আমি দেব তার জন্যে, নইলে বিক্রীটা আইনসঙ্গত হবে না।—তারপর, দোকান খুলেই ঐ দলিলের বলে আমি তোমার বাবার বইগুলি ছাপাতে আরম্ভ করে দেব।"

ললিত বলিল—"পান্না মিত্তির নালিশ করবে না?"

"করুক। আমার মামাশ্বশুর হাইকোর্টের উকীল, আমার এক পয়সা উকীল খরচা নেই। হাইকোর্টে মামলা হতেও দুটি বছর লাগে। এ দু বছর ত তোমার বাবার বই আমি দেদার বিক্রী করে নিই! পান্না মিত্তির যা দাম রেখেছে, আমি প্রত্যেক বইয়ের দাম তার চেয়ে চার আনা কম রাখব। সবাই আমার দোকান থেকে কিনবে! তারপর, ক্রমশঃ যা দাঁড়াবে—অন্ততঃ আমার বিশ্বাস যা দাঁড়াবে—তাও :বলি। পান্না যখন দেখবে, মোকর্দ্দমা করতে করতে টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে, দোকানের কায ফেলে কাগজের তাড়া বগলে উকীল বাড়ী আর হাইকোর্ট ছুটো-ছুটি করতে করতে প্রাণান্ত হয়ে যাচ্চে, তখন সম্ভবতঃ একটা আপোসের প্রস্তাব করবে। তখন আমি তাকে বলব, সবগুলো না দাও, অন্ততঃ খানকতক বইয়ের কপিরাইট আমায় লিখে দাও। যদি দুখানাও পাওয়া যায় ত সেই বা মন্দ কি? ঘরপোড়া বাঁশ, যা উদ্ধার হয় রে ভাই! কি বল, দেবে?"

ললিত বলিল—"আচ্ছা, ভেবে চিন্তে তোমায় আমি বলব।"

পরদিন ললিত বলিল—"দেখ ভাই, এ বিষয়ে আমি অনেক ভেবে চিন্তে দেখ্‌লাম। লিখে তোমায় আমি দিতে পারি এখনি। কিন্তু আমার ভয় হয়, শেষে এই নিয়ে তুমি হয়ত জেরবার হয়ে পড়বে। উকীলের ফী না লাগলেও, আরও কত রকম খরচ ত আছে। হাইকোর্টে মোকর্দ্দমা চালানো কি সোজা কথা দাদা? পান্না মিত্তির যদি আপোস নাই করে—শেষে মায় খরচা বদি.

তোমার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয়— তখন তুমি করবে কি? না না— ও সব ফন্দি ছেড়ে দাও।"

অবিনাশ কিন্তু দেখা হইলেই ললিতকে এ বিষয়ে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু ললিত কিছুতেই রাজি হয় না, অবিনাশও ছাড়ে না। শেষে ললিত বলিতে লাগিল—"আচ্ছা তুমি দোকানই ত খোল আগে, তারপর যা হয় করা যাবে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আষাঢ়ের শেষ সপ্তাহ। ভোর হইতে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব্বদিকের জানালা দিয়া আকাশ যতটা দেখা যাইতেছিল, তাহা মেঘে মেঘে পরিপূর্ণ। মেসের বাসায়, কেওড়া কাঠের তক্তপোষের উপর বসিয়া ললিত এক পেয়ালা চা নিঃশেষ করিয়া, একখানি নূতন এক্সারসাইজ খাতা খুলিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিল। এই কয়দিনে, প্রায় প্রত্যহই একটা করিয়া কবিতা সে লিখিয়া ফেলিয়াছে। শুনিতে পাই, ফুল ফুটিবার পক্ষে দক্ষিণ বাতাস যেমন উপকারী, কবিত্বের পক্ষে কাব্যরসিকের প্রশংসাবাদও নাকি সেইরূপ। বলা বাহুল্য, এ দুই তিন সপ্তাহ ধরিয়া অবিনাশই এই কাব্যকাননে দক্ষিণ বাতাসের কায করিয়াছে।

আগামী সংখ্যা 'আর্য্যশক্তি' যতখানি ছাপা হইয়াছে, তাহাতে ললিতের উভয় কবিতাই গিয়াছে। অবিনাশ বলিয়াছে—"শেষের দিকের জন্যেও তোমার একটি কবিতা চাই—এ মাসে ভাল

কবিতার আমাদের বড়ই অভাব।”—ললিতের খাতায় পূর্ব্বলিখিত কবিতা অবশ্য অনেকগুলিই আছে—কিন্তু এবার সে একটি নূতন কবিতা দিবে; এবং এরূপ করিবার একটা গভীর উদ্দেশ্যও তাহার আছে। ও বেলা মনতোষ বাবুর বাড়ী তাহার চা পানের নিমন্ত্রণ আছে—কবিতাটি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে।

আকাশে মেঘ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে—মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিতেছে। ললিত লিখিতেছে—মাঝে মাঝে পেন্সিল উঠাইয়া চিন্তা করিতেছে,—আবার লিখিতেছে। এইরূপ ঘণ্টা-খানেক লিখিবার পর কবিতাটি শেষ হইল, ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টিও আবার নামিল।

ললিত তখন খাতা বন্ধ করিয়া, জানালা দিয়া বৃষ্টি দেখিতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল। সারাদিন যদি এ রকম বৃষ্টি থাকে, তবে ওবেলা নিমন্ত্রণে যাওয়ার কি হইবে? ভিজিতে ভিজিতে গিয়া উপস্থিত হইলেই বা তাঁহারা মনে করিবেন কি? অথচ না গেলেও যে নয়! দুই দিন মনতোষ বাবুর বাড়ী সে যায় নাই—এ দুইদিন তাহার কাছে বড়ই নীরস মনে হইয়াছে, বড় কষ্টে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়াছে। কারণটা গোপনীয়। বৃষ্টি কি তাহার সঙ্গে এমন করিয়াই বাদ সাধিবে?

ক্রমে সে মনে মনে স্থির করিল, ভদ্রলোককে কথা যখন দিয়াছে, তখন তাহা রক্ষা করিতেই হইবে—ঝড়ই হউক, জলই হউক আর বজ্রপাতই হউক!

হঠাৎ সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ হইল। ললিত দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আসিয়া দাঁড়াইল—অবিনাশ।

বেচারী আপাদ মস্তক জলে ভিজিয়া গিয়াছে। তাহার বন্ধ ছাতার ডগা দিয়া জলের ধারা নামিতেছে।

"একি অবিনাশ—একি—অঁ্যা ?—ভয়ানক ভিজে গেছ যে !"

অবিনাশ হাসিতে হাসিতে বলিল—"হ্যাঁ, অবস্থা শোচনীয়। ট্র্যাম থেকেও নামলাম, বৃষ্টিটেও জোরে এল। এইটুকু আস্‌তে আস্‌তেই দেখ না ব্যাপার !"—ছাতাটি বারান্দায় রাখিয়া, জুতা যোড়াটি খুলিয়া অবিনাশ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল।

ললিত বলিল—"ইস্‌—কাপড় জামা চাদর বিলকুল ভিজে গেছে যে হে ! ছেড়ে ফেল ছেড়ে ফেল—আমি শুক্‌নো কাপড় জামা বের করে দিই।"

ভিজা পিরাণ খুলিয়া ফেলিয়া, গামছায় গা হাত পা মুছিয়া অবিনাশ শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিল। ললিতের গেঞ্জি তাহার গায়ে একটু আঁটো হওয়ায়, তাহা রাখিয়া কোঁচার খুঁটে দেহ আবৃত করিয়া লইল। ঝি আসিয়া ভিজা কাপড়গুলি নিংড়াইয়া শুকাইবার জন্য বারান্দায় টাঙ্গাইয়া দিল।

অবিনাশ বসিয়া বলিল—"কৈ, আমার কবিতা দাও।"

ললিত বলিল—"তুমি কি কবিতার জন্যে এসেছ এতদূর, এই জলে বৃষ্টিতে ?"

"তবে আর কিসের জন্যে বল ! তুমি ত আমায় নেমন্তন্ন কর নি !"—বলিয়া অবিনাশ হাসিতে লাগিল।

ললিত বলিল—"ও বেলা ত তোমাদের ওখানে যেতেই হবে কি না, কবিতাটি সঙ্গে করেই নিয়ে যাব ভেবেছিলাম। সকালে উঠেই লিখতে বসেছিলাম—এই কতক্ষণ হল শেষও করেছি।"

"কৈ কৈ—দেখি ?"

ললিত বলিল—"এখনও সংশোধন করিনি ত, আগে সংশোধন করি তার পর দেখো।"

"না—না—দাও, দেখি। যা হয়েছে তাই দেখি।"

"এখনও ঠিক মনের মতনটি হয় নি হে! এখনও অনেক জায়গায় বদলাতে টদলাতে হবে!"

"বেশ ত, এস না, দু'জনে একসঙ্গে পড়তে পড়তেই বদলান যাক্। কৈ, বের কর। এই খাতা খানি বুঝি?"—বলিয়া অবিনাশ খাতাখানি খুলিয়া ফেলিল। প্রথম পৃষ্ঠায় চক্ষু রাখিয়া বলিল—"শ্রাবণ-নিশীথে—বাঃ বাঃ—নামটি ত বড় চমৎকার হয়েছে!"—বলিয়া মনে মনে পাঠ করিতে লাগিল। পাঠশেষে খাতাখানি বন্ধ করিয়া, জানালা দিয়া মেঘপ্লাবিত আকাশের পানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিল—"বাঃ—সুন্দর! অতি সুন্দর।" শেষে ললিতের মুখপানে চাহিয়া, মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে গদ্গদভাবে বলিল—"সার্থক কলম ধরেছিলে ভাই!"

ললিত লজ্জা ও পুলক জড়িত কণ্ঠে বলিল—"যাও যাও—ঠাট্টা করতে হবে না।"

অবিনাশ বলিল—"না, ঠাট্টা করিনি ভাই, বাস্তবিকই কবিতাটি অতি চমৎকার হয়েছে। এতকাল সহকারী সম্পাদকী করছি—কত হাজার হাজার কবিতা ঘেঁটেছি, কিছু কিছু বুঝি ত! এ রকম কবিতা, সচরাচর আমরা পাইনে! যেমন ভাষার সরলতা, তেমনি ভাবের নূতনত্ব!"—বলিয়া খাতাখানি আবার সে খুলিল। পড়িতে লাগিল—

"দেখিতেছি বসে বসে বাতায়ন পথে,
মেঘরাজা উঠিয়াছে আকাশের রথে।

বাঃ—উপমাটি একেবারে নতুন। মাইকেল লেখেনি, হেম বাঁড়ুযো লেখেনি, রবি ঠাকুর লেখেনি।

থেকে থেকে ছুটে এসে সৌদামিনী রাণী,
করিছেন প্রিয়তম সাথে কাণাকাণি।
দেখিয়া এ দৃশ্য হায়, অন্তর আমার,
না জানি কিসের লাগি করে হাহাকার!"

খাতা হইতে চক্ষু তুলিয়া, বাহিরে আকাশের দিকে চাহিয়া, আপন মনেই অবিনাশ মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল—"করে হাহাকার! —করে হাহাকার!—বাঃ, অতি সুন্দর!"

এইরূপে কয়েক মুহূর্ত্ত কবিত্বরস টুকু উপভোগের ভাণ করিবার পর অবিনাশ আবার পড়িতে লাগিল—

"সেদিন, যেদিন তারে দেখিনু প্রথম,
ভরে গেল আঁখি তার রূপে অনুপম।
নয়নের নিদ্রা গেল, বয়নের হাসি,
তারই মুখ স্মরি আর আঁখিজলে ভাসি।
শ্রাবণ-নিশীথ আজি আঁধারে মগন,
হায় হায়, কোথা মোর হৃদয়ের ধন!"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া অবিনাশ হঠাৎ থামিল। কৌতুকের সহিত ললিতের মুখপানে দুই একবার চাহিল। শেষে বলিল—"কি হে ভায়া, ব্যাপার কি? কারু সঙ্গে প্রেমে পড়েছ না কি?"

ললিত মুখ ফিরাইয়া বলিল—"প্রেমে না পড়লে বুঝি কবিতা লেখা যায় না ?"

অবিনাশ বলিল—"তা যাবে না কেন ? যায়—আমাদের মনতোষ বাবু বলেন, কল্পনাশক্তির বলে লেখা যায়। হ্যাঁ—তার পর—

কেন বা দেখিনু তারে, লভিনু কি ফল ?
না জানি সে মোর ভাগ্যে সুধা কি গরল।
পোহাইবে এ আঁধার শ্রাবণ-রজনী,
আকাশে উদিবে পুনঃ নব দিনমণি।
আমার এ জীবনের অন্ধকার রাতি
পোহাবে কি ?—দেখিব কি দিবাকর ভাতি ?

—আচ্ছা ভাই, তুমি সত্যিই বলছ এ একবারে নিছক কল্পনা ?"

ললিত কোনও উত্তর না দিয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল।

অবিনাশ আবার খাতাখানির উপর দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"শেষের ষ্ট্যানজাটিই সব চেয়ে সুন্দর হয়েছে—

নাহি জানি আছে কিবা বিধাতার মনে—
পাব কি পাব না তারে কভু এ জীবনে !
যদি পাই—মোর তুল্য কেবা সুখী ভবে ?
নাহি পাই—সারা জন্ম কাঁদিতেই হবে !
পাই বা না পাই তারে—এ জীবন ভরি
সে-ই রবে হয়ে মোর হৃদয়-ঈশ্বরী।—

—একেবারে গ্র্যাণ্ড, সিম্প্লি গ্র্যাণ্ড ! কবিতা যদি বলতে হয়,.

তবে এই রকম রচনাকেই। আজকাল সব কবি হয়েছেন, কেবল শব্দাড়ম্বর! ভাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই। কেমন ছোট ছোট সহজ কথায় তুমি লিখেছ, অথচ রসের ফোয়ারা ছুটেছে!"

ললিত বলিল—"তুমি ত আমার সব কবিতাই সোণার চোখে দেখ! মনতোষ বাবুর পছন্দ হবে কিনা তাই বল।"

অবিনাশ উত্তেজিত স্বরে বলিল—"হবে না আবার! তিনি একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। তাঁর মত কাব্যরসিক সম্পাদক বাঙ্গালায় ক'টা আছে? যাক্, এবার আমাদের আর্য্যশক্তিকে, অন্ততঃ কবিতায়, অন্য কোনও কাগজ হটাতে পারছে না!"

অতঃপর দুই বন্ধুতে মিলিয়া আর্য্যশক্তি সম্বন্ধে, বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য সম্বন্ধে, মনতোষ বাবুদের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। মণিমালার বিবাহের কথাও উঠিল। অবিনাশ বলিল—"মণিমালার বিয়ে কি আর এতদিন বাকী থাকে—এতদিন কোন কালে হয়ে যেত। মনতোষ বাবু যে গোঁ ধরে আছেন, নিজে সাহিত্যিক, সাহিত্যিক ছাড়া আর কাউকে জামাই করবেন না। এই এক বাধা। দ্বিতীয় বাধা—বরপণের উনি ভয়ানক বিরোধী কিনা, আর্য্যশক্তিতে এ সম্বন্ধে ওঁর কয়েকটা প্রবন্ধ বেরিয়ে গেছে, পড়েছ বোধ হয়। বরপণ স্বরূপ এক পয়সা দেবেন না—কেউ মাথা খুঁড়লেও না,—তাতে মেয়ের বিয়ে হয়, বহুৎ আচ্ছা, না হয়, মেয়ে আইবুড়ই থাকবে—এই তাঁর মত। এক পয়সা নেবে না, এ রকম সাহিত্যিক কোথা খুঁজে পাওয়া যাবে বল! একটা প্রস্তাব এসেছে, দেখা যাক্ কি হয়। মনতোষ বাবুর ত খুব ইচ্ছে আছে—কিন্তু ওঁর স্ত্রী রাজি হচ্ছেন না।"

অবিনাশ লক্ষ্য করিল, এ কথা শুনিয়া ললিতের মুখ যেন পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। ক্ষীণস্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল—"কার সঙ্গে ?"

অবিনাশ নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে বলিল—"ঢাকার অনাদি বাবুর সঙ্গে—ঔপন্যাসিক অনাদি বাবু আর কি। ঢাকায় তিনি ওকালতী করেন। খুব পশার। গত ফাল্গুন মাসে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। মাসখানেক হল তিনি এখানে এসেছিলেন, মণিমালাকে দেখে তাঁর ভারি পছন্দ হয়েছে। নিজে লজ্জায় মনতোষ বাবুকে বলতে পারেন নি। আমায় এসে ধরলেন। বল্লেন—'এটি ভায়া তোমায় যেমন করে হোক্ করে দিতেই হবে। মনতোষ বাবুকে বোলো তাঁর মতামত আমি জানি। সিকি পয়সা আমি নেব না। মেয়েকে গহনা টহনাও কিছু তাঁকে দিতে হবে না; গায়ে হলুদের তত্ত্বে আমি গা সাজান সমস্ত গহনা পাঠিয়ে দেব।' তাঁর এই কথা শুনে হেসে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমায় ঘটকালি কি দেবেন বলুন দেখি ?' তিনি বল্লেন, 'এবার যে উপন্যাস আমার বেরুবে, সেখানি তোমার নামে উৎসর্গ করব।'—আমি বল্লাম, 'আচ্ছা, চেষ্টা দেখি।'—শুনে, মনতোষ বাবু সহজেই রাজি হলেন। বল্লেন—'পাত্রটি ত খুবই ভাল, যেমন বিদ্বান তেমনি প্রতিভাশালী। উপন্যাস লিখে নামও যথেষ্ট হয়েছে। ওকালতীতে টাকাও পান বিস্তর। আমার ত খুবই মত আছে। গিন্নী কি বলেন দেখি।' —ওঁর স্ত্রী কিন্তু দোজবরে শুনে একদম বেঁকে বসলেন। একে দোজবরে, তায় আবার তিন চারটি ছেলে মেয়ে আছে কি না! কর্ত্তা কত বলছেন, 'হলেই বা দোজবরে। বয়স ত এমন কিছু

বেশী নয়, এই বিয়াল্লিশ কি তেতাল্লিশ !' গিন্নীকে কত বোঝাচ্ছেন। এখন নাকি গিন্নী অনেকটা নরম হয়েছেন শুনছি। দেখা যাক কতদূর কি হয়।"—বলা বাহুল্য, অনাদি বাবু সংক্রান্ত সমস্ত কথাগুলিই অবিনাশের স্বকপোল-কল্পিত।

ললিত কি যেন বলি বলি করিতে লাগিল। তাহার ওষ্ঠযুগলও অল্প নড়িয়া উঠিল, কিন্তু কোনও বাক্য নিঃসৃত হইল না। অধোমুখে মৌনভাবে সে বসিয়া রহিল।

জলটা এতক্ষণে ছাড়িয়া গিয়াছিল। অবিনাশ বলিল—"বেলা হল ভাই, এখন তা হলে উঠি।"

ললিত কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"তোমার কাপড় জামা ত শুকোয় নি অবিনাশ। আমার জামাও ত তোমার গায়ে হবে না। এইখানেই স্নানাহার কর না। ও বেলা তখন দুজনে এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।"

অবিনাশ বলিল—"না ললিত, আমার যে বিস্তর কায রয়েছে ভাই! থাকলে ত চলবে না—নইলে থাকতাম। তোমার এই ধুতিখানা পরেই যাই। তুমি বরঞ্চ একখানা চাদর টাদর আমায় দাও, তাই গায়ে দিই।"

ললিতের সিল্কের চাদর গায়ে দিয়া, ছাতাটি হাতে লইয়া অবিনাশ বলিল—"ও বেলা আস্‌ছ ত ঠিক?"

"ঠিক আসব।"

"কবিতাটি আজই কিন্তু ছাপাখানায় পাঠাতে হবে। ওটি নিয়ে যেতে ভুলো না ভাই।"

"না, ভুলব না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

"আচ্ছা—আসি তবে"—বলিয়া অবিনাশ ভিজা জুতা যোড়াটি পায়ে দিয়া সিঁড়ি নামিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা সাতটা না বাজিতেই ললিত, অবিনাশের বাড়ীতে আসিয়া হাজির। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতেছিল, "কে" বলিয়া অবিনাশ তাহার দ্বিতলের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র "ললিত যে!" বলিয়া ছুটিয়া গিয়া সে দ্বার খুলিয়া দিল। দেখিল, ললিতের হস্তে খবরের কাগজে আংশিকভাবে জড়ানো, তাহার পূর্ব্বদিনের ধুতি ও পিরাণটি। তাহার মুখ শুষ্ক, চক্ষু দুইটি বসিয়া গিয়াছে। অবিনাশ বলিল—"তোমার চেহারা এমন হয়ে গেল কেন? শরীর ভাল আছে ত হে?"

ললিত বলিল—"কাল সারা রাত্রি আমার ঘুম হয় নি।"

অবিনাশ নষ্টামি করিয়া বলিল—"কেন, কোনও কবিতা লিখ্‌ছিলে নাকি?"

"না, কবিতা টবিতা নয়। একটা বড় বিষম ভাবনায় পড়ে গেছি। তাই তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি ভাই।"

"ওঃ"—বলিয়া অবিনাশ ললিতকে বৈঠকখানায় আনিয়া বসাইল। জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি?"

ললিত বলিল—"অবিনাশ, কাল যে কবিতাটি তোমায় দিয়েছি—"

অবিনাশ তাড়াতাড়ি বলিল—"হ্যাঁ, সে ত মনতোষ বাবু কাল সন্ধেবেলাই পাস করে দিয়েছেন। তুমি চলে গেলে সেটা তাঁকে দেখালাম কি না। বল্লেন, এটিও অতি উঁচুদরের কবিতা হয়েছে।—ছাপাখানার বাণ্ডিলের মধ্যে সেটি বেঁধে রেখে এসে-ছিলাম। এতক্ষণ বোধ হয় কম্পোজ সুরু হয়ে গেছে। এ মাসেই বেরুবে।"

ললিত বলিল—"না, সে কথা জিজ্ঞাসা করছিনে। আমার সে কবিতাটি—"

অবিনাশ বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল—"কবিতাটি, কি ?"

"সেটি ভাই, নিছক কল্পনা নয়।"

অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া, মুখখানি গম্ভীর করিয়া অবিনাশ ললিতের পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল—"কি বলছ তুমি ? তুমি সত্যি সত্যিই কি—"

ললিত বলিল—"হ্যাঁ অবিনাশ—আমি—সত্যি—সত্যিই—"

অনেক ইতস্তত: করিয়া, অনেক কষ্টে ললিত নিজ মনের গোপনীয় কথা অবিনাশের নিকট প্রকাশ করিল।

সকল কথা শুনিয়া অবিনাশ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে বলিল—"এমন ব্যাপার, তা ত জানতাম না !"

ললিত বলিল—"সব ত শুনলে। এখন উপায় কি বল।"

অবিনাশ যেন কত চিন্তিত হইয়া বলিল—"অনাদি বাবু—

অনেক টাকার মানুষ! বিশেষ তিনি আগাগোড়া সমস্ত গহনা দেবেন বলেছেন। এই ত হয়েছে মুস্কিল কি না!"

এইবার ললিতের মুখ খুলিল। সে বলিল—"ভাই, তোমরা শিক্ষিত লোক হয়েও কি এ কথা বল্‌বে? গহনাই কি এত বড় হল? মনের সুখ কি কিছুই নয়? মানি, অনাদি বাবু আমার চেয়ে ধনে মানে অনেক বড়। কিন্তু তেমনি তিনি আমার চেয়ে বয়সেও যে অন্ততঃ কুড়ি বছরের বড়! মণিমালার ত বাপের বয়সী! এ বিবাহে কি মনের মিল কখনও হতে পারে? সেটা কি তোমরা মোটেই বিবেচনা করবে না?"

অবিনাশ বলিল—"সবই ত বুঝি। কিন্তু কথাটা কি জান ললিত, মনতোষ বাবুর আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল নয়। তুমি এখন এক রকম ঘরের লোক হয়ে পড়েছ, তোমাকে বলতে দোষ নেই—আর্য্যশক্তির এত গ্রাহক তত গ্রাহক বলে বাইরে আমরা যতই লম্ফ ঝম্ফ করি, সে কেবল ব্যবসাদারী—ভুয়ো কথা। দিন কতক কাগজখানা বেশ জেঁকে উঠেছিল বটে, কিন্তু এদানী বছর দুত্তিন আর্য্যশক্তির অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছে। কাউকে বোলো না, আর্য্যশক্তির জন্যে মনতোষ বাবু বিলক্ষণ দেন্‌দার হয়ে পড়েছেন। অথচ নামডাক যথেষ্ট, বড় বড় সব লোকের সঙ্গেই আলাপ, তারা সব আসবে বিবাহে নিমন্ত্রিত হয়ে। দু'একখানি অলঙ্কার যা আছে, তা পরিয়ে মেয়েকে বিবাহ সভায় বের করেন কি করে বল দেখি? অনাদি বাবু গা-ভরা গহনা দেবেন, সেই জন্যেই তাঁর দিকে ঝুঁকেছেন বৈ ত নয়!"

ললিত কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে

বলিল—"আচ্ছা, কত টাকার গহনা হলে চলতে পারে অবিনাশ ?"

"হাজার টাকার গহনা হলে কোনও গতিকে এক রকম গা সাজানো হয়। কনে গয়না বৈ ত নয়।"

"আচ্ছা ভাই, আমি যদি হাজার টাকার গহনা মণিমালাকে দিতে পারি, তা হলে কি আমার কোনও আশা আছে ? আমার জন্যে তুমি একবার বলে দেখবে ?"

অবিনাশ বলিল—"তোমার যখন এত ঝোঁকই হয়েছে, তোমার জন্যে আমি চেষ্টা করে না হয় দেখতাম। কিন্তু অনাদি বাবু যে রকম ধরেছেন—"

ললিত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"দেখ, তুমি ক'দিন থেকেই বাবার বইগুলোর কপিরাইটের কথা আমায় বলছ—কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি স্বীকার হইনি। স্বীকার না হওয়ার কারণও তোমাকে বলেছি। আচ্ছা, এখন একটি প্রস্তাব করি। তুমি ভাই আমার এই উপকারটি করে দাও, আমি তোমায় কপিরাইট লিখে দিচ্ছি। বল, এই ঘটকালিতে রাজি আছ ?"

অবিনাশ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিবার ভাণ করিল। তারপর বলিল—"আচ্ছা, তুমি অত করেই বলছ যখন, তখন চেষ্টা করে দেখি।"

ললিত আবেগের সহিত বলিল—"তুমি চেষ্টা করলেই পারবে ভাই।"

অবিনাশ অন্য দিকে চাহিয়া আরও কিয়ৎক্ষণ যেন ভাবিল। শেষে বলিল—"কিন্তু যদি সফল হই, আমার ঘটকালিটে কিন্তু

সঙ্গে সঙ্গেই চাই ভাই। তুমি যে বলবে, আগে তুই হাতে এক হয়ে যাক, তারপর কপিরাইট লিখে দেব—সে আমি শুনব না কিন্তু।"

ললিত উৎসাহের সহিত বলিল—"এই ত কথা! আচ্ছা, যেদিন তুমি এসে আমায় সংবাদ দেবে যে ওঁরা রাজি হয়েছেন, সেই দিনই আমাকে দিয়ে তুমি দলিল লিখিয়ে নিও।"

"আচ্ছা, তবে আমি চেষ্টা করি। কিন্তু দেখো ভাই, কথার যেন খেলাপ না হয়।"

"হবে না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

নবম পরিচ্ছেদ

তুইদিন পরে অবিনাশ ললিতের বাসায় আসিয়া সংবাদ দিল, কর্ত্তা ও গৃহিণী উভয়েই রাজি হইয়াছেন। আজ সন্ধ্যার পর তাঁহারা ললিতকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, বোধ হয় এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

শুনিয়া ললিত যেন হাতে স্বর্গ পাইল। তাহার চোখ ছল ছল করিতে লাগিল। অবিনাশের হাতখানি নিজ হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"ভাই, তুমি আমায় জন্মের মত কিনে রাখলে!"

সন্ধ্যার পর ললিত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিল।

মনতোষ বাবু তখনও সান্ধ্য ভ্রমণ হইতে ফিরেন নাই। গৃহিণী ললিতকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা, তুমি আমার মণিকে বিয়ে করতে চেয়েছ?"

ললিত লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল।

গৃহিণী বলিলেন—"তা, এ ত বেশ সুখের কথা বাবা। মণিকে তোমার যদি এতই পছন্দ হয়ে থাকে, ওকে তুমি নাও—আমাদের তাতে কোনও অমত নেই। কিন্তু একটা কথা আছে।"

ললিত বলিল—"কি মা, বলুন।"

"শুভকর্ম্মটি তা হলে এই শ্রাবণ মাসেই সেরে ফেলতে হয়। নইলে অগ্রহায়ণ মাসের আগে ত আর বিয়ের দিন নেই—ভাদ্র মাসে মণির আবার যোড়া বছর পড়বে। ভাদ্র মাসে ওর জন্মমাস কিনা, চোদ্দয় পা দেবে। যোড়া বছরে ত বিয়ে হতে নেই।"

ললিত বলিল—"তা, শ্রাবণেই হোক না কেন!"

"আমিও তাই বলি। শুভস্য শীঘ্রং। দেশে কি তোমার খুড়ো মশায়কে চিঠি লিখব আমরা?"

"না, কিছু দরকার নেই মা। আমার জন্যে ত ভেবে ভেবে তাঁদের ঘুম হচ্ছে না কি না! আমি বেঁচে আছি কি মরে গেছি সে খবরও তারা নেন না! তাঁদের চিঠি লেখবার কোন দরকার নেই।"

"সে তুমি যে রকম বলবে তাই হবে। আর একটা কথা বাবা।"

"কি মা, বলুন।"

"মণিকে, বিয়ের পর কোথায় রাখবে? প্রথম অবিশ্যি দু'মাস ছ'মাস এইখানেই থাকবে। তার পর?"

"তার পর ছোট খাট একটা বাড়ীভাড়া করে ওকে নিয়ে যাব।"

গৃহিণী বলিলেন—"ঐ একটু মুস্কিল রয়েছে কি না বাবা। তোমার ত কেউ স্ত্রীলোক অভিভাবক নেই—মাসি পিসী খুড়ি জেঠি—মণি ছেলে মানুষ, একলা কি একটা বাড়ীতে থাকতে পারবে ও? তা ছাড়া তোমার মাইনেও এখন কম। মাইনে কিছু না বাড়া পর্য্যন্ত মণিকে যদি এখানে রাখ তা হলেই ভাল হয় বাবা।"

"দেশে আমার এক পিসিমা আছেন, চেষ্টা করলে হয়ত তাঁকে পরে আমি এখানে নিয়ে আসতে পারব। তার ত এখনও দেরী আছে মা, সে পরের কথা পরে হবে। সব রকম বিবেচনা করে, আপনারা যা ভাল বুঝে আমায় পরামর্শ দেবেন, তাই আমি করব।"

কর্ত্তা বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া, ভাবী জামাতাকে নানা স্নেহবাক্যে আপ্যায়িত করিলেন। পঞ্জিকা দেখিলেন, ২৭শে শ্রাবণ বিবাহের ভাল দিন পাওয়া গেল।

পরদিন অবিনাশ বেলা ৮টার মধ্যে ললিতের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—"আজকে বেলা দুটোর পর হাইকোর্ট পাড়ায় আসতে পারবে?"

"কেন?"

"তা হলে সেই দলিলটা আজ লেখা হতে পারত।"

"বল ত আসি।"

অবিনাশ এটর্ণি বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিল। বলিল—"আমি ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দুটোর সময় তাদের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকব। তুমি ত দেরী করবে না?"

"না, দেরী করবে কেন ?"

"ললিত, আমার এই তাড়াতাড়ি দেখে তুমি কি মনে করছ জানিনে। হয়ত ভাবছ, তোমায় আমি অবিশ্বাস করছি—পাছে বিয়ে টিয়ে হয়ে গেলে আর না দাও, ফাঁকি দাও। তা নয় ভাই। দোকনটি খোলবার সব বন্দোবস্ত করেছি। জন্মাষ্টমীর দিনেই খুলব। সেই দিনই তোমার বাবার প্রথম বইখানি প্রকাশ করব এইটে আমার ভারি ইচ্ছে। সেই জন্যেই একটু তাড়াতাড়ি করছি।"

ললিত বলিল—"লিখে ত দিচ্ছি, কিন্তু দেখো ভাই, শেষে যদি বিপদে পড় ত আমার দোষ দিও না।"

যথা সময়ে এটর্নি বাড়ী গিয়া দলিল লেখা হইল। পরদিন তাহা রেজিষ্টারিও হইয়া গেল। রেজিষ্ট্রারকে সাক্ষী করিয়া অবিনাশ ললিতকে পণবাহার ৫০০৲ গণিয়া দিল।

রেজিষ্ট্রি আফিস হইতে বাহির হইয়া অবিনাশ বলিল—"একটা কথা বলে' রাখি ভাই, মনতোষ বাবুকে কিম্বা ওঁদের কাউকে, এ কপিরাইট্ কেনার কথা ঘুণাক্ষরেও কিছু যেন বোলোনা—বুঝেছ ?"

"না, এতদিন যখন বলিনি, তখন এখনই বা বলব কেন ?"

ললিতকে ট্রামে তুলিয়া দিয়া অবিনাশ এটর্নি আফিসে গেল। সেখানে গিয়া বলিল—"বারো হাজার টাকার দাবীতে পান্না মিত্তিরের নামে একখানা নোটিশ লিখতে হবে। বিনা অধিকারে অন্যায়ভাবে কালী ভট্চায্যির পাঁচখানি উপন্যাস ছাপিয়ে বিক্রী করে, এ সাড়ে পাঁচ বছরে খরচ খরচা বাদ অন্ততঃ দশ হাজার

টাকা লাভ করেছে। অনুবাদ সত্ব বিক্রী করেও অন্ততঃ দু হাজার টাকা সে পেয়েছে। এই বারো হাজার টাকার দাবীতে তাকে একখানা নোটিস লিখে পাঠান।"

এটর্ণি তদনুসারে নোটিস পাঠাইল যে সপ্তাহ মধ্যে পান্না মিত্র যদি এই টাকা দাখিল না করে, তবে সপ্তাহান্তে হাইকোর্টে তাহার নামে মোকর্দ্দমা রুজু হইবে।

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রাবণ সংখ্যা 'আর্য্যশক্তি' বাহির হইয়া গেল। বিবাহের আয়োজনে মনতোষ বাবু মনযোগ দিলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—"এটা রীতিমত সাহিত্যিক বিবাহ—ছোট বড় সমস্ত সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ করে' বিবাহ রজনীতে একটা সাহিত্যসম্মিলন করে' ফেলতে হবে।"

সবই ত হইতে পারে, কিন্তু টাকা কই? ঐ জিনিষটারই যে বড় টানাটানি। টাকার অপ্রতুলতাবশতঃ বিবাহের আয়োজন অতি মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বিবাহের পাঁচদিন মাত্র বাকী। মনতোষ বাবু বিমর্ষ চিত্তে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন। অবিনাশ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"অত ভাবছেন কি?"

মনতোষ বাবু বলিলেন—"টাকার জন্যে যে মহা মুস্কিলে পড়ে গেছি হে! গহনা কিম্বা নগদ টাকাই দিতে হবে না বটে,

বরাভরণ, দানসামগ্রী, লোকজন খাওয়ানর খরচ, এসব ত আছে। এক জায়গায় হাজার খানেক টাকা ধারের বন্দোবস্ত করেছিলাম, তখন ত বলেছিল নিশ্চয় দেবে, এখন বলছে দিতে পারবে না। শেষকালে কি দাঁড়িয়ে অপমান হতে হবে নাকি হে?"—বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল।

অবিনাশ বলিল—"তাইত, এখন উপায়?"

"উপায় আমার মাথা আর মুণ্ডু!—আমি এসব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পালাই। তোমরা যা হয় কর।"

অবিনাশ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল—"আমি টাকার চেষ্টা দেখব?"

"দেখ যদি পাও। পাবে? কোনও আশা আছে?"

"চেষ্টা করলে পেতে পারি বোধ হয়। দেখি চেষ্টা করে।"

পরদিন অবিনাশ এক হাজার টাকা আনিয়া মনতোষ বাবুকে দিল। তিনি মহাখুসী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা পেলে হে?"

অবিনাশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"ওটা—একটু সুযোগে পাওয়া গেছে।"

মনতোষ বাবু অবিনাশকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"বিয়ে হয়ে যাক—কিছু সুদ ধরে একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখে দেব তোমায়। না না—সে তুমি বল্লেও শুনব না, সুদ কিছু তোমায় নিতেই হবে। তুমি গরীব মানুষ, বিনা সুদে আমায় এত টাকা ধার দেবে, সে কি কথা!"

আজ ২৭শে শ্রাবণ। আজ ললিতের সহিত মণিমালার

বিবাহ। এক সপ্তাহের জন্য নিকটে একখানি বড় বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছে—সেই বাড়ীতেই বিবাহ হইবে। দেশ হইতে মনতোষ বাবুর আত্মীয় কুটুম্বগণ আসিয়াছেন। বিবাহবাড়ী গম্‌গম্‌ করিতেছে।

মনতোষ বাবুর বন্ধুর অভাব নাই। বিবাহের দিন অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করিতে আসিলেন। অবিনাশকে মনতোষ বাবু প্রাতের গাড়ীতে নাটোর পাঠাইয়া দিয়াছেন। দুই মণ কাঁচাগোল্লা সেখানে ফরমাইস দেওয়া হইয়াছিল, সন্ধ্যার ট্রেণে তাহা সঙ্গে লইয়া অবিনাশ আসিয়া পৌছিবে।

ললিত গায়ে হলুদ হইতে এই বাড়ীতেই আছে। আজ সেও পাঁচজনের সঙ্গে কাযকর্ম্মে লাগিয়া গিয়াছে।

কলিকাতার ছোটবড় বহুসংখ্যক সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-সম্পর্কিত ভদ্রলোকই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই দুই একজন করিয়া পৌছিতে আরম্ভ করিলেন।

উপেন্দ্র বাবু নামক একজন উকীলের সহিত মনতোষ বাবু বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। উপেন্দ্রবাবু বলিলেন—"আপনার বেয়াইয়ের বইগুলি যে আপনারা পান্না মিত্রের হাত থেকে উদ্ধার করতে পেরেছেন, এটা খুব ভাল হয়েছে।"

মনতোষ বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"কি বলছেন আপনি? বই আবার কবে উদ্ধার করলাম?"

"কেন, আপনার অবিনাশ ত পান্না মিত্রের কাণ মলে তার কাছ থেকে বইগুলির কপিরাইট্ কেড়ে নিয়েছে। আপনি কিছু জানেন না?"

"না, আমি ত কিছুই জানিনে। কি করে কেড়ে নিলে? কবে?"

"বিলক্ষণ। আমি মনে করেছি আপনি সবই জানেন। অন্ততঃ অবিনাশ ত আমাকে তাই বুঝতে দিয়েছিল। সে বল্লে আমি ত কেবল বেনামদার।"

"কি? ব্যাপার কি হয়েছে?"

উপেন্দ্র বাবু তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন—"ঐ পান্না মিত্তির আমার মক্কেল কি না। দিন পনের হল, একদিন পান্না এসে আমায় বল্লে, 'এই দেখুন এটর্ণি বাড়ী থেকে এক নোটিস পেয়েছি; কালী ভট্‌চায্যির ছেলে ললিত ভট্‌চায্যির কাছ থেকে সব বইয়ের কপিরাইট অবিনাশ কিনে নিয়েছে—নিয়ে এখন বলছে আমি কালী ভট্‌চায্যির বই বিনা অধিকারে ছাপিয়ে বারো হাজার টাকা লাভ করেছি—সেই টাকা না দিলে আমার নামে নালিশ করবে।—আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিনা অধিকারে ছাপিয়েছ না কি?'—সে বল্লে, 'না মশাই, এই দেখুন আমার দলিল।' দলিল দেখলাম, সে দলিল কিছুই নয়। কিনেছে কেবল খানকতক হাতের লেখা কাগজ। কপিরাইট যার ছিল তারই আছে। বল্লাম তাকে সেই কথা। সে ত বিশ্বাসই করতে চায় না। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে, তিন চার দিন বড় বড় উকীল কৌঁস্থলির কাছে গিয়ে, বিস্তর ফী গুণে, মত নেওয়া হল। সকলেই বল্লে, কপিরাইট পান্নালাল কেনেনি, কপিরাইট যার ছিল তারই আছে। শেষে অবিনাশের এটর্ণির বাড়ী গিয়ে, অবিনাশকে ডাকিয়ে মিটমাট করা হল। পান্নালাল নগদ

দুহাজার টাকা অবিনাশকে দিলে, আর স্বীকার পত্র লিখে দিলে যে কপিরাইটের অধিকারী সে কখনও ছিল না এবং এখনও নয়; আর কখনও ওসব বই সে ছাপাবে না। অবিনাশ লিখে দিলে, সে কপিরাইটের মালিকস্বরূপ, নগদ দুহাজার টাকা পান্নার কাছ থেকে পেয়ে, তার উপর সমস্ত দাবী দাওয়া ছেড়ে দিলে। এই ত দিন পাঁচ ছয় হল মিটমাট হয়েছে। আপনাকে অবিনাশ কিছু বলে নি ?"

"না, কিছুই ত আমি জানিনে। এই ত আপনার কাছে প্রথম শুন্‌ছি।"

উপেন্দ্র বাবু বলিলেন—"তবে কি এর মধ্যে কোনও গোল-যোগ আছে নাকি ?"

মনতোষ বাবু বলিলেন—"সেই রকমই ত দেখছি। অবিনাশ যদি জানতেই পেরেছিল যে পান্নার ও দলিল কিছু নয়, তার ত উচিত ছিল আমাকে এসে সেই কথা বলা। চুপি চুপি ও এত কাণ্ড করলে কেন ? ওর মনে নিশ্চয়ই পাপ আছে।"

উপেন্দ্র বাবু বলিলেন—"তাই ত বোধ হচ্ছে। নইলে আপনার জামাইয়ের কাছ থেকে দলিল রেজিষ্টারি করিয়ে নেবে কেন ?"

"দেখি"—বলিয়া মনতোষ বাবু উঠিয়া গেলেন। ললিতের সন্ধান করিয়া তাহাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া, যাহা যাহা শুনিয়া-ছিলেন সকল কথা বলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি তার নামে দলিল লিখে দিয়েছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাকে ৫০০৲ টাকা দিয়ে ঐ দলিল

অবিনাশ আমার কাছে লিখিয়ে নিয়েছিল।”—বলিয়া অবিনাশের সঙ্গে দিনের পর দিন এ সম্বন্ধে তাহার যাহা কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সমস্তই মনতোষ বাবুকে বলিল।

“ওঃ—কি বিশ্বাসঘাতক! কি বিশ্বাসঘাতক!”—বলিয়া মনতোষ বাবু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—“দলিল লেখার আগে আমাকে যদি একটিবার জিজ্ঞাসা করতে বাবাজী!”

ললিত বলিল—“এর মধ্যে যে এত কাণ্ড আছে তা কি করে জানব বলুন! দোকান খোলা, বাবার বই ছাপানো সমস্তই তা হলে মিথ্যে কথা! ও যে আমাদের সঙ্গে এ রকম জুয়াচুরি করবে তা কে জানত?”

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনতোষ বাবু বলিলেন—“পিতৃধন তোমার অদৃষ্টে নেই, তুমি কি করবে বল!—কিন্তু অবিনাশটা যে আমাদের সঙ্গে ঐ চাতুরী খেলবে, তা আমি স্বপ্নেও জানিনে। এতকাল আমার নুন খেয়ে, শেষকালে এই বিশ্বাসঘাতকতা! ছি ছি। আসুক আগে সে। আজ আর তাকে কিছু বলব না। বিয়ের হাঙ্গামটা চুকে গেলেই, তাকে দূর করে তাড়িয়ে দেব। বিয়ের জন্যে হাজার টাকা তার কাছে ধার করেছি। দেব না ত! সিকি পয়সাও দেব না। ভাগ্যিস হ্যাণ্ডনোট-খানা লিখে দিইনি! কি নরাধম!”

রাত্রির আটটার সময় সন্দেশ লইয়া অবিনাশ আসিয়া পৌছিল। মনতোষ বাবু তাহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। অবিনাশ সন্দেশ রাখিয়া বাড়ী গেল বস্ত্রাদি

পরিবর্ত্তন করিতে। রাত্রি ৯টায় অবিনাশ ফিরিল। বর তথন সভাস্থ হইয়াছে।

ক্রমে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল।

অবিনাশ তাড়াতাড়ি মনতোষ বাবুর কাছে গিয়া একখানা মোটা লেফাফা দিয়া বলিল—"দেখুন, মার হাতে এই লেফাফা-খানা দেবেন ত। বিয়ে হয়ে গেলে, বাসর ঘরে বরকনে গিয়ে বস্‌লে সকলে যখন যৌতুক দেবে, তখন মা যেন মণিমালার হাতে এই খামখানা দেন। আমি ত সেখানে যেতে পাব না!"

মনতোষ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি এ?"

"ওটা—মণিমালাকে আমার যৌতুক।—দেখুন না, লেফাফার উপরেই ত লেখা আছে।"

মনতোষ বাবু লেফাফা আলোকের নিকটে ধরিয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা আছে—"স্নেহময়ী ভগ্নী শ্রীমতী মণিমালা দেবীকে শুভবিবাহে আমার যৌতুক।"

"এতে আছে কি হে?"—বলিয়া মনতোষ বাবু লেফাফাটি ছিঁড়িবার উপক্রম করিলেন।

অবিনাশ "খুলবেন না খুলবেন না" বলিতে বলিতে মনতোষ বাবু লেফাফা ছিঁড়িয়া তাহার মধ্যস্থিত কাগজপত্র বাহির করিলেন। দেখিলেন তাহার মধ্যে ৫০০ টাকার একখানি নোট, এবং রেজিষ্টারি করা একখানি দলিল।

রুদ্ধশ্বাসে মনতোষ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি অবিনাশ —অ্যাঁ!"—বলিয়া দলিলখানি আলোকের নিকট ধরিলেন।

অবিনাশ বলিল—"দেখে ফেল্লেন! ওখানা মণিমালার নামে

দানপত্র। পান্না মিত্তিরের কাছ থেকে কপিরাইট্ উদ্ধার করেছি। উপরন্তু ২০০০৲ টাকা—"

মনতোষ বাবু হঠাৎ অবিনাশের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"আমায় মাফ্ কর অবিনাশ!"—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অবিনাশ পরম বিস্ময়ে বলিল—"কেন? মাফ্ কিসের?"

"মনতোষ বাবু—কোথায় গেলেন—লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। বরকে নিয়ে চলুন।"—বিবাহ-সভা হইতে হাঁকাহাঁকি পড়িয়া গেল।

লেফাফাখানি বগলে করিয়া, বরকে লইয়া মনতোষ বাবু অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্ত্রীলোকেরা মঙ্গলশঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া তুলিল।

সতীদাহ

(সত্য ঘটনা)

—:*:—

হিন্দুধর্ম্ম-বিহিত বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে, মৃত স্বামীর চিতায় বিধবার স্বেচ্ছাকৃত আত্মজীবন-বিসর্জ্জনই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার।

এই ভয়ঙ্কর প্রথাটি যে অতি প্রাচীন, তাহা ডাইওডোরস্ লিখিত গ্রন্থপাঠেই জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

"অ্যান্টিগোনস্ ও ইউমিনিস্ যখন পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তখন একদিন ইউমিনিস্, অ্যান্টিগোনসের নিকট নিজ সৈন্যের মৃতদেহগুলি সৎকার করিবার জন্য অনুমতি গ্রহণ করেন। এই সময়ে একটি অদ্ভুত কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। মৃতের মধ্যে একজন ভারতীয় সৈনিক ছিল, তাহার দুই স্ত্রী,—উভয়েই স্বামীর সহিত আসিয়াছিল। কনিষ্ঠা স্ত্রীকে সে অল্পদিন পূর্ব্বেই বিবাহ করিয়াছিল। বিধবার বাঁচিয়া থাকা ভারতীয় শাস্ত্রানুমোদিত নহে। স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরিতে অসম্মত হইলে আমরণ তাহাকে নিন্দিত ও অপমানিত জীবন যাপন করিতে হয়। সে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না, কোনও প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদানও তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রে এক স্ত্রী পুড়িয়া মরিবার কথাই আছে, এ ক্ষেত্রে দুই স্ত্রী

বর্ত্তমান। উভয়েই সে সম্মান দাবী করিতে লাগিল। এই উপলক্ষে উভয়ের মধ্যে তুমুল কলহ বাধিয়া গেল। একজন বলিল—'আমি জ্যেষ্ঠা, আমিই এ গৌরবের ন্যায্য অধিকারিণী।' কনিষ্ঠা কহিল—'তুমি অন্তঃসত্ত্বা, শাস্ত্রানুসারে তোমার পুড়িয়া মরা নিষিদ্ধ।' অবশেষে কনিষ্ঠারই জয় হইল। জ্যেষ্ঠা তখন নিজ পরিধেয় বসন ও মস্তকের কেশ ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে, বিলাপ করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল—যেন তাহার কতই না দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে! কনিষ্ঠা সানন্দে বিবাহোচিত বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া, হাসিতে হাসিতে সগর্ব্বে দাহস্থানে উপনীত হইল। নিজ বসনভূষণ সখিগণকে বিতরণ করিয়া, সকলের নিকট শেষ বিদায় লইয়া, অবিচলিত পদক্ষেপে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার সাহায্যে স্বামীর চিতায় আরোহণ করিল। সমবেত দর্শকমণ্ডলী হর্ষসূচক চীৎকার ও হরিধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল।"

যে পরিবারে কেহ "সতী" হয়, সমাজ মধ্যে সে পরিবারের যশের সীমা থাকে না। যে ব্রাহ্মণ এ ব্যাপারে পৌরহিত্য করেন তাঁহার নাম ও দক্ষিণা দুই-ই বাড়িয়া যায়। এমন কি দেশীয় রাজপুরুষগণ জাঁক জমকের সহিত সতীদাহ স্থানে আসিয়া দর্শকরূপে দণ্ডায়মান হন।

বিধবারা শুধু সাময়িক কৃত্রিম উত্তেজনার বশেই এরূপ অস্বাভাবিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় সন্দেহ নাই। তবে সব সময়ে একথা খাটে না। মেজর কার্ণাক বরোদারাজ্যে রেসিডেন্ট থাকার সময় নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল।

বরোদা-নিবাসী একজন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, গোয়ালিয়র-রাজ দৌলৎ রাও সিন্ধিয়ার অধীনে কারকুণের কর্ম্ম করিতেন। ১৮১৫ সালে তাঁহার পত্নী (বরোদায়) এক রজনীতে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। এই স্বপ্ন দর্শন করিয়া কয়েকদিন অবধি তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া রহিল।

একদিন কূপ হইতে জলের কলসী মাথায় করিয়া তিনি গৃহে ফিরিতেছিলেন। গলার হারই সে দেশে সধবার চিহ্ন, সেটি তিনি কলসীর গলায় রাখিয়া আনিতেছিলেন। হঠাৎ একটা কাক পড়িয়া কলসীর গলা হইতে সেই হার মুখে লইয়া উড়িয়া পলাইল। এইরূপ দুর্নিমিত্ত ঘটায় ভয়ে ও চিন্তায় ব্রাহ্মণকন্যা অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। কলসী সেখানেই আছাড়িয়া ফেলিয়া গৃহে আসিয়া বলিলেন—"আমি সতী হইব।"

রেসিডেণ্ট সাহেব এই সংবাদ পাইবামাত্র সেই ব্রাহ্মণগৃহে গিয়া স্ত্রীলোকটিকে অনেক বুঝাইলেন, এ কার্য্য হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। সাহেব তখন বরোদা মহারাজের নিকট গিয়া সমুদয় বিবরণ কহিলেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে মহারাজও স্বয়ং সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয়া স্ত্রীলোকটিকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন। বলিলেন, "তোমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে এমন সংবাদ কিছুই পাওয়া যায় নাই, কেন তুমি অকারণ আত্মহত্যা করিতে যাইতেছ? যদি সত্য সত্যই তোমার স্বামী মরিয়া

থাকেন, তুমি যাবজ্জীবন রাজসরকার হইতে খোরপোষ পাইবে, তোমার স্বামীর উপার্জ্জনের উপর আর যাহার যাহার অশন বসন নির্ভর করিত, সকলকেই আমি প্রতিপালন করিব, তুমি এ সংকল্প পরিত্যাগ কর।" কিন্তু তথাপি তিনি অটল রহিলেন। মহারাজ তখন নিজ সিপাহীগণকে আদেশ দিয়া আসিলেন— "তোমরা এ বাড়ীর চারিদিকে অষ্টপ্রহর পাহারা দাও, সাবধান যেন কোনও ক্রমে স্ত্রীলোকটি বাহিরে না যাইতে পারে।"

মহারাজ প্রস্থান করিলে, সিপাহীগণকে ব্রাহ্মণকন্যা অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন—"কেন তোমরা আমায় আট্‌কাইয়া রাখিয়াছ, ছাড়িয়া দাও।" কিন্তু সিপাহীরা রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহস করিল না। অবশেষে স্ত্রীলোকটি একখানা ছোরা আনিয়া সিপাহীদিগকে বলিলেন—"তোমরা যদি আমায় ছাড়িয়া না দাও, এই ছোরা আমি নিজের বুকে মারিব। ব্রহ্মরক্তপাতে তোমাদের রাজ্য ছারখার হইয়া যাইবে।"—তখন ভয়ে সিপাহীরা পথ ছাড়িয়া দিল।

রমণী তখন প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া ধীরে ধীরে নদীতীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি আত্মীয় বন্ধুগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সকলে আসিয়া পৌঁছিল। চিতা রচিত হইল। স্বামীর একটি অন্নগঠিত মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, সেটি চিতায় স্থাপন করিয়া, রমণী স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন। তাহার পর অবিকম্পিত পদে, চিতায় উঠিয়া অন্নমূর্ত্তি-স্বামীর পদতলে উপবেশন করিলেন। তাহার পর, চিতা জ্বলিয়া উঠিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ঘটনার তিন সপ্তাহ পরে, স্ত্রীলোকটির স্বামীর মৃত্যু সংবাদ আসিল। লোকে হিসাব করিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণের মৃত্যুর সময়টি, তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীর স্বপ্নদর্শন-সময়ের সহিত মিলিয়া গিয়াছে।

সমাপ্ত